০২ অক্টোবর ২০২৩

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস

National Productivity Day

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা

Productivity for Smart Bangladesh

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

শিল্প মন্ত্রণালয়

"যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান"

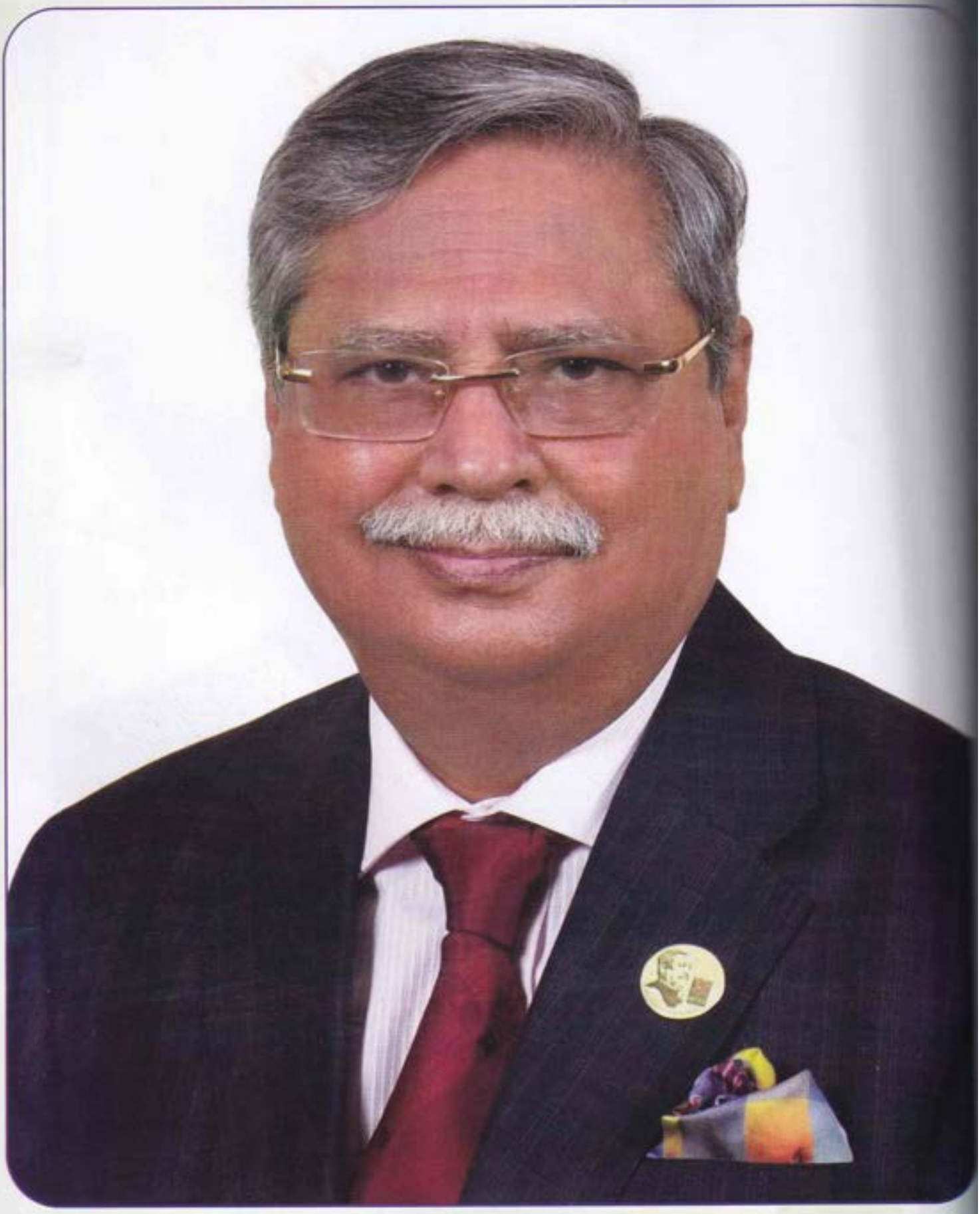

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
০২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মানুষের চিন্তার জগত, জীবনধারা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন, সেবা প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগমনী বার্তা আমাদেরকে তাড়া করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও স্মার্ট প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিকতা ও সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আত্তীকরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অধিকহারে মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা' যথার্থ ও যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এজন্য কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি দেশের সকল বেসরকারি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পের উন্নয়ন, দক্ষ জনবল তৈরি, গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি আশা করি , জাতীয় উৎপাদশীলতা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪৩০
০২ অক্টোবর ২০২৩

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর আয়োজনে ০২ অক্টোবর ২০২৩ দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা (Productivity for Smart Bangladesh)'। আওয়ামী লীগ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এজন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করেছে। তাই এ বছর এনপিও কর্তৃক গৃহীত প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ এখন গোটা বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত। গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। একই সময়ে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সকল সেক্টরে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এজন্য জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা জরুরি।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন দিবসটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩' উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এম.পি
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর ০২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। সারাদেশে উৎপাদনশীলতার ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত এই দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। বরাবরের মত এবারও দিবসটি পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে যার উদ্দেশ্য স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি তৈরি করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবতা। জাতি এগিয়ে চলেছে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে। যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর, সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করা হবে। অন্যান্য দেশের মত এখন বাংলাদেশেও সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কলকারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, সেবা খাতে সর্বত্রই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জোর দেওয়া হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যমান জনশক্তি, মেধা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এজন্য দেশি-বিদেশি নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব অর্জন করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মত ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি।

এবারের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩ এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা" যা খুবই সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। তৃণমূল পর্যায়ে এই দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের উদ্যোগ আরও জোরদার হবে এবং স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে উৎপাদনশীলতার গুরুত্বও তাৎপর্য সবাই বুঝতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩"এর সাফল্য কামনা করি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এম.পি

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ০২ অক্টোবর দেশব্যাপী "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩" উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই মহৎ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

এবারের মূল প্রতিপাদ্য "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা"। স্মার্ট বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, রোবটিকস, ব্লকচেইন, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রি-ডি প্রিন্টিং এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতসহ সকল খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতি ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন করে আসছে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে ক্রমশঃ বেরিয়ে এসে শিল্প ও সেবা খাতমুখী হয়েছে আমাদের অর্থনীতি। বর্তমানে দেশে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। একটি দেশ উন্নত হতে হলে শিল্পের কোন বিকল্প নেই। টেকসই শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ সকল খাতে উৎপাদনশীলতা যত বাড়বে, দেশ তত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সকল ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য বলে আমি মনে করি।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩" উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর ২ অক্টোবর **'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস'** পালন করে আসছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য **'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা'**-তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে টেকসই উনয়নের কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য নিয়ামক। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করে। এর গুরত্ব উপলব্ধি করে এনপিও দেশের শিল্প কলকারখানা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে, যা সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত ও নন্দিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতাকে আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানান কাজ চলমান আছে।

বর্তমানে কৃষিখাতে দেশের মোট জনশক্তির প্রায় ৩৮ ভাগ নিয়োজিত থাকলেও ক্রমান্বয়ে এখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসছে। অন্যদিকে প্রতিবছর শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি বাড়ছে। এসব শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের প্রসার খুবই জরুরি। সেজন্য শিল্প কলকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে শিল্পায়ন আরও বাড়বে, দেশের শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে।

আমি আশা করি, উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবান করতে এ দিবস সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩ এর সার্বিক সফলতা ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ০২ অক্টোবর দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এটি সত্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই মহৎ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

টেকসই শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আমাদের বাণিজ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি। শিল্প ও সেবাসহ সকল খাতে উৎপাদনশীলতা যত বাড়বে, দেশ তত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সকল সেক্টরে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নিত্য নতুন প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, পণ্যের গুণগত মান বাড়বে। ফলে, উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা'। এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন, একটি সুশিক্ষিত ও আধুনিক প্রজন্ম। আর এই প্রজন্মের হাত ধরেই তৈরি হবে ২০৪১ এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ।

আমি আশা করি ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস সফলভাবে উদযাপিত হবে। আমি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসেবে পালন করে আসছে। সারাদেশে উৎপাদনশীলতার ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত এই দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। বরাবরের মত এবারও দিবসটি পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্মার্ট বাংলাদেশ হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী সুসংহত পরিমার্জিত রূপ, যা মূলত সরকারি সেবা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে স্মার্টভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস, যেখানে সকল ধরনের ন্যায্য অধিকার পূর্বের তুলনায় অধিকতর সক্ষমতার সঙ্গে নিশ্চিত করার মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। মূলত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার প্রয়াসই হলো স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ এর সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হতে হবে সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, তবেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কৌশলগত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

এবারের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩ এর মূল প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা' যা খুবই সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

আমি দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে এনপিও কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী

আমির হোসেন আমু, এম.পি
সভাপতি
শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা, যা খুবই সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, এনপিও দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তব। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। এখন তাঁর লক্ষ্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের রোল মডেল। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ এদেশের ইতিহাসে অন্যতম সাহসীকতা। বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিতকে অনেক শক্তিশালী করা হয়েছে। হাইটেক পার্ক, সাবমেরিন ক্যাবল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন ইত্যাদি কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। শুধু তাই নয়, ২০৪১ পরবর্তী ২১০০ সালেও এ বঙ্গীয় বদ্বীপ যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয়, দেশের মানুষ যাতে সুন্দর, সুস্থ ও স্মার্টলি বাঁচতে পারে, সেজন্য ঘোষণা করা হয়েছে ডেল্টা প্ল্যান, যা বর্তমান সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টির ফসল।

আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩ দেশব্যাপী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি মনে করি, এনপিও উৎপাদশীলতা আন্দোলনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

আমি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আমির হোসেন আমু, এম.পি

জাকিয়া সুলতানা
সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ বছরের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা'**; যা বর্তমান স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্পের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ একান্ত জরুরী। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট সোসাইটি-এ ৪টি স্তম্ভের উপর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্প সেক্টরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমান বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৭.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৯৯.২০% বাস্তবায়ন, এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ ২২.৩৩ লক্ষ মে. টন লবন উৎপাদন, ৭.১৬ লক্ষ মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদন এবং চিনি শিল্পে একর প্রতি ৮২ মে. টন পর্যন্ত আখ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। চামড়া শিল্পে ১.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর নিজ উদ্যোগে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশে ইতোমধ্যে প্রায় ৭৯ লাখ এসএমই উদ্যোক্তা গড়ে ওঠেছে। এসব এসএমই শিল্প জিডিপিতে শতকরা ২৫ ভাগ এবং মোট শিল্প কর্মসংস্থানে শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ অবদান রাখছে।

এ ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাত, উপখাতসহ শিল্প/সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে উৎপাদশীলতা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরি সহায়তা, গবেষণা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে পারস্পরিক শিখন (Hrizontal Learning) এবং এ শিখনফল ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শিল্প সেক্টরে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এনপিও দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম আরো বেগবান করবে।

আমি এনপিও'র সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাকিয়া সুলতানা

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ সারা দেশে **জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩** উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় **"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা (Productivity for Smart Bangladesh)"**। প্রতিপাদ্যটি যুগোপযোগী এবং বর্তমান সময়কে ধারণ করে আমাদের জাতীয় অঙ্গীকার পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, শতবর্ষী ডেল্টা প্ল্যান তথা 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫ গ্রহণ করেছে। এছাড়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ও এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) যৌথভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করেছে।

উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি তা বাস্তবায়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সবাই লাভবান হবেন। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতসহ প্রতিটি সেক্টরে প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র গতিশীল নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা। দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন উন্নতমানের পণ্য ও সেবাসমূহ পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি **জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩** এর সাফল্য কামনা করছি। দিনটিকে সফল করার জন্য এনপিও'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এনপিও

Dr. Indra Pradana Singawinata
APO Secretary-General
Tokyo

Message from the APO Secretary-General on National Productivity Day 2023, Bangladesh

On behalf of the Asian Productivity Organization (APO), I extend hearty congratulations to the Government of Bangladesh, National Productivity Organisation (NPO), and people of Bangladesh on the occasion of their 12th National Productivity Day on 2 October 2023. The theme of this year's celebration, "Productivity for Smart Bangladesh," reflects the strong commitment to achieving the country's vision of becoming a developed economy by 2041. The APO joins the citizens of Bangladesh in marking this joyous occasion.

This annual event is significant for the productivity movement in Bangladesh. The APO is pleased to contribute to the building of Golden Bengal by presenting the National Productivity Master Plan 2021–30 to the Government of Bangladesh, which aims to raise the national productivity level and standard of living. To enhance the role of the NPO Bangladesh, the APO Secretariat is now supporting its efforts to become accredited as an APO Certification Body of Productivity Specialists in 2024.

It is very encouraging to note that Bangladesh will celebrate Productivity Day nationally through awareness campaigns using traditional and mass media, seminars, TV and radio talk shows, rallies, and commemorative publications on productivity and sustainable development issues. I congratulate the Ministry of Industries and NPO for organizing these events. The APO will continue to support Bangladesh in achieving its vision of becoming a more productive, sustainable economy.

I hope that the Government of Bangladesh and its people continue to reap the benefits of the productivity movement while enjoying prosperity, peace, equality, and progress in the years ahead.

Dr. Indra Pradana Singawinata

মাহবুবুল আলম
সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) প্রতি বছরের মত এবারও "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩" উদযাপন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা", যা উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ও সময়োপযোগী বলে আমি বিশ্বাস করি।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশ্বের এক রোল মডেল বাংলাদেশ। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা পেরিয়ে আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে। কৃষি, শিল্প, সেবা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, চাসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আধুনিক, সুখী-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

উন্নত বা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার কোন বিকল্প নেই। যে কোন দেশের টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা। উন্নত ও টেকসই বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সর্বমহলে প্রশংসিত। যোগাযোগ, চিকিৎসা, সেবা, প্রকাশনাসহ বিভিন্ন খাতের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনশীল দেশের এ অগ্রগতির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)। ভবিষ্যতেও এ সংস্থা দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে তাদের প্রশংসনীয় কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এর সদস্য চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনকে সাথে নিয়ে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন এনপিও'র পাশাপাশি দেশের সকল শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মাহবুবুল আলম
সভাপতি, এফবিসিসিআই

Mirza Nurul Ghani Shovon, CIP
President
The National Association of Small and
Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB)

Message

I am writing to extend my heartfelt congratulations on the occasion of "National Productivity Day" a momentous event organized by the National Productivity Organization (NPO) under the Ministry of Industries, scheduled for October 2nd, 2023. This year's theme, "Productivity for Smart Bangladesh" encapsulates the aspirations and potential of our great nation to become a beacon of innovation and progress. It is a celebration of our journey towards a Smart Bangladesh, spanning Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy, and Smart Society.

The concept of productivity lies at the core of any nation's progress, and it is heartening to witness the efforts put forth by the National Productivity Organization (NPO), in close collaboration with the National Association of Small and Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB), in realizing this vision. The partnership between NASCIB and NPO has been instrumental in driving the betterment of productivity in Bangladesh, which, in turn, directly contributes to the enhancement of our national growth. Furthermore, NASCIB is working diligently and inductively to align its efforts with the honorable Prime Minister's vision of Smart Bangladesh by 2041, the 8th five-year plan, SDG goals, and other economic goals set forth by the Government of Bangladesh.

Enhancement of productivity is at the core of achieving these smart objectives. Productivity, in essence, signifies the efficient utilization of resources to produce more with less. It is the driving force behind economic growth and plays a pivotal role in elevating the standard of living for the citizens of Bangladesh. As our nation continues to grow and evolve, it is crucial that we emphasize and invest in enhancing productivity across all sectors.

One of the most significant impacts of increased productivity is seen in the growth of Gross Domestic Product (GDP). A nation's GDP is a reflection of its economic prowess and the collective efforts of its citizens and industries. By focusing on productivity, we can not only boost the GDP but also ensure its sustainability over time. The NPO's initiatives and endeavors to promote productivity are vital in this regard.

Moreover, the growth of per capita income is another essential indicator of our nation's prosperity. A higher per capita income implies an improved standard of living for our citizens. When productivity is increased, it leads to greater economic output, which can then be distributed more equitably among the population. This, in turn, translates into an enhanced quality of life for all Bangladeshis, aligning perfectly with the goal of Smart Standard of Living.

The theme of Smart Bangladesh underscores the importance of efficiency and innovation in all aspects of our society. Smart Citizens, through education and awareness, are empowered to contribute to the nation's productivity and progress. Smart Government ensures that policies and regulations are conducive to productivity growth and that public services are efficient and responsive to citizens' needs. Smart Economy embraces technological advancements and fosters entrepreneurship to drive economic growth. Smart Society promotes inclusivity, sustainability, and social development, creating a holistic approach to progress.

In celebrating National Productivity Day, we also acknowledge the hard work, dedication, and innovation of countless individuals, organizations, and institutions across the country. Their contributions are the driving force behind our nation's growth and prosperity. It is essential to recognize and reward their efforts while encouraging others to follow suit.

In conclusion, I extend my heartfelt congratulations to the entire nation on the occasion of National Productivity Day 2023. May this day serve as a catalyst for greater productivity, innovation, and prosperity for all Bangladeshis.

Happy National Productivity Day!

Mirza Nurul Ghani Shovon, CIP

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা

সিনিয়র সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় এনপিও'র পক্ষ থেকে ফুলেল

শুভেচ্ছা

এনপিও'র পরিচিতি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি দপ্তর। দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা পর্যবেক্ষণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিএমএলপি)" নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" রাখা হয়। সর্বশেষে ১৯৮৯ সালে "বাংলাদেশ উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (বিপিসি)" প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত হতে সরকারের নিয়মিত রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর পূর্বক শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)" নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। এনপিও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে বিভিন্ন খাত, উপ-খাত এবং কুটির শিল্পসহ এসএমই ও কৃষি, শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যুগোপযোগী কলাকৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কর্মশালা, পরামর্শ সেবা, কারিগরী সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী, উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা, প্রতিবছর ০২ অক্টোবরকে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা এবং সর্বোপরি এ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা সেক্টরের সেরা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে টেকসই করার উপযুক্ত পথ হলো অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কার্যক্রমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এনপিও হতে কৃষি, শিল্প ও সেবা সেক্টরের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নকল্পে টেকসই গবেষণা চালানো ও উদ্ভাবনীমূলক ইনোভেশন কার্যক্রমও চর্চা করা হচ্ছে ।

প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ

জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), এনপিও

'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩' সূভ্যেনির কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১।	পরিচালক, এনপিও	আহবায়ক
২।	জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ রাজু আহম্মেদ, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা (সিসি), এনপিও	সদস্য
৪।	জনাব রিপন সাহা, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
৫।	জনাব সুরাইয়া সাবরিনা, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
৬।	জনাব সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
৭।	জনাব ফারজানা হক, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
৮।	জনাব আব্দুল্লাহ আল যোবায়ের, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
৯।	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এনপিও	সদস্য
১০।	জনাব মোঃ রিপন মিয়া, পরিসংখ্যান তথ্যানু সন্ধানকারী, এনপিও	সদস্য
১১।	জনাব এ.এফ. এম. হাসান উল বান্না, পরিসংখ্যান তথ্যানু সন্ধানকারী, এনপিও	সদস্য
১২।	মোছাঃ আবিদা সুলতানা, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকাশকালঃ ০২ অক্টোবর ২০২৩
১৭ আশ্বিন ১৪৩০

মুদ্রণেঃ আরিস্তা প্রিন্টার্স
৬৫/৭২, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৭৯৬২৪৮২৮২

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ভূমিকা	মুহম্মদ মেসবাহুল আলম	২১-২৪
০২	Role of National Productivity in Building Smart Bangladesh	Dr. Md. Muzaffar Ahmed	২৫-২৭
০৩	Navigating Sustainability and Productivity and New Age Technology:Building an Agile Work Environment for Global Competitiveness	Dr. Md Mamunur Rashid	২৮-২৯
০৪	ব্যবসায়ে সফল উদ্যোক্তা, বেকারত্ব নিরসন ও উৎপাদনশীলতা	এ টি এম মোজাম্মেল হক	৩০--৩৪
০৫	দক্ষতার উন্নয়ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত	মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম	৩৫-৩৭
০৬	Total Quality Management System	Md. Razu Ahammed	৩৮-৪০
০৭	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ	মোঃ আমিনুল ইসলাম	৪১-৪৫
০৮	The APO Vision 2025	Ripon Saha	৪৬-৪৮
০৯	Prospects of Green Economy in Bangladesh	Suraiya Subrina	৪৯-৫১
১০	The Significance of Standards, Testing and Certification In Productivity.	Dr. Khorshed Alam	৫২-৫৩
১১	Importance of Business Excellence Framework to Achieve Vision Smart Bangladesh	Md. Moniruzzaman	৫৪-৫৫
১২	টেকসই উন্নয়নে মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) এর গুরুত্ব	মো: আকিবুল হক	৫৬-৫৯
১৩	দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদেরকে আনুষ্ঠানিক (Formal) সেক্টরে আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন	নাহিদা সুলতানা রত্না	৬০-৬১
১৪	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে লীন ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা	সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম	৬২-৬৪
১৫	Cultivating Productivity and SMART Goals for Sustainable Development in Bangladesh	Abdullah Al Zobair	৬৫-৬৬
১৬	Productivity for Sustainable Development at Industry Level in Bangladesh	Hasan Ul Banna	৬৭-৬৮
১৭	উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম		৬৯-৭০
১৮	এনপিও এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প		৭১-৭৩
১৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০ এর চ্যালেঞ্জ ও করণীয়		৭৪-৭৫
২০	০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস		৭৬-৮০
২১	Productivity : A Philosophy		৮১-৮৩
২২	PRODUCTIVITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT		৮৪-৮৬
২৩	Relevant SDG Targets related to Productivity		৮৭-৮৯
২৪	9 Timeless Productivity Tips from Ancient Philosophers		৯০-৯২
২৫	এনপিও এর কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র		৯৩-১০৪

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ভূমিকা

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়

কৃষি প্রধান থেকে শিল্প ও সেবা প্রধান অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আধুনিকায়ন এনেছে। টেকসই শিল্প খাত ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। দেশের চলমান এই উন্নয়নকে টেকসই করতে সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করার অন্যতম মাধ্যম অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে উৎপাদনশীল শিল্পায়নমুখী পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে উন্নত ও সমৃদ্ধ অর্থনীতি নিশ্চিত করা ও অর্থনীতির প্রতিটি খাতের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা বিশ্বের প্রতিটি দেশের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য। জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করার অন্যতম পথ অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এটি পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত একটি বাস্তবতা যার গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং এশিয়া তথা বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতি সিঙ্গাপুর, জাপান উৎপাদনশীলতা উন্নয়নকে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে।

যেখানে শিল্পায়নের যেমন কোন বিকল্প নেই একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নতুন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি এ সকল কারখানায় দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন করে আসছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অপরিসীম ও অতুলনীয়। তাঁর দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে দেশ আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। তাঁর সাহসিকতা এবং নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যার সুফল দেশবাসী পাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর সেই জাতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ পর্ব শেষে আবারও নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের লক্ষ্যের নাম 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১'। আপাতঃদৃষ্টিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ মনে হবে একই প্রকৃতির কিন্তু ব্যবহারিক ও ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা বেশ ভিন্ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যম। অপরপক্ষ, স্মার্ট বাংলাদেশ হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী সুসংহত পরিমার্জিত রূপ, যা মূলত সরকারি সেবা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে স্মার্টভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস। মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার প্রয়াসঃই হলো স্মার্ট বাংলাদেশ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও):

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়, নিরলস ভাবে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নে একসাথে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি

মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশী প্রচেষ্টায় পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। এনপিও দেশের একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান যা সরকারের উৎপাদনশীলতা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কাজও এনপিও করে থাকে। এছাড়াও জাপানস্থ আন্তর্জাতিক সংগঠন এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকা পয়েন্ট হিসেবে এনপিও বাংলাদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

কার্যাবলি (Functions) :

- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক ব ক্যাটালিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডি/অ্যাসোসিয়েশনকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এব ইন্সটিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান;
- প্রতি বছর ০২ অক্টোবর রাজধানীসহ দেশের সকল বিভাগ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন এব এ উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন;
- জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030 বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন;
- টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বাংলাদেশে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
- শিল্পের বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক প্রোডাকটিভিটি লেভেল নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, কনসালটেন্সী, সেমিনার, কর্মশালা, টেকনিক্যা এক্সপার্ট সার্ভিস ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা।

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণাঃ

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বিগত ০২ অক্টোবর ২০১১ তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত ঘোষণা করেনঃ

১। উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা;
২। প্রতি বছর ০২ অক্টোবর 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসেবে পালন; এবং
৩। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান কে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুগান্তকারী ঘোষণা উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে আরও বেগবান ও সমৃ করেছে। এরপর হতে প্রতি বছর ০২ অক্টোবর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন এবং শ্রেষ্ঠ শি প্রতিষ্ঠানের মাঝে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছর দেশব্যাপী ০২ অক্টোবর 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করা হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "স্ম বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা" (Productivity For Smart Bangladesh)। বিভিন্ন ট্রেডবডি, অ্যাসোসিয়েশন, সেবামূল সংগঠন, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শ্রমিক সংগঠন সমূহকে উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২৩ যথাযো মর্যাদায় পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।

অনুমোদিত/প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

এনপিও'র জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন শীর্ষক ০৩ ব মেয়াদে বর্তমানে প্রকল্পটির সময় বর্ধিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির অধীনে ইতোমধ্যে ৫৫টি সেমিনার, ৩৬টি প্রশিক্ষণ ও ৩ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ, কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও সবুজ উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে ১৭৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

সেক্টরভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

সেক্টরভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংখ্যা

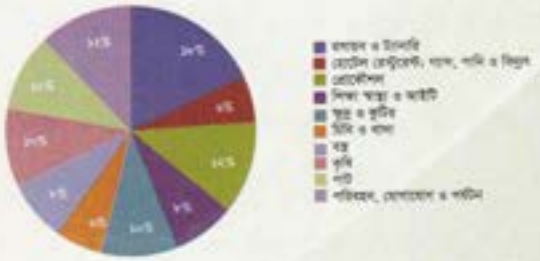

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে ০১। জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব); ০২। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ; ০৩। ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল; ০৪। বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ); ০৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই); ০৬। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই); ০৭। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এবং ০৮। ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

TES কর্মসূচি বাস্তবায়নঃ

Technical Expert Service (TES) কর্মসূচির অংশ হিসাবে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সহায়তায় এনপিও নস্তরের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ০১। TES on Productivity Measurement and Statistics; ০২। TES on Lean Manufacturing System; ০৩। TES on Productivity Basic Tools and Techniques; এবং ৪। TES on Lean Manufacturing System বিষয়ের উপর চারটি বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান দান করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে সর্বমোট ১৭ টি TES অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২১ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড-২০২১ প্রদানঃ

শিল্প ও সবা প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২১ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড-২০২১ গত ১৭ জুন, ২০২৩ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এ প্রদান করা হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরিতে ৩৯ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ০২টি ট্রেডবডিকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030 প্রণয়নঃ

উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এনপিও এবং এপিও এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান, প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Bangladesh National Productivity

Master Plan (NPM) FY 2021-2030" একটি মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের সহযোগিতায় Master Plan বাস্তবায়নের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে মহাপরিকল্পনা (Master Plan) সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের Annunal Performance Agreement(APA)-তে সংযুক্তকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কার্যক্রমঃ

অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পুরাতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ক্রমাগতভাবে নতুন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে এসে ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযোগ ও স্মার্ট অটোমেশনের কারণে প্রযুক্তি, শিল্প, উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অতি দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব নামে আখ্যায়িত হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির এরূপ অনিবার্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সফলভাবে এগিয়ে নিতে হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্ত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

এনপিও-এর কর্মকান্ড আরো বিস্তৃত করার জন্য এনপিওকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে এনপিও'র জনবল বৃদ্ধির অনুমোদন পাওয়া গেছে । দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক ও বিভাগীয় পৃথক অফিস স্থাপন করা হলে উৎপাদনশীলত কে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা সহজ হবে ।

এনপিও এর চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- ন্যাশনাল প্রেতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান।
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এনপিও প্রদত্ত সুপারিশ/পরামর্শ বাস্তবায়ন।
- উৎপাদনশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের অপ্রাপ্যতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- এনপিও দপ্তরকে অধিদপ্তর এ উন্নীতকরণ।
- বিভাগীয় শহরে এনপিও'র অফিস স্থাপন।
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতার লেভেল পরিমাপ করা।
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/পরামর্শ ও গবেষণার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক নীতিমালা/আইন প্রণয়ন।

উপসংহারঃ

একটি দেশে যে সব সম্পদ থাকে সেগুলোর মধ্যে মানব সম্পদই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কেবলমাত্র মানুষের দ্বারাই সবকিছুর যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং পরিচালনা সম্ভব। আর এই পরিচালনার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন কর্মদক্ষ, মেধাবী ও সৃষ্টিশীল মানব সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং তথ্য প্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছে তা আমাদের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিহার্য। মানব সম্পদ দক্ষ না হলে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণা জোরদার করতে হবে। সবাইকে উৎপাদনশীলতার সুফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাহলেই আমরা গড়তে পারব জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

Role of National Productivity in Building Smart Bangladesh

Dr. Md. Muzaffar Ahmed
National Expert, Bangladesh,
Public Sector Performance
Management in APO, 2023

1. Introduction:

Smart Bangladesh Vision 2041 is the current Government's Inclusive Digital Transformation to Build a Developed and Prosperous Country by 2041. The major initiatives of Smart Bangladesh are comprised of Smart Citizens and Smart Government, Smart Economy and Smart Society, Smart Agriculture and Smart Health. It is about more than a futuristic Bangladesh, more than just 5G internet, more than 100% smartphone penetration, more than 100% high-speed internet penetration, more than going cashless.Smart Bangladesh is about being inclusive of the people, the citizens of Bangladesh. Built on the 4 pillars of Smart Citizens, Smart Government, Smart Economy and Smart Society, it is about bridging the digital divide by innovating and scaling sustainable digital solutions that all citizens, regardless of their socio-economic background, businesses, regardless of their sizes can benefit from. Building on the launch pad created by Digital Bangladesh, Smart Bangladesh is the next major step towards realizing Bangabandhu's dream of Shonar Bangladesh, a Golden Bangladesh. (source: What is Smart Bangladesh Really? By Anir Chowdhury). The following diagram clearly demonstrated the main four pillars of Smart Bangladesh.

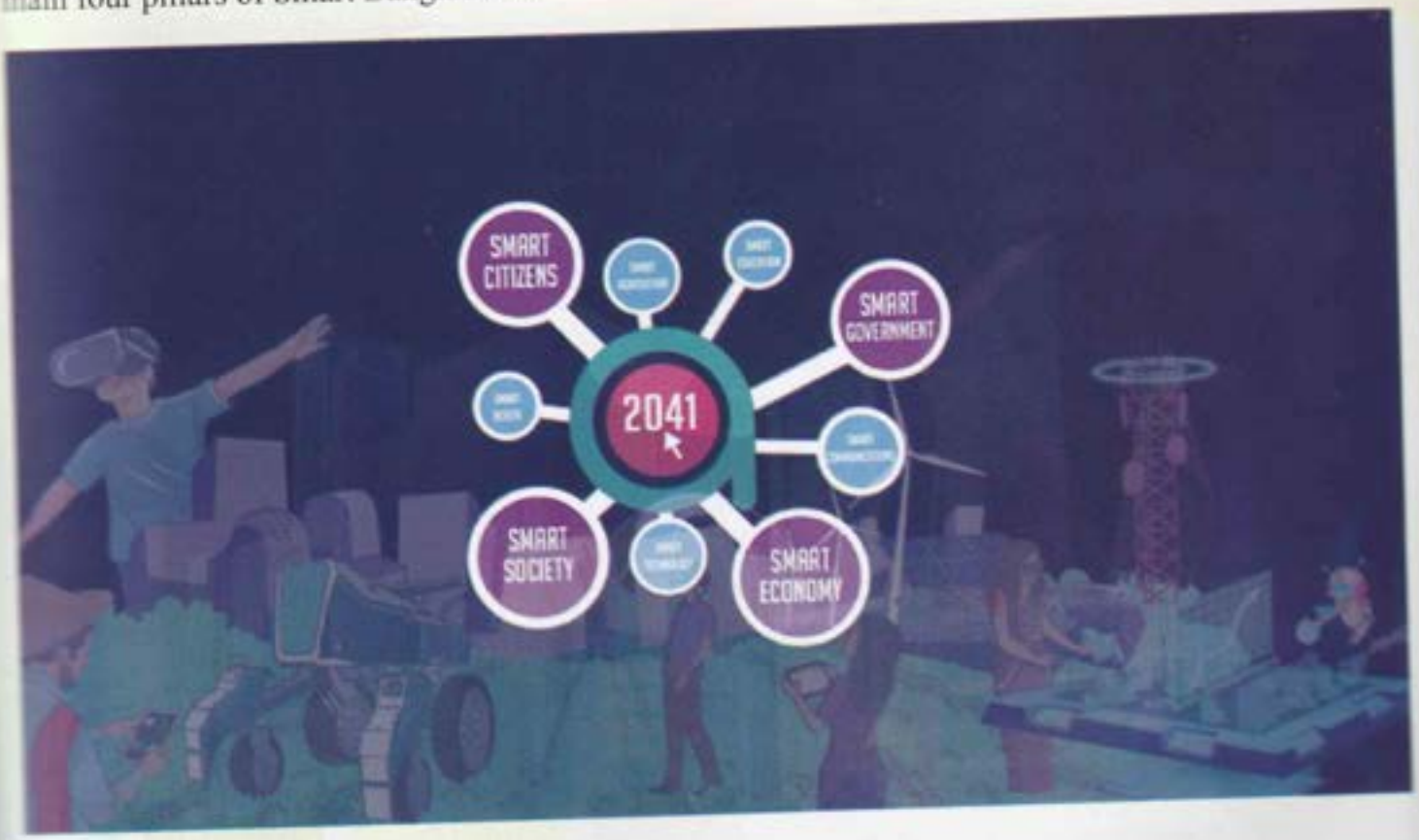

2. National Productivity:

National Productivity Organization (NPO) is a government agency under the Ministry of Industries, Government of Bangladesh, established in 1989. It is a specialized organization at the national level that accelerates the pace of productivity growth and economic development through multiple activities such as productivity awareness, productivity infrastructure development and productivity improvement programs implementation. NPO is the only organization responsible for formulating and implementing productivity policies of the government.The NPO also implements plans and programs developed by the Tokyo-based Asian Productivity Organization (APO), an intergovernmental division in the Asia Pacific region. (source: Website of Bangladesh Jatiyo Toittha Batayan)

3. National Productivity Day 2023:

On the eve of national productivity day, 2nd October 2023,there is a strong motivation to write a short paper on the productivity of our country, particularly, how it is contributing in building Smart Bangladesh to reach to the Vision 2041, as planned by the current Government. On this important day, the Government, owners and workforce of the different sectors of the country are committed to contributing to the development of the economy, so that we can improve our overall conditions in a coordinated manner. It reminds all relevant players to come to one point of achieving the vision, mission and goal of the country.

4.Role of the NPO in Building Bangladesh Economy in the context of 4IR:

Bangladesh is preparing for the fourth industrial revolution (4IR) in a diversified way through fulfilling its commitments in the major sectors of its economy.

Breakdown of Economic Activity by Sector	Agriculture	Industry	Services
Employment by Sector (in % of Total Employment)	37.6	21.4	39.8
Value Added (in % of GDP)	13.1	27.8	53.5
Value Added (Annual % Change)	3.0	10.2	6.2

Source: World Bank, Latest Available Data

As highlighted in the above table, the agricultural sector is still the largest employer in Bangladesh. It accounts for 37.6% of the total work force and 13.1% of the GDP. Industry employs 21.4% and represents 27.8% of GDP. Services account for 53.5% of GDP and employ 39.8% of the total workforce. GDP by sectors is: Agriculture: 12.91%, Industry: 29.54% and Services: 53.40% (FY2020). Population below poverty line is 18.7% (2022), 5.6% living in extreme poverty (2022) 6.5% (rural), 3.8% (urban). However, a significant challenge is inflation (CPI) at 9.92% (August 2023), which is hampering the economic growth due to price hike, especially affecting both the general and extremely poor population of the country to a greater extent.

The Ready-Made Garments sector (RMG) and remittances from overseas workers are the two major contributors to the economy of Bangladesh.The RMG sector contributes 13% to the GDP and employs

nearly 4 million workers, mostly females. In the 2018-2019 FY, remittance inflow hit record $16.4 billion. This was 9.47% higher than the previous year. The remittance in 2017-18 fiscal year was $14.98 billion. Nearly 10 million Bangladeshis are currently working and living abroad.

The economy of Bangladesh is a major developing market economy. As the second-largest economy in South Asia,Bangladesh's economy is the 34th largest in the world in nominal terms, and 25th largest by purchasing power parity. Bangladesh is seen by various financial institutions as one of the Next Eleven. It has been transitioning from being a frontier market into an emerging market. Bangladesh is a member of the South Asian Free Trade Area and the World Trade Organization. In fiscal year 2021-2022, Bangladesh registered a GDP growth rate of 7.2% after the global pandemic.Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world.Industrialization in Bangladesh received a strong impetus after the partition of India due to labor reforms and new industries.Between 1947 and 1971, East Pakistan generated between 70% and 50% of Pakistan's exports.Modern Bangladesh embarked on economic reforms in the late 1970s which promoted free markets and foreign direct investment. By the 1990s, the country had a booming ready-made garments industry. Remittances from the large Bangladeshi diaspora became a vital source of foreign exchange reserves. Agriculture in Bangladesh is supported by government subsidies and ensures self-sufficiency in food production.Bangladesh has pursued export-oriented industrialization.Bangladesh experienced robust growth after the pandemic with macroeconomic stability, improvements in infrastructure, a growing digital economy, and growing trade flows. Tax collection remains very low, with tax revenues accounting for only 7.7% of GDP.Bangladesh's banking sector has a large amount of non-performing loans or loan defaults, which have caused a lot of concern.The private sector makes up 80% of GDP.The Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange are the two stock markets of the country.Most Bangladeshi businesses are privately owned small and medium-sized enterprises (SME) which make up 90% of all businesses (Source: Economy of Bangladesh – Wikipedia).

5. Conclusions and Way Forward:

National productivity is the prime organization of the Ministry of Industries, GoB, which is in many ways highly contributing for the growth of its economy and it can't be overlooked. This organization can harness diversified benefits in different sectors, particularly in the industries sector, including RMG. In the near future, the growth of this strategic organization needs to be closely alignedwith other APO countries in South-Asia to take the sectors development through improving its research and development (R&D) activities. There is no alternative to this and we have to increase the skills of our local manpower, mainly in the industries sector, including RMG, where "Foreigners take home $10 billion a year from industrial sector": DCCI President (source: The Business Standard, Sunday, 09 July, 2023). Hence, it is highly suggested to reduce skill mismatch between the foreigners and local employees in the country through enhancing the local employees' efficiency and effectiveness to a greater extent. NPO can raise this crucial issue to the policy planners and government authorities with the research and study findings. If we can address the issues as pointed out in this short paper, then we would be able to achieve our long-term vision as aimed by the GoB through building a Smart Bangladesh by 2041.

Navigating Sustainability and Productivity and New Age Technology: Building an Agile Work Environment for Global Competitiveness

Dr. Md Mamunur Rashid
Senior Management Counsellor and Head,
Production Management Division, BIM,
Dhaka, Bangladesh

In today's rapidly evolving world, the intersection of sustainability, productivity and new age technology presents both opportunities and challenges for organizations aiming to achieve global competitiveness. As industries strive to align their practices with environmental stewardship, the integration of Total Quality Management (TQM) principles, ISO 9001:2015 standards, and the 6Rs framework (Recycle, Reuse, Reduce, Recover, Redesign, Remanufacturing) is essential. However, successful adaptation requires more than just incorporating these concepts; it demands the creation of an agile work environment that seamlessly integrates Humanware, Orgaware, Technoware, Inforware, and Cysnetware - all driven by sustainability and productivity imperatives.

Sustainability and the 6Rs Framework-The 6Rs framework is at the heart of sustainable practices, promoting responsible consumption and production patterns. Recycle, Reuse, Reduce, Recover, Redesign, and Remanufacturing collectively empower organizations to minimize waste, optimize resource utilization, and prolong the lifespan of products. Integrating these principles within TQM and ISO 9001:2015 standards aligns organizations with a holistic approach to sustainability. However, to truly maximize the impact of these strategies, organizations must leverage new age technology.

New Age Technology for Sustainability-The marriage of new age technology and sustainability is a game-changer. Technologies like AI, IoT, and data analytics offer invaluable insights into supply chain optimization, waste reduction, and energy efficiency. They allow organizations to track and manage resources, identify areas for improvement, and enhance decision-making. Incorporating these technologies into Humanware (human skills and knowledge), Orgaware (organizational structure and culture), and Technoware (technological infrastructure) empowers organizations to make informed, data-driven decisions that drive sustainability while maintaining competitiveness.

Creating an Agile Work Environment-An agile work environment is a prerequisite for successfully navigating the challenges of sustainability and new age technology. Agility implies adaptability, and organizations must foster a culture that embraces change, encourages innovation, and supports continuous learning. Inforware (information systems and knowledge sharing) and Cysnetware (cybernetic systems and connectivity) play crucial roles in facilitating communication and collaboration across departments and levels. This enables swift responsiveness to changing market demands, technological advancements, and sustainability requirements.

- **Operational Efficiency and Productivity**- New age technology streamlines processes, optimizing production, distribution, and waste management, leading to cost savings and improved efficiency.
- **Market Leadership**-Demonstrating commitment to sustainability and innovation bolsters an organization's reputation, attracting environmentally conscious consumers and investors.
- **Global Competitiveness**-agile organizations are better equipped to swiftly adapt to evolving market trends, regulatory changes, and technological advancements, maintaining a competitive edge on a global scale.
- **Employee Engagement**-An agile, sustainable organization fosters a sense of purpose among employees, enhancing job satisfaction and attracting top talent.

Therefore, the convergence of sustainability, new age technology, and an agile work environment creates a potent recipe for global competitiveness. By integrating TQM, ISO 9001:2015, the 6Rs framework, and embracing Humanware, Orgaware, Technoware, Inforware, and Cysnetware, organizations can not only meet the challenges of the modern world but also thrive in it. This holistic approach not only ensures economic success but also contributes to a more sustainable and equitable future.

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি,
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি

ব্যবসায়ে সফল উদ্যোক্তা, বেকারত্ব নিরসন ও উৎপাদনশীলতা

এ টি এম মোজাম্মেল হক
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

ব্যবসা শুরুর আগে যা যা জানতে হবেঃ

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের মধ্যম আয়ের দেশে দিকে অগ্রসর হচ্ছে । আমাদের দেশে দারিদ্রের হার পূর্বের তুলনা অনেকটা কমেছে । রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। তবে আমাদের দেশে বেকারত্বের হার তুলনামুলক ভাবে বেশী। তার কারণ শিক্ষিত তরুণদের অনুপাতে প্রয়োজনীয় পদ নেই । এই কারণে আমাদের দেশের তরুণদের চাকুরির বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখামুখি হতে হয় । বর্তমানে বাংলাদেশে চাকুরি পাওয়া সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার মতই। এ ছাড়া সরকারি চাকুরি পেতে অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। দুষ্প্রাপ্য চাকুরির বাজারে বেকারত্ব দূর করতে পারে একমাত্র আত্ম-কর্মসংস্থান । নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে বেকারত্ব দূর করার পাশাপাশি অন্যকেও চাকুরি দেওয়া যায় । অনেকেই এখন ব্যবসায়ের দিকে ঝুকে পড়েছেন । ব্যবসা শুরুকরতে হলে কিছু ব্যবসায়িক গুণাগুন থাকতে হয় । একজন ব্যবসায়ির গুণাবলী পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে ।

চাকুরি খোঁজা হলো আধুনিক দাসত্বঃ

শিক্ষাজীবন শেষে চাকরি খোঁজা হলো 'আধুনিক দাসত্ব'। 'ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েই একজন শিক্ষার্থী বলে আমাকে চাকরি দিন। কিন্তু এটা বলছেন না যে আমাকে ৫০/৬০ হাজার টাকা দিন, আমি নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলব। তাঁর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ তিনি তুলে দিচ্ছেন আরেকজনের হাতে। এটা আধুনিক দাসত্ব। প্রত্যেক মানুষই উদ্যোক্তা হয়ে জন্ম নেন। কিন্তু সমাজ তাকে এমনভাবে মগজধোলাই করে যে তিনি চাকরি খুঁজতে বাধ্য হন। সে জন্য বেকারত্ব দেখা দেয় ।

উদ্যোক্তার সংজ্ঞাঃ

উদ্যোক্তাঃ যে ব্যাক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে উদ্যোক্তা বলে । উদ্যোগ বলতে কোনো কাজের বা ব্যবসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকে বুঝায় । উদ্যোক্তা হচ্ছেন সেই ব্যাক্তি যিনি সম্পূর্ণ নতুন একটা ধারণাকে পুঁজি করে কোনো কাজে সফলতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তার ঝুকি বেশি থাকে ।

ব্যবসায়ীঃ একজন ব্যবসায়ী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি পুরাতন ও পরীক্ষিত কোন কাজ দিয়ে তার ব্যবসা শুরু করেন। এক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়ীর ঝুকি কম থাকে, লাভ তুলনামূলক বেশী হয়। আপনি একজন উদ্যোক্তা নাকি একজন ব্যবসায়ী ? এ ব্যাপারে আপনাকে ব্যবসা শুরুর আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

ব্যবসা শুরুঃ

ব্যবসাকে অনেকে খুব সহজ ও সাধারণ বিষয় বলে মনে করেন। আবার কারো কারো কাছে তা খুবই কঠিন একটি কাজ । ব্যবসার রয়েছে বিভিন্ন ধরণ । কেউ কেউ পণ্য কেনা-বেচা করে বা আমদানি-রপ্তানি করে । কেউবা পণ্য উৎপাদন করে তা বিপণনের ব্যবস্থা করে । যিনি মেধা খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করেন তিনি হচ্ছেন উদ্যোক্তা । বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করে । এসব বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যবসায়িক কলাকৌশল, পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন । ব্যবসা শুরু করার পূর্বে এসব জানা প্রয়োজন ।

উদ্যোক্তা হতে হলে আপনাকে পর্যায়ক্রমে যে কাজগুলো করতে হবেঃ

ধাপ-১ প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে 'আপনি ব্যবসা করবেন' । এরপর আপানাকে ঠিক করতে হবে কোন ব্যবসাটি আপনার জন্য উপযুক্ত ? একইসাথে ব্যবসার ধরণ ঠিক করতে হবে- ট্রেডিং অথবা উৎপাদনমূলক অথবা সেবামূলক ব্যবসা । ব্যবসার ধরণ ঠিক করার পর আপনার ব্যবসা করার জন্য অফিস বা কারখানা করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে । ব্যবসাটির সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে ।

ধাপ-২ ব্যবসা শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান অর্থাৎ মূলধন যোগাড় করতে হবে ।

ধাপ-৩ আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি একক ব্যবসা করবেন না যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা করবেন । যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঠিক করতে হবে কাকে পার্টনার/অংশীদার হিসেবে নিবেন।

ধাপ-৪ ব্যবসার জন্য উপযুক্ত স্থানে জমি ক্রয়/ভাড়া/লিজ নিতে হবে ।

ধাপ-৫ ব্যবসার গঠন/কাঠামো অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স অথবা কোম্পানি রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে ।

ধাপ-৬ ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য রেজিষ্ট্রেশন ও লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে ।

ধাপ-৭ নির্ধারিত জায়গায় শিল্প স্থাপন করতে হবে ।

ধাপ-৮ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃসংযোগ প্রভৃতি ইউটিলিটি সার্ভিস নিশ্চিত করতে হবে ।

ধাপ-৯ ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়, কাঁচামাল ক্রয় এবং টেকনোলজি/প্রযুক্তি নির্বাচন করতে হবে ।

ধাপ-১০ যথাযথ পদ্ধতি মেনে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে হবে ।

ধাপ-১১ ব্যবসায় পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন এবং বিপণন করতে হবে ।

একজন সফল উদ্যোক্তার গুনাবলীঃ

১. সাংগঠনিক ক্ষমতা ২. চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস/ নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা ৩. নেতৃত্বের যোগ্যতা ৪. সর্তকতা/কৌশলী ৫. কর্মক্ষমতা ৬. বুদ্ধিমত্তা ৭. সততা ও বিশ্বাস ৮.দূরদর্শিতা ও লক্ষ্য স্থির করা ৯. সুস্পষ্ট ধারণা ১০. আন্তরিকতা ১১. সময়জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ১২. শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৩. ব্যবসায়ে নৈতিকতা ১৪. শারীরিক ও মানসিক শক্তি ১৫. ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া ১৬. ধৈর্যশীল হওয়া।

উদ্যোক্তার সফল না হওয়ার দশ কারণঃ

১. লিখিত পরিকল্পনা না থাকা ২. সঠিক ব্যবসার মডেল না থাকা ৩. আইডিয়া নয়, দরকার সুযোগ সৃষ্টি ৪. পরিচালনায় ব্যর্থতা ৫. তীব্র প্রতিযোগিতা ৬. কৌশলী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ৭. দরকার স্বপ্নবাজ সহকর্মী ৮. যতেষ্ট মার্কেটিং জ্ঞান না থাকা ৯. ধৈর্যচ্যুত হওয়া ১০. উদ্যোম হারিয়ে ফেলা ।

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার উপায়ঃ

ক. বাজার বিশ্লেষণ খ. ব্যবসা যাই হোক হাতে ক্যাশ রাখুন গ. নতুন নতুন প্রোডাক্ট এবং মার্কেটের সাথে তাল মিলিয়ে চলুন ঘ. শুরুতে বড় মার্কেটে পা দিবেন না ঙ. ভোক্তা কাস্টমারের মতামতের প্রাধান্য দিন চ. প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করুন ছ. কৃতজ্ঞতা জ. সততা ঝ. অধ্যবসায় এবং ঞ. সংযম এবং সততা ।

বিচক্ষণ ও সফল উদ্যোক্তাদের ভাল অভ্যাসঃ

(ক) সূর্যোদয়ের আগে দিনের কাজ শুরু করুন (খ) প্রতিদিন নিয়ম করে বই পড়া (গ) নিজের লক্ষ্য ঠিক করুন (ঘ) পরিকল্পনা করুন (ঙ) নেটওয়ার্ক স্থাপন (চ) প্রতিদিন নোট লিখুন (ছ) দৈনিক ব্যায়াম করুন (জ) বিশ্রাম করুন (ঝ) আগামী কালের কাজের পরিকল্পনা আজই করে ফেলুন (ঞ) অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন ।

স্বল্প পুঁজি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোগ নেবার ধাপ সমূহঃ

১. চাহিদা চিহ্নিতকরণ, ২. বাজার চিহ্নিতকরণ, ৩. বাজার গবেষণা, ৪. পণ্য বা সেবার ধারণা, ৫. পণ্য বা সেবা উৎপাদন, ৬. দাম নির্ধারন, ৭. বাজারজাতকরন ও বিক্রয়, ৮. ক্রেতা অভিজ্ঞতা গবেষণা, ৯. পণ্য উন্নয়ন, ১০. পুনরায় পণ্য বা সেবা উৎপাদন ।

ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা শুরু করতে!

অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করা সম্ভব। যত বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছে তারা কি আগেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে ব্যবসা করেছে? মোটেই না। তবে এমন কিছু ব্যবসা আছে যা শুরু করতে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যেহেতু আপনার কোন ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নেই, তাই ব্যবসা শুরু করতে হলে কম বিনিয়োগের ব্যবসা দিয়ে শুরু করাই ভাল। অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করা রোলার কোস্টারে উঠার মত। আপনি জানেন না কখন উপরে উঠবে বা কখন নীচে নামবে। কিভাবে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করবেন তার একটি রুপরেখা নীচে তুলে ধরা হলঃ

কম টাকার বিজনেস আইডিয়া খুজে বের করুন । যে ব্যবসা করতে কম টাকা লাগে সেই সকল ব্যবসা খুজে বের করুন। তবে এমন কিছু আইডিয়া বের করতে হবে যা ছোট আকারে শুরু করা যায় এবং পরবর্তিতে বড় করা যায়। ধরুন আপনি একটি কাপড় সেলাই/দর্জির দোকান করেন, যা অনেক কম টাকায় শুরু করা যায় এবং পরবর্তিতে লাভ বুঝে বিনিয়োগ বাড়িয়ে ব্যবসা বড় করা যায়। তাছাড়া আপনি ছোট আকারের গিফট শপ দিতে পারেন যখন সেই ব্যবসা সম্পর্কে বুজতে পারবেন তখন বড় আকারে শুরু করতে পারবেন। তাই এমন একটি আইডিয়া আপনার জন্য খুজে বের করতে হবে যা শুরু করতে কম টাকা লাগে এবং আপনি চাইলে বড় করতে পারবেন।

মার্কেট নিয়ে গবেষণা করুনঃ আপনি যেই বিজনেস আইডিয়া খুজে পেয়েছেন তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা করুন। মনে রাখতে হবে আবেগ ও লোভ এই দুইটাই যেকোন ব্যবসার জন্য খারাপ। মনে করুন, আপনি একটি ভাল আইডিয়া পেয়েছেন যা আমাদের দেশে খুব কম মানুষই করে। আপনি আবেগী হয়ে শুরু করলেন কিন্তু যারা আপনার ব্যবসার ভোক্তা তারা এইটা ভাল ভাবে নিতে পারছে না। তাই ব্যবসা করার আগে মানুষের আয়, ব্যয়, কেনার ক্ষমতা দেখে নিন।

সম্যসার সমাধান খুঁজুনঃ এমন কি ব্যবসা আছে যা দ্বারা মানুষের সম্যসার সমাধান হয়? এই রকম ব্যবসায় লসের সম্মুখীন হবেন না। মানুষকে উপকারধর্মী ব্যবসা খুজে বের করুন। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ছাড়া ব্যবসা করতে চাইলে প্রথমে সেই সকল বিজনেস আইডিয়া খুজতে হবে যেখানে অনেক ব্যবসায়িক কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। আপনাকে এমন একটি ব্যবসা খুজতে হবে যা কম টাকায় শুরু করা যায়। যেমনঃ-

ব্যানার ও সাইনবোর্ডের দোকানঃ ব্যানার মূলত স্বল্প সময়ের অধিবেশন ও স্বল্পকালীন তথ্য প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই ব্যানার সাধারণত কাপড়ের উপর বিভিন্ন রং দিয়ে ইতিপূর্বে লেখা হত এখন কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রিন্টিং মেশিনে প্রিন্ট করলেই হয় । সাইনবোর্ড সাধারণত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, দোকান প্রভৃতির সামনে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রাস্তার পাশে বিভিন্ন নির্দেশ ও নানান দীর্ঘমেয়াদি বিজ্ঞাপণ প্রচারের জন্য সাইনবোর্ড ব্যবহার করা হয়। সাইনবোর্ড সাধারণত বেশি সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ কারণে সাইনবোর্ডে লেখার জন্য অ্যালুমিনিয়াম, টিন, স্টিল বা কাঠ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কাগজের ব্যাগ উৎপাদনঃ যে কোনো পণ্য উৎপাদনের পর তা প্যাকেটজাত করে ক্রেতা বা ব্যবহাকারীর কাছে পৌঁছে দিতে হয়। পরিবেশবান্ধব ও দেশীয় কাঁচামাল দিয়ে তৈরি করা যায় বলে প্যাকেটজাতকরণে কাগজের ব্যাগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ এখন সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। আগে যেখানে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা হত বর্তমানে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে কাগজের ব্যাগ। নানান রকম কাগজ দিয়ে কাগজের ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। কাগজের ব্যাগ তৈরি করে স্থানীয় দোকানগুলোতে তা সরবরাহ করা যাবে।

কাগজের খাম তৈরিঃ সাধারণত খামে করে অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজের জরুরি কাগজপত্র ও চিঠিপত্র পাঠানো হয়। এছাড়া নববর্ষ, ঈদ, পূজা, হালখাতা, সেমিনার, বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদির দাওয়াতপত্র ও শুভেচ্ছা কার্ড বিভিন্ন রকম খামে ভরে পাঠানো হয়। তাই খামের চাহিদা সব সময় থাকে। বিভিন্ন মাপের খাম তৈরি করে অফিস-আদালত ও স্টেশনারি দোকানে সরবরাহ করে আয় করা সম্ভব।

প্যাকেজিং ব্যবসাঃ গ্রাম বা শহর সব জায়গার শাড়ি, জুতা, মিষ্টি, খাবার প্রভৃতির দোকানে প্যাকেট দরকার হয়। ভালো প্যাকেজিং ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হয় না। উন্নতমানের প্যাকেজিং বাক্স তৈরি করে দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী বাজারজাত এবং আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট ব্যবহৃত হয়। যেমন- শাড়ির বাক্স, জুতোর বাক্স, মিষ্টির বাক্স, বিরিয়ানীর বাক্স ইত্যাদি। মোটা, শক্ত কাগজ দিয়ে এসব প্যাকেট তৈরি করাকে প্যাকেজিং বলা হয়।

গুঁড়ামসলা তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণঃ উন্নত উপায়ে বিভিন্ন রকমের মসলা গুঁড়া করে বাজারজাত করতে পারলে লাভবান হওয়া সম্ভব। রান্নার কাজটি দ্রুত ও ঝামেলাহীনভাবে শেষ করার জন্য বর্তমানে বাটা মসলার জায়গায় গুঁড়া মসলার ব্যবহার বাড়ছে। এর মধ্যে জিরা, ধনিয়া, হলুদ, মরিচ, গরম মসলা ইত্যাদি অন্যতম। কাঁচামাল ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে মেশিনে গুঁড়া করে উন্নত উপায়ে প্যাকেটজাত করতে পারলে এ ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব।

কাগজের চায়ের কাপ উৎপাদনঃ কাগজের চায়ের কাপের ব্যবহার এখন খুব বেশী হচ্ছে । বর্তমানে কাস্টমারগণ ওয়ান টাইম কাগজের কাপে চা পান করতে বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে । পরিবেশবান্ধব ও দেশীয় কাঁচামাল দিয়ে কাগজের তৈরী কাপ বিভিন রেষ্টুরেন্ট, চায়ের দোকানে সরবরাহ করা যেতে পারে ।

তরল সাবান তৈরির ব্যবসাঃ লিকুইড ডিসওয়াশ বা তরল সাবান দিয়ে থালাবাসন ধোয়া খুব সহজ। অল্প পরিমাণ তরল সাবানে অনেক ফেনা হয় এবং সহজেই থালা বাসন পরিষ্কার হয় বলে দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে। অনেক বাড়িতেই এখন থালাবাসন ধোয়ার জন্য তরল সাবান ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়া শেষে প্লেট, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ধোওয়ার জন্য তরল সাবান ব্যবহার করা হয়।

সাবানঃ পরিষ্কার থাকার জন্য এবং সব কিছু পরিষ্কার রাখার জন্য সাবান খুব প্রয়োজন। সাবান আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। প্রতিদিন নানান কাজে আমরা সাবান ব্যবহার করি। সাবান হল তেল-চর্বি ও ক্ষার মিশ্রত এক ধরনের কঠিন পদার্থ যা পরিষ্কার থাকার জন্য এবং সবকিছু পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সবারই প্রতিদিন সাবানের দরকার হয়।

স্বল্প পুঁজিতে করা যায় এমন আরও কিছু লাভজনক ব্যবসা!

ব্যবসার প্রতি দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে মানুষের। বিশেষ করে তরুণ-তরুণেরা এখন নিজেই কিছু করতে চায়। নিজে চাকরি না করে অন্যকে চাকরি দিতে চায়। অনেকেই চাকরির পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য স্বল্প পুঁজির ব্যবসা করে থাকেন বা করতে পারেন । এদের মধ্যে বেশীরভাগ সল্পপুঁজির অভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারে না। চলুন জেনে নেই এমন কিছু ব্যবসা সম্পর্কে যেগুলোতে লাভের পরিমাণ বেশ ভাল। আবার পুঁজিও লাগে কম। যেমন-

ফুলের দোকানঃ "নানান অনুষ্ঠানে অনেক বেশি পরিমাণে ফুলের প্রয়োজন হয়। এই ফুলের যোগান দিয়ে থাকে ফুলের দোকান। আমাদের দেশের প্রায় সকল ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সারাবছরই ফুলের চাহিদা থাকে। বিশেষ করে শীতকালে বিয়ে, গায়ে হলুদ, নানান সামাজিক অনুষ্ঠান, সভা ইত্যাদি বেশি থাকে বলে এই সময় ফুলের চাহিদাও বেশি থাকে। এছাড়া গৃহসজ্জার কাজেও সৌখিন মানুষ ফুল কিনে থাকে। ফুলের দোকান দেবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। বাজারের কেন্দ্র বা যে সব স্থানে লোকসমাগম হয় সে রকম স্থানে ফুলের দোকান দিতে হবে। "

স্টেশনারিঃ বই-পুস্তক, খাতা-কলমের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উন্নতির সাথে সাথে বাড়ছে অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এর সংশ্লিস্ট দপ্তরগুলোও। এসব প্রতিষ্ঠানে রেজিস্টার খাতা, পেন্সিল, কলম, ফাইল ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। স্টেশনারিতে এই সব প্রয়োজনীয় খাতা, কলম, পেন্সিল, স্কেল ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব উপকরণের চাহিদা সব সময়ই থাকে। তাছাড়া (ক) ফলের দোকান (খ) চায়ের দোকান (গ) খাবারের দোকান বা হোটেল (ঘ) স্ক্রিন প্রিন্ট: ব্লক প্রিন্ট, বাটিক (ঙ) মেকআপ বা সাজসজ্জা (চ) কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং (ছ) দর্জির দোকান (জ) মুদি দোকান (ঝ) রেন্ট এ কার (ঞ) লন্ড্রি (ট) মোবাইল রিসার্চ ও বিকাশ-নগদের দোকান ইত্যাদি ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে।

স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরুর নিয়মঃ

বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই তাদের ব্যবসা শুরু করে অল্প পুঁজি নিয়ে। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো এদের বেশির ভাগই শুরু হয়েছিল অল্প পুঁজি নিয়ে। এদের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান সফল হয়েছে তাদের নামই আমরা শুনতে পাই। যেসব প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারেনি তাদের নাম আমরা শুনতে পাই না। তবে নিশ্চয়ই আমরা অনুমান করতে পারি যে, যারা সফল তাদের কাজের ধরণ আর যারা ব্যর্থ তাদের কাজের ধরণ এক ছিলো না। এখন আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেগুলো সফল ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসা শুরু করার সময় অনুসরণ করতেন। যারা স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরুর চিন্তা করছেন তারা যদি এ বিষয়গুলো মেনে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তবে তাদের দ্বারা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

অন্যের কথায় ভয় পাওয়া যাবে নাঃ অনেকেই খুব সহজে বলে থাকে তুমি যা করছো তা ঠিকমতো হচ্ছে না, তোমার এখন অন্য কিছু শুরু করা উচিত। এরকম কথা বলা খুবই সহজ। যদি আপনি এসব কথায় প্রভাবিত হোন তাহলে ভাববেন বিষাক্ত কোন ঔষধ গেলা আরম্ভ করছেন। আপনি যদি এরকম কথায় প্রভাবিত হয়ে থাকেন তবে এখনই এ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসুন। নিজের মত করে আপনার প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যান। আপনার নিজের কাছে যখন মনে হবে আর চালিয়ে নেয়া সম্ভব না ঠিক তখনই থামেন। অন্যের কথায় কখনো আপনার প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করা যাবে না।

মিতব্যয়ী হোনঃ কাস্টমার নিয়মিত আসা শুরু করার আগে জাঁকজমক অফিস নির্মানের কোন প্রয়োজন নেই। যদিও বেশিরভাগ উদ্যোক্তাই এ ভুলটা করে থাকে। প্রথমেই সুন্দর ও আকর্ষনীয় অফিস দিয়ে কাস্টমারদের আকর্ষনের চেষ্টা করেন অনেকেই। তবে

শুরুতেই এটা করতে যাওয়া এক ধরণের বোকামি। একইভাবে প্রথমেই উচ্চ প্রযুক্তির কম্পিউটার বা সফটওয়্যার এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন যা একজন উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার পক্ষে ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

উৎসাহ ধরে রাখুনঃ উৎসাহ ধরে রাখা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। শুরুর দিকে উৎসাহ ধরে রাখা আরও বেশি কঠিন কাজ। শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হতাশা চলে আসে। ব্যর্থতা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। সামান্য ব্যর্থ হলেই কাজ বন্ধ করে দেয় অনেকেই। এরকম কখনোই করা যাবে না। সাফল্য আসার আগ পর্যন্ত নিজের উৎসাহ উদ্দীপনা ধরে রাখতে হবে।

আপনার টিমের ব্যাপারে সচেতন থাকুনঃ মনে রাখবেন আপনার টিম আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে আবার ব্যর্থতাও এনে দিতে পারে। একা একা কখনোই কোন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো সম্ভব নয়। আপনি যে কোন সফল উদ্যোক্তাকে যদি প্রশ্ন করেন, আপনার সফলতার রহস্য কি? তিনি একবাক্যে উত্তর দিবেন, আমার টিমের কারণে আমি সফল। সুতরাং টিমের দিকে আপনাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। টিম যদি সর্বোচ্চ ত্যাগ করে আপনার জন্য কাজ করে তবেই আপনি সফল, আর যদি তা না করে তবে আপনি ব্যর্থ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের দেশে লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি । বর্তমানে বাংলাদেশে লোক সংখ্যা ১৭ কোটির উপরে। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে অভাব অনটন লেগে থাকত । সে অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য অনেকেই নতুন নতুন চিন্তা মাথায় নিয়ে নিজেদের অভাব অনটন দূর করার জন্য ও দেশ গঠনে উদ্যোগী হয়ে ব্যবসা বানিজ্য শুরু করে । বর্তমানে আমরা যে সকল বড় বড় ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা দেখছি তারা কেউ পূর্বে থেকে এত বড় ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্ত ছিলেন না । যেমন- নিটল-নিলয় গ্রুপ । আমার দেখা মতে নিটল নিলয় গ্রুপ যখন ব্যবসা শুরু করে তখন তাদের অফিস ছিল মগবাজারের নিকট জনকণ্ঠ পত্রিকার অফিসের বিপরীত দিকে একটি ছোট টিনসেট ঘরে । এখন সবায় জানে নিটল- নিলয় গ্রুপে কত বড় বড় ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন- নিটল মটরস, নিলয় সিমেন্টসহ অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান । অন্য দিকে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ যখন ব্যবসা শুরু করে তখন গ্রামে লোকদের স্বপ্রিয় পানির সমস্য দূর করার জন্য রংপুরে টিউব অয়েল উৎপাদন শুরু করে । আমার জানা মতে তাদের অফিস ছিল ঢাকার ১২, আরকে মিশন রোডে । এখন সেই প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের কত প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হয়েছে, যেমান- আরএফএল প্লাষ্টিক, ভিশন ইলেক্ট্রনিকস, প্রাণ ফুড, প্রাণ বেভারেজ প্রাণ ডেইলীসহ অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান । এছাড়াও আমার জানা মতে বেঙ্গল গ্রুপের ব্যবসা শুরু করে তেজগাঁও এ একটি প্লাষ্টিক কারখানার মাধ্যমে । সেই বেঙ্গল গ্রুপের কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন-বেঙ্গল প্লাষ্টিক ইন্ডাঃ, রোমানিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরী, বেঙ্গল উইনসর, বেঙ্গল সোলার, বেঙ্গল সিমেন্ট, বেঙ্গল পলিমার, আরটিভি, বেঙ্গল কমার্সিয়াল ব্যাংক ইত্যাদি । তাছাড়াও আকিজ গ্রুপ, জেমকন গ্রুপ, আফতাব গ্রুপ, আবদুল মোমেন গ্রপ এদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে তারাও খুব ছোট আকারে ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা হয়ে ব্যবসা শুরু করেন । এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে সফল উদ্যোক্তা ও ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে । ফলে সফল উদ্যোক্তার মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে । দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের দেশে যে নজুক অবস্থা ছিল, বর্তমানে সে অবস্থা থেকে দেশে মানুষ অনেকটাই পরিত্রান পেয়েছে । তার কারণ অনেকেই চাকুরীর কথা চিন্তা না করে সফল উদ্যোক্তা হওয়া ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা অনেকটাই লাঘব করেছে । আসুন আমরা কর্মক্ষম শিক্ষিত তরুণদের চাকুরির বাজারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখমুখি না করে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে কর্মক্ষম ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, তাতে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি সাধিত হবে।

দক্ষতার উন্নয়ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত

মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ভূমিকাঃ উৎপাদনশীলতা একটি প্রতিষ্ঠান / কারখানা বা খামার এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে একটি অর্থনীতির পারফরমেন্স বা ফলপ্রসু কর্মদক্ষতার নির্দেশক সূচক। শব্দটি দ্বারা সচরাচর শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বোঝানো হয় যা কায়িক শ্রম বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম, উভয়ই হতে পারে। তবে বর্তমানে শব্দটি মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। উৎপাদনশীলতার প্রশিক্ষণ নীতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ এবং ভবিষ্যতের উন্নত বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত মেধাবী জনবল, কর্মকর্তা ও গবেষক তৈরি করতে জোর ভূমিকা রাখছে। যা সরকারের টেকসই উন্নয়ন ও গৃহীত বড় প্রকল্পসহ স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমানে সহায়ক অবদান রাখতে সাহায্য করবে।

দক্ষতাঃ উৎপাদনশীলতাকে সময়ের একক প্রতি আউটপুট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, অন্যদিকে, দক্ষতা হল সময়ের প্রতিটি ইউনিটের জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য আউটপুট। অর্থাৎ, কাজগুলো সঠিকভাবে করা। কাজগুলি সঠিকভাবে করার মাধ্যমে, দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করা;

অন্যদিকে, দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো কাজ বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। এটি বর্জ্য হ্রাস, অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হ্রাস এবং ন্যূনতম পরিমাণ প্রচেষ্টা, সময় বা সংস্থান সহ পছন্দসই ফলাফল অর্জনের প্রক্রিয়াগুলিকে স্ট্রিমলাইন করার উপর জোর দেয়। দক্ষতার লক্ষ্য হল কাজগুলিকে সবচেয়ে কার্যকর এবং অর্থনৈতিক উপায়ে করা।
স্কিল মূলত ২ ধরনের। যথাঃ হার্ড স্কিল এবং সফট স্কিল

হার্ড স্কিল: হার্ড স্কিল বলতে এমন দক্ষতাকে বোঝায় যা সুনির্দিষ্ট কাজে প্রয়োগ করা যায় ও যার সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব। সাধারণত টেকনিক্যাল দক্ষতাগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন: প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে পারা,কম্পিউটারের বিভিন্ন কাজ জানা ইত্যাদি।

সফট স্কিল: সফট স্কিল বলতে এমন দক্ষতাকে বোঝায় যা ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত ও কোন নির্দিষ্ট উপায়ে যার পরিমাপ বা যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যেমন: যোগাযোগ দক্ষতা, প্রচন্ড মানসিক চাপ সামলানোর ক্ষমতা ইত্যাদি।

দক্ষতা সুত্রঃ

দক্ষতা গণনা করার জন্য সমীকরণ: (স্ট্যান্ডার্ড শ্রম ঘন্টা / কাজের পরিমাণ) x ১০০ = দক্ষতা

একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য কোম্পানির মান শ্রম ঘন্টা ৭০ হয় এবং কাজের প্রকৃত পরিমাণ ৮২ হয়, তাহলে ৭০ x ৮২ ভাগ করে এবং তারপর উত্তরটিকে শত দ্বারা গুণ করলে, ৮৫% দক্ষতা প্রদান করবে।

উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য :
উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা প্রায়শই বিনিময় যোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে কাজ এবং উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে তাদের আলাদা অর্থ রয়েছে। যদিও উভয় ধারণাই লক্ষ্য অর্জন এবং কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার সাথে সম্পর্কিত, তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য রয়েছে।

উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত:
উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কারণ একটির উন্নতি প্রায়শই অন্যটির উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান দক্ষতা উন্নত সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়াগুলির জন্য অনুমতি দেয়, যা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিপরীতভাবে, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার না করা হলে উচ্চ উৎপাদনশীলতা হওয়ার অর্থ দক্ষ হওয়া নয়।
"দক্ষতার উন্নয়ন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পূর্বশর্ত"

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে মুনাফা বৃদ্ধি এবং কোম্পানীর অগ্রসরমানতা। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ উৎপাদনশীলতা একটা কোম্পানির স্বাস্থ্য এবং কর্ম সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। উৎপাদনশীলতা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন কর্মীরা থাকে সুখী, উর্দ্ধতন কতৃপক্ষ ফ্যাসিলিটেটর এর ভূমিকা পালন করে এবং স্ব স্ব কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য যথাযথ লজিস্টিক দিতে সমর্থ।যখন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীল হয় তখন মুনাফা বৃদ্ধি, মুদ্রার

এপিঠ-ওপিঠ। উৎপাদন খরচ ক্রমহ্রাসমান হয় ক্রেতা সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়ীক সম্পর্ক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ছোট ছোট স্বভাবের পরিবর্তন ও মানসিকতার ইতিবাচকতা আনতে পারলেই সংগঠনের মধ্যে ইতিবাচক সংস্কৃতির বীজ বপন করা সম্ভব। নিম্নে কিছু কৌশল আলোচনা করা হলঃ

১) টাইম-ট্র্যাকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা আবশ্যকঃ
টাইম-ট্র্যাকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর উৎপাদনশীলতা মনিটর খুবই সহজে করা যায়। টাইম-ট্র্যাকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রতিটি কর্মকর্তা তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করবে এবং জানতে পারবে কত সময় লাগলো প্রতিটি কাজে । ফলে জানা সম্ভব হবে, স্ট্যান্ডার্ড সময় থেকে বেশি লাগলো না কম লাগলো। বেশি লাগলে বুঝতে হবে কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ঐ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের স্বল্পতা বা দক্ষতার অভাব বিদ্যমান। হতে পারে তার মনোযোগেরও অভাব। নিয়োগকর্তা ঐ রিপোর্টের মধ্যে সংশোধনমূলক এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এমন কি কর্মচারীদের জবে পরিবর্তন আনা সম্ভব, তাদের প্রতিভা, ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুযায়ী। নিশ্চিতভাবেই, টাইম-ট্র্যাকিং ডিভাইসের মাধ্যমে একটু সমন্বয় করে উৎপাদনশীলতা এবং কর্মক্ষেত্রে আনন্দময় পরিবেশ আনয়ন সম্ভব।

২. যে কোনো কাজ সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারণ করা আবশ্যকঃ
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করা এবং শেষ করার জন্য কর্মচারীদের প্রতিজ্ঞা এবং সময়মত হচ্ছে কিনা তা পরিমাপ ও মনিটর অত্যন্ত জরুরী। কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সহকর্মীদের ইচ্ছা, প্রতিজ্ঞা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার মানসিকতা খুবই জরুরী।

৩. মাল্টিটাস্ক যত কমানো যায় তত মঙ্গলঃ
গত শতাব্দীতে যে অনেক রকম কাজ করতে সক্ষম, তাদের খুউব দাম দেওয়া হতো। এখন বিশেষায়নের যুগ। যে কতিপয় কাজ বার বার করবে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং খুবই অল্প সময়ে কাজ করতে সম্ভব হবে। সাধারণ কাজে মাল্টিটাস্ক করা যেতে পারে, কিন্তু জটিল বা কারিগরি কাজে মাল্টিটাস্ক নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকা ভাল।

৪. শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন পারফর্মেন্স এই মনোভাব ক্ষতিকরঃ
সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স খোঁজা মানে উৎপাদনশীলতায় আঘাত হানা। মানসম্মত কোয়ালিটি নির্ধারণ করা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের একটা বড় কাজ। কিন্তু অসম্ভব কিছু বাস্তবায়ন করতে যাওয়া সময়কে ক্রমান্বয়ে আঘাত করার সামিল। হয়তো ১০০ কাজের মধ্যে ৫০টা সেরা হবে বাকি ৫০টা কাজ বাস্তবায়িত হবে না। তাই মনোযোগ দেওয়া উচিত কন্সিস্টেন্সি এবং বাজার কি চায় সেই অনুযায়ী কাজ করা।

৫. ইতিবাচক হওয়াঃ
ইতিবাচক হলে অনেক ক্ষেত্রে বহু সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যায়, কমানো যায় বা দূর করা যায়। যে কোনো সময় ব্যবসায় দুরাবস্থা আসতে পারে। তাই সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতার বীজ বপন আবশ্যক। ফলে তাদের মধ্যে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় নমনীয়তা ও এডাপ্টিবিলিটি থাকবে।

৬. ৯০ মিনিটের কর্ম-চক্র নির্ধারণঃ
এমন একটা কর্ম লিস্ট ঠিক করা আবশ্যক যেন এক একটা ফোকাসড কাজ ৯০ মিনিটে সম্পাদন সম্ভব। কাজ শেষ করার পর ১০ মিনিট Relaxation। বিজ্ঞান বলে ফোকাসড কাজ ও সাময়িক রিলাক্সেশন অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি কোয়ালিটি কাজ সেরা সময়ের মধ্যে করার ব্যাপারে। অধিকাংশ কর্মী কর্মক্ষেত্রে ইঁৎহবফ-ড়ঁঃ হয়ে যায়। তারা কাজ করে অনেকটা কলুর বলদের মত। না থাকে সৃজনশীলতা, না থাকে উদ্দীপনা।

৭. কর্ম-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও আনন্দময় হওয়া প্রয়োজনঃ
কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের উপর নির্ভর করবে কর্ম উৎপাদনশীলতা। আলো, বাতাস, সৌন্দর্য, ডেকোরেশন, ঠান্ডা এসব যত সহজ, আরামপ্রদ ও আনন্দময় হবে ততই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৮. যত কম বাধা-বিঘ্ন হবে তত মঙ্গলঃ
প্রচুর ফোন, অযথা মিটিং কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ নষ্ট করে। কর্মচারীদের কাজ যত পরিমাপ করা সম্ভব হবে, ততই তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

৯. অযথা মিটিং বন্ধ করাঃ
অপ্রয়োজনীয় মিটিং বন্ধ করে, সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে, ফলাফল যদি ঠিক করে দেওয়া হয় তাহলে অযথা মিটিং এর প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। মিটিং এ প্রয়োজন ফলোআপ ও ফিডব্যাকের। যেন এর মাধ্যমে কাজ পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

১০. যোগ্য কর্মচারী নির্দিষ্ট করণ ও পুরস্কৃত করাঃ

সেরা কর্মচারী যদি তার সেরা কাজের জন্য চিহ্নিত ও পুরস্কৃত না হয়, সে তার নৈতিক মনোবল হারাবে। সেরা কাজের জন্য সেরা পুরস্কার পেলে অন্য কর্মচারীরাও উৎসাহিত হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, পুরস্কার যেন মেরিট নির্ভর হয়। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ভয়াবহ পরিনাম কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে।

পরিশেষে,বিআইডিএস গবেষণায় তুলে ধরা হলঃ খাত ভিত্তিক দুর্বল উৎপাদনশীলতার পেছনে দক্ষতার ফাঁক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি গবেষণায়, শ্রম-প্রণোদনামূলক শিল্প যেমন তৈরি পোশাক (আরএমজি), হালকা প্রকৌশল এবং ইলেকট্রনিক্স, চামড়া ও পাদুকা এবং কৃষি-খাদ্য শিল্পে কর্মীদের দক্ষতার সেটে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। প্রক্রিয়াকরণ সরকারের স্কিল ফর এমপয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ঝবরঢ়) এর অধীনে ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পরিচালিত গবেষণাটি এই সেক্টরে ৪৫% থেকে ৭০% পর্যন্ত দক্ষতার ফাঁক এবং অমিল নির্দেশ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই দক্ষতার ব্যবধানের ফলে কারখানায় কম উৎপাদনশীলতা এবং ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বিদেশী কর্মী নিয়োগের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আরএমজি সেক্টরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৬.৫% বোনা শিল্প এবং ২.৯৯% বুনা শিল্প দক্ষতার ব্যবধান মেটাতে দক্ষ বিদেশী কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে ব্যবস্থাপক পর্যায়ে। সেপ-এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ প্রজেক্ট ডিরেক্টর সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া বলেন, "এটি বলা হয় যে ব্যবস্থাপনা পদে দক্ষ নেতৃত্বের অভাবের কারণে প্রায় ৫০,০০০ বিদেশী বর্তমানে বাংলাদেশে কাজ করছে, যার ফলে বছরে ৫-৬ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। তবে প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি হবে।" একটি হোটেলে দুই দিনব্যাপী "বিআইডিএস রিসার্চ অ্যালম্যানাক ২০২৩"-এর শেষ দিনে "দক্ষতা ও শ্রম বাজারের ফলাফল" শীর্ষক এক অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি আরও বলেন, সরকার দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা চায়। "আমরা মধ্য-স্তরের নির্বাহীদের বিকাশের জন্য চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোগ্রামটি চালিয়ে যাচ্ছি। তবে এর জন্য বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন।"

হালকা প্রকৌশল এবং ইলেকট্রনিক্স সেক্টরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কর্মী তাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্র এবং তাদের চাকরির মধ্যে অমিলের সম্মুখীন হন এবং অ-শিক্ষা খাতে ৬০% অমিলের দ্বারা আরও গুরুতর, সমীক্ষা বলছে। এর মানে হল যে ডিগ্রীতে কর্মীদের শিক্ষার স্তর নীচে তাদের বর্তমান চাকরির জন্য প্রয়োজনীয়দের সাথে মেলে। ১২৩টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এবং ১০০টি ইলেকট্রনিক্স ফার্মের মধ্যে পরিচালিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে যদি শ্রমিকদের শিক্ষার স্তর নিয়োগকর্তাদের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত স্তরের নীচে থাকে তবে এটি সংস্থাগুলির প্রতি কর্মী আউটপুটের সাথে নেতিবাচকভাবে জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সহযোগী অধ্যাপক শুভাশীষ বড়ুয়া বলেন, "উন্নত দেশের শ্রমিকরা দক্ষতার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি উৎপাদনশীল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, শৈশব থেকে পুষ্টির অভাব দীর্ঘমেয়াদে জ্ঞানীয় এবং দক্ষতা বিকাশকে প্রভাবিত করে"। "বেতন তাদের দীর্ঘমেয়াদে কাজ রাখার জন্য যথেষ্ট ভাল নয় এবং তারা এমন একটি পরিবারের পরিবেশে বাস করে না যা তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন করার জন্য খুব অনুকূল," তিনি যোগ করেছেন। তিনি বলেন, সরকারকে শুধু কারখানার শ্রমিকদের জন্য বৃহৎ আকারের আবাসন অবকাঠামো তৈরি করলেই হবে না, পাশাপাশি স্বাস্থ্য বীমা এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা তৈরি করা উচিত যাতে তারা এই চাকরিটিকে দীর্ঘমেয়াদী পেশা হিসেবে গ্রহণ করে।

আরএমজি শিল্প ৪৮% থেকে ৬৯% দক্ষতার ব্যবধান নিয়ে লড়াই করছে নিয়োগকর্তাদের মূল্যায়ন অনুসারে, বুনন শিল্প বর্তমানে ৬৮.৭৯% দক্ষতার ব্যবধানের মুখোমুখি, যেখানে বোনা শিল্পের ৪৭.৮৩% এর সামান্য কম ব্যবধান রয়েছে।১১৯টি এন্টারপ্রাইজের মোট ৪৭৬ জন কর্মী সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের দক্ষতার ব্যবধান নিয়োগকর্তাদের দ্বারা তাদের দক্ষতার স্তরের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে, সাহায্যকারী, বেশিরভাগ সেলাই মেশিন অপারেটর, গুণমান পরিদর্শক এবং বুনন শিল্পে কিছু ফিনিশিং অপারেটর অন্যদের তুলনায় উচ্চ দক্ষতার ব্যবধান প্রদর্শন করে। অন্যদিকে, ব্যবস্থাপনা কর্মচারী, মান নিয়ন্ত্রক এবং কিছু ফিনিশিং অপারেটর বোনা শিল্পে কর্মীদের মধ্যে সামগ্রিক দক্ষতার ব্যবধানের একটি বড় অংশে অবদান রাখে।

কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতে দক্ষতার ব্যবধান কমানোর জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধির চাবিকাঠি, অন্য একটি সমীক্ষা অনুসারে, কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাত ৪৭% দক্ষতার ব্যবধানের সম্মুখীন হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা, স্যানিটেশন এবং খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞানের অভাবের কারণে।

গবেষণায় শিক্ষাগত ডিগ্রীর মাধ্যমে অর্জিত অপর্যাপ্ত দক্ষতাগুলিও এই ব্যবধানে অবদান রাখার কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সেক্টরের উদ্যোগগুলি জোর দিয়েছে যে এই ফাঁকগুলি কমানোর জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাড়ানোই প্রাথমিক সমাধান।

Total Quality Management System

Md. Razu Ahammed
Senior Research Officer(CC)
National Productivity Organisation (NPO)
Ministry of Industries.

The total quality concept as a business strategy began to grow in popularity in the United States in the late 1980s and early 1990s. However, individual elements of the concept — such as team building, problem-solving tools, statistical process control, design of experiments, customer service, and process documentation — have been used by some organizations for years. Total quality management (TQM) is the integration of all functions and processes within an organization in order to achieve continuous improvement of the quality of goods and services. The goal is customer satisfaction.

Xerox, one of two 1989 winners of the Malcolm Baldrige National Quality Award, has come a long way since the 1970s. The company that invented the dry-paper copier saw its share of the North American market plunge from 93% to 40%. Their Japanese competitors were selling copiers for less than the cost of manufacture at Xerox. By using TQM (known as Leadership through Quality at Xerox), the company has gained market share in all key markets worldwide and builds five of the six highest quality copiers in the world. The company has since learned to apply quality beyond the manufacturing confines in all the functions of the organization.

Motorola, another winner of the Malcolm Baldrige Award, has received more awards for excellence as a supplier than any other U.S. company and is widely acknowledged as a quality leader. This is quite an improvement over the early 1980s, when Chairman Bob Galvin was calling for a 3-year, 20% surcharge on all imported manufactured goods in an attempt to counteract the threat from the Orient. The company applies TQM to every aspect of its operations and six sigma to every significant business process.
Philip Crosby, author of the popular book Quality Is Free, His "absolutes" of quality are as follows:

- Quality is **defined** as conformance to requirements, not "good-ness."
- The **system** for achieving quality is prevention, not appraisal.
- The performance **standard** is zero defects, not "that's close enough."
- The **measurement** of quality is the price of non-conformance, not indexes.

Total quality management concept:

Total quality management is based on a number of ideas. It means thinking about quality in terms of all functions of the enterprise, a start-to-finish process that integrates interrelated functions at all levels. It is a systems approach that considers every interaction between the various elements of the organization. Thus, the overall effectiveness of the system is higher than the sum of the individual outputs from the subsystems. The sub systems include all the organizational functions in the life cycle of a product, such as (1) design, (2) planning, (3) production, (4) distribution, and (5) field service. The management subsystems also require integration, including (1) strategy with a customer focus, (2) the tools of quality, and (3) employee involvement (the linking process that integrates the whole). A corollary is that any product, process, or service can be improved, and a successful organization is one that consciously seeks and exploits opportunities for improvement at all levels. The load-bearing structure is customer satisfaction. The watchword is continuous improvement.

The key issues and terminology related to TQM:

- The **cost of quality** as the measure of non-quality (not meeting customer requirements) and a measure of how the quality process is progressing.
- A **cultural change** that appreciates the primary need to meet cus tomer requirements, implements a management philosophy that acknowledges this emphasis, encourages employee involvement, and embraces the ethic of continuous improvement.
- **Enabling mechanisms of change,** including training and education, communication, recognition, management behavior, teamwork, and customer satisfaction programs
- **Implementing TQM** by defining the mission, identifying the output, identifying the customers, negotiating customer requirements, devel oping a "supplier specification" that details customer objectives, and determining the activities required to fulfill those objectives.
- **Management behavior** that includes acting as role models, using quality processes and tools, encouraging communication, sponsor ing feedback activities, and fostering and providing a supporting environment

THE QUALITY PIONEERS:

The best known of the "early" pioneers, is credited with popu larizing quality control in Japan in the early 1950s. Today he is regarded as a national hero in that country and is the father of the world-famous Deming Prize for Quality. He is best known for developing a system of statistical quality control, although his contribution goes substantially beyond those techniques.13 His philosophy begins with top management but maintains that a company must adopt the 14 points of his system at all levels. He also believes that quality must be built into the product at all stages in order to achieve a high level of excellence. Although it cannot be said that Deming is responsible for quality improvement in Japan or the United States, he has played a substantial role in increasing the visibility of the process and advancing an awareness of the need to improve.

Crosby stresses motivation and planning and does not dwell on sta tistical process control and the several problem-solving techniques of Deming and Juran. He states that quality is free because the small costs of prevention will always be lower than the costs of detection, correction, and failure. Like Deming, Crosby has his own 14 points:

1. **Management commitment** — Top management must become convinced of the need for quality and must clearly communicate this to the entire company by written policy, stating that each person is expected to perform according to the requirement or cause the requirement to be officially changed to what the company and the customers really need.
2. **Quality improvement team** — Form a team composed of depart ment heads to oversee improvements in their departments and in the company as a whole.
3. **Quality measurement** — Establish measurements appropriate to every activity in order to identify areas in need of improvement.
4. **Cost of quality** — Estimate the costs of quality in order to identify areas where improvements would be profitable.
5. **Quality awareness** — Raise quality awareness among employees. They must understand the importance of product conformance and the costs of non-conformance.
6. **Corrective action** — Take corrective action as a result of steps 3 and 4.
7. **Zero defects planning** — Form a committee to plan a program appropriate to the company and its culture.
8. **Supervisor training** — All levels of management must be trained in how to implement their part of the quality improvement pro gram.

9. **Zero defects day** — Schedule a day to signal to employees that the company has a new standard.
10. **Goal setting** — Individuals must establish improvement goals for themselves and their groups.
11. **Error cause removal** — Employees should be encouraged to inform management of any problems that prevent them from performing error-free work.
12. **Recognition** — Give public, non-financial appreciation to those who meet their quality goals or perform outstandingly.
13. **Quality councils** — Composed of quality professionals and team chairpersons, quality councils should meet regularly to share expe riences, problems, and ideas.
14. **Do it all over again** — Repeat steps 1 to 13 in order to emphasize the never-ending process of quality improvement.

Quality and Business Performance:

The relationship between quality, profitability, and market share has been studied in depth by the Strategic Planning Institute of Cambridge, Massachusetts. The conclusion, based on performance data of about 3000 strategic business units, is unequivocal:

One factor above all others — quality — drives market share. And when superior quality and large market share are both present, profitability is virtually guaranteed.

There is no doubt that relative perceived quality and profit ability are strongly related. Whether the profit measure is return on sales or return on investment, businesses with a superior product/service offering clearly outperform those with inferior quality.

Even producers of commodity or near-commodity products seek and find ways to distinguish their products through cycle time, availability, or other quality attributes. In addition to profitability and market share, quality drives growth. The linkages between these correlates of quality are shown in Figure.

Quality can also reduce costs. This reduction, in turn, provides an additional competitive edge. Note that Figure includes two types of quality: customer-driven quality and conformance or internal specification.

The Quality Circle

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
সহকারী প্রোগ্রামার, এনপিও
তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ

প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত, ব্যাপক ও আমূল পরিবরর্তনকে বিপ্লব বুঝায়। বিপ্লবের ফলে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন ঘটে। আঠারো শতকের মধ্যভাগে দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার গুণগতমানের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি হয়, তাকেই সাধারণভাবে 'শিল্পবিপ্লব' বলা হয়।
ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ডেই প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়।

প্রথম শিল্পবিপ্লবটি শুরু হয়েছিল ১৭৮৪ সালে, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। মানুষের হাজার হাজার বছরের সভ্যতার বিকাশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার। এ যুগেই মানুষ এবং পশুর পরিবর্তে মেশিনের ব্যবহার শুরু হয়। ফলে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়ে যায় ব্যাপকভাবে।

প্রায় শত বছর পর ১৮৭০ সালে বিদ্যুতের আবিষ্কারে সমগ্র বিশ্বই যেন নতুন জীবন পেয়েছে। রাতের অন্ধকারকে নিমেষেই দূরে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। সব আবিষ্কারের সূতিকাগার যেন বিদ্যুতের আবিষ্কার। বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কিছুই কল্পনা করা যায় না এখন। বিদ্যুৎ আবিষ্কার ছিল শিল্পের দ্বিতীয় বিপ্লব।
বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে ১৯৬৯ সালে আবিষ্কার হয় ইন্টারনেট। এর মাধ্যমে এক সুতায় গেঁথে ওঠে সারাবিশ্ব; যাকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ। এই যুগে উৎপাদনকে স্বয়ংক্রিয় করতে ইলেক্ট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়।

এতেও মানুষের তৃপ্তি মিটছিল না। মানুষ খুজতে থাকে আরেকটি শিল্প বিপ্লবের যা ধরা দেয় ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাউস শোয়াবের হাত ধরে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর উৎপত্তি ২০১১ সালে জার্মান সরকারের একটি হাইটেক প্রকল্প থেকে। একে সর্বপ্রথম বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাউস শোইয়াব। তিনি ২০১৬ সালে তাঁর 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমরা চাই বা না চাই, এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তাচেতনা যেভাবে চলছে সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তির উপর শুরু হওয়া ডিজিটাল এ বিপ্লবের ফলে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে গাণিতিক হারে, যা আগে কখনো হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মূলত তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ব্যাপক বর্ধিত সংস্করণ, তবে এর রয়েছে বহু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য।

৩য় শিল্প বিপ্লব

- *ইন্টারনেট*
- *রোবট*
- *কম্পিউটার এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি*

৪র্থ শিল্প বিপ্লব

- *ইন্টারনেট*
- *ইন্টারনেট* অব থিংস
- বিগ ডেটা
- ক্লাউড কম্পিউটিং

রোবট

- অটোনমাস রোবট
- অটোনমাস ভেহিকল

কম্পিউটেশনাল টেকনোলজি

- সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম
- এডিটিভ ম্যানুফেকচারিং
- সিস্টেম ইনটিগ্রেশন
- আর্টিফিসিয়াল ইটেলিজেন্স

অন্যান্য শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লব শুধু মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে যন্ত্র ও প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে দ্রুততর করেছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমকে আরে বেশি গতিশীল ও নিখুঁত করে তুলছে। ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হলে বিশ্বের গতি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসছে এ ভার্চুয়াল জগতেরই আরো বিস্তৃত পরিসর নিয়ে। ক্লাউস সোয়াব চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে নিজের লেখা প্রবন্ধে বলেছেন, আমরা চাই বা না চাই, এত দিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা যেভাবে চলেছে সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান টেকনোলজিসমুহঃ পৃথিবীতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের অনেক টেকনোলজি আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ টেকনলজিসমূহ নিম্নরূপঃ

- এডভান্স ম্যাটেরিয়ালস
- ক্লাউড টেকনোলজি
- বিগ ডেটা
- অটোনমা ভেহিকল
- ড্রোন
- সিনথেটিক বায়োলজি
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- অগমেন্টেড রিয়েলিটি
- আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স
- রোবট

  বল্ক চেইন

  ৩ডি প্রিন্টং

  ইন্টানেট অব থিংকস

৪র্থ শিল্প বিপ্লব শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিজিটাল, বায়োলজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৬ লাখ যা মোট জনসংখ্যার ৩০%। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছর জুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড় হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্প বিপ্লবের প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র।

বিশ্বব্যাপী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যাত্রায় পথচলা শুরু করেছে, আবার কোনো কোনো দেশ ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ বাধ্য হয়েই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে- না হয় ছিটকে পড়তে হবে উন্নয়নের ধারা থেকে।

এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তির ওপর শুরু হওয়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লব তথা ডিজিটাল এ বিপ্লবের ফলে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে গাণিতিক হারে, যা আগে কখনো হয়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে, যার ফলে পাল্টে যাচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, এমন কী রাষ্ট্র চালানোর প্রক্রিয়া। ইন্টারনেটের কল্যাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিং লার্নিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিউরো-প্রযুক্তির নিত্য নতুন ক্ষমতার প্রকাশ আর প্রচলিত কর্মযজ্ঞের অবলুপ্তির ভীতি মিশ্রিত এক নবতর জগত। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শ্রমবাজার আর ভবিষ্যতের কাজকর্মের ধরন, আয়ের অসমতা, ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের কাঠামোকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে এবং করবে। সারা বিশ্বের আলোড়নের ছোঁয়া বাংলাদেশেও লেগেছে। ডিজিটাল বিপ্লব বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সহায়তা করবে।

'ইন্টারনেটের আবির্ভাব এবং বহুমুখী ব্যবহারের ফলে এরই মধ্যে ব্যক্তিজীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। হাভাস মিডিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট টম গুডউইন পরিবর্তিত ব্যবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্যাক্সি কোম্পানি উবারের নিজের কোনো ট্যাক্সি নেই, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিডিয়া ফেসবুক নিজের কোনো কনটেন্ট তৈরি করে না, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাইকার কারবারি প্রতিষ্ঠান আলীবাবার নিজস্ব কোনো গুদাম নেই এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবাসন প্রোভাইডার এয়ার বিএনবির নিজেদের কোনো রিয়েল এস্টেট নেই।' সত্যিকারের অর্থে তাবৎ দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের কৌশলগত ধারণাই পাল্টে দিয়েছে।

আমরা চাই বা না চাই, এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তা-চেতনা যেভাবে চলেছে সেটা এখন বদলে যেতে শুরু করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশনে আসছে বিশাল পরিবর্তন। প্রযুক্তির এই স্তরে ২০৩০ বা ২০৪১ সালের শিল্পব্যবস্থায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির স্থানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, রোবোটিকস, জৈব প্রযুক্তি এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। যুগের সঙ্গে তাল মিলাতে বাংলাদেশকেও প্রযুক্তির এই বিশাল পরিবর্তন সাদরে গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ ও উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে দেশময় কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় দক্ষ মানুষ ছাড়া অন্য কোনো

উপায়ে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়। প্রযুক্তি নির্ভরতা ছাড়া আমাদের দুটি ভিশনের কোনোটিই অর্জন সম্ভব নয়। আর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালে মোকাবিলা এবং সুযোগ কাজে লাগানোর যথাযথ কৌশল অবলম্বন ছাড়া বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাও সম্ভব হবে না।

একদিকে দেশে দেশে চলছে কর্মীর কাজ হারানোর ঝুঁকি। অন্যদিকে চলছে মারাত্মক দক্ষতা সংকট। মনে রাখতে হবে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলো কর্মক্ষম দক্ষ জনবলের সংকটে নিমজ্জিত হয়ে অনন্যোপায় হয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তথা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নব নব আবিষ্কারকে স্বাগত জানাচ্ছে, জীবনকে আরো গতিশীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য। অন্যদিকে, আমরা এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের অনন্য সোনালি সুযোগের মোক্ষম সময়ে অবস্থান করছি। ২০৩০ সালযেমন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আন্তর্জাতিক বছর। তেমনি বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ডের অনন্য সোনালি সুযোগের মোক্ষম সময়ে অবস্থান করছে। আবার সেই বছরটিই আমাদের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম মানুষের দেশ (১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মানুষ) বা সর্বনিম্ন নির্ভরশীল মানুষের দেশ হওয়ার বছর। এ সুযোগকে আমরা বলি 'গোল্ডেন অপোরচুনিটি ফর বাংলাদেশ'। এ গোল্ডেন অপোরচুনিটিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত কৌশলগত শ্রমশক্তি পরিকল্পনা যার ছয়টি স্তর হচ্ছে- ১. কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান। ২. কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যোগ্য জনবলের সরবরাহ বিশ্লেষণ। ৩. কর্মসংস্থানের চাহিদার বিশ্লেষণ। ৪. সরবরাহ ও চাহিদার ব্যবধান বিশ্লেষণ। ৫. সমাধান সূত্রায়ন, প্রয়োজনীয় ইন্টারভেনশন এরিয়া ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণসহ বাস্তবায়ন। ৬. বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ। কৌশলগত কর্মসংস্থান পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গভর্নেন্সের ত্রিমাত্রিক অনুশীলন এখন সময়ের দাবি। গভর্নেন্সের তিনটি মাত্রা বা ডাইমেনশন রয়েছে- যেমন : ক. ইন্সট্রুমেন্ট। খ. ইন্সট্রুমেন্ট গুলোকে কার্যকরণের জন প্রোগ্রাম তৈরি/কর্মসূচি প্রণয়ন/প্রজেক্ট প্রণয়ন। গ. ওই প্রোগ্রাম/কর্মসূচি/প্রজেক্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎপাদন বা সেবার নির্ধারিত মান যথোপযুক্ত সময়ে নিশ্চিত সমৃদ্ধি তরান্বিত করা। এই ছয়টি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরটি বাস্তবায়নে এরই মধ্যে কার্যক্রম হয়েছে। যা বহুল আলোচিত ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১। এদিক নির্দেশনা সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মিশনগুলো নির্ধারণের জন্য টিভিইটি এনরোলমেন্ট ২০২০ সালে ২০ শতাংশ, ২০৩০ সালে ৩০ এবং ২০৪০ সালে অন্তত ৪৫ শতাংশে উন্নীত করে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী টিভিইটি গ্রাজুয়েট তৈরি ও শ্রমবাজারে যুক্ত করার কার্যক্রম জোড়দার করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের এতদ্‌সংক্রান্তঅভিজ্ঞতা, ২০৩০ এ সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তির পটেনশিয়ালিটি এবং উন্নত দেশগুলোয় জনসংকট ও স্কিল ক্রাইসিসের সুযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অকুপেশনভিত্তিক চাহিদা নিরুপণ, সে অনুযায়ী জনসম্পদের সরবরাহ বিশ্লেষণ এবং তদ্বপ্রেক্ষিতে যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতি নির্ণয় করার জন্য শ্রমশক্তির একটি ফোরকাসটিং রিপোর্ট তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য বিদ্যমান শ্রেণিবিন্যাসকৃত জনবল কাঠামো NTVQF এর হরাইজন্টাল ও ভার্টিক্যাল এক্সপানশন তথা BQF প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষে দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে যোগ্য করে তোলার একটি রোডম্যাপ তৈরি করা প্রয়োজন। চতুর্থ শিল্পবিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখনই দেশের চাহিদা ও প্রযুক্তিভিত্তিক মানবসম্পদ গড়ে তুলতে দেশের সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরিবিষয়ক শিক্ষার কোর্স চালু করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা ও আর্থিক খাতকে সাইবার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তৈরি করতে হবে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এজন্য প্রয়োজন হাজার হাজার আইসিটি ও সাইবার নিরাপত্তা কর্মী ও ব্যবস্থাপক। এজন্য এখনই কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশকে তথ্য প্রযুক্তিমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সম্ভব হবে অতিরিক্ত কর্মক্ষম জনমানবকে কাজে লাগানো আর মোকাবিলা করা চতুর্থ শিল্পবিপবের চ্যালেঞ্জ। যার মাধ্যম গড়ে তোলা সম্ভব উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

চতুর্থ শিল্প বিপবের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতিঃ

ক) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করতে ডিজিটালাইজেশনের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ এরই মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর খেতাব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ বর্তমানে দুটি সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত, তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে কানেক্টিভিটির কাজ চলছে।

গ) বাংলাদেশ আকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট উড়িয়েছে। ২য় স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ চিন্ড্ভাবনা করছে।

ঘ) ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবনং অত্যাধুনিক হাইটেক পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে আগামীর বিশ্বকে বাংলাদেশ জানান দিচ্ছে যে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে বাংলাদেশও প্রস্তুত। হাইটেক পার্কগুলো হবে আগামীর সিলিকন ভ্যালি। তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটি সংক্রান্ত সব ধরণের কাজ সম্পাদন করা, আইটিকে ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, আইটি সেক্টরের সব সুযোগ সুবিধা তৈরি, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল আমদানি, রফতানি সুবিধা নিশ্চিত করা হবে হাইটেক পার্কের কাজ।

ঙ) সরকারের প্রধান সেবাগুলো, বিশেষ করে ভূমি নামজারি, জন্ম নিবন্ধন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা চাকুরিতে আবেদন ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৪ হাজার ৫০১ টি ইউনিয়ন পরিষদের সবকটিই ডিজিটাল নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

চ) আগামীর প্রযুক্তির সংগে খাপ খাইয়ে নিতেও প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও ই-গভর্ন্যান্স, সার্ভিস ডেলিভারি, পাবলিক পলিসি এন্ড ইমপপ্যান্টেশন, তথ্যপ্রযুক্তি, বিকেন্দ্রীকরন, নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ইত্যাদি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এছাড়াও লার্নিং এন্ড আর্নিং, প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন, এসেট, দেশব্যাপী শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে AI ল্যাব স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাপক জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপবে বিশে নেতৃত্ব দিতে চায়। বাংলাদেশের সেই সক্ষমতাও রয়েছে। আওর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিক্স, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মত ক্ষেত্রগুলোতে জোর দেয়া তারই ইঙ্গিত বহন করে। এভাবে অগ্রসর হতে থাকলে বাংলাদেশ অচিরেই চতুর্থ শিল্প বিপবে নেতৃত্বে চলে আসবে বলে আশা করা যায়।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে চতুর্থ শিল্প বিপবের ভূমিকাঃ গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন তথ্যসূত্রে দেশের আপামর জনগণ সম্যক অবগত আছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসা চতুর্থ শিল্পবিপব অগ্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকার বহুমাত্রিক পরিকল্পনা-কর্মকৌশল গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুত' ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ৭ এপ্রিল ২০২২ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স'-এর তৃতীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ভিশন বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছেন।

স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ শব্দ গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব, যার মূল সারমর্ম হলো- দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকনোমি; অর্থাৎ, অর্থনীতির সব কার্যক্রম আমরা এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালনা করব। স্মার্ট গভর্নমেন্ট ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। সেটিও করে ফেলব। আর আমাদের গোটা সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিল্পায়নে সমৃদ্ধি

The APO Vision 2025

Ripon Saha
Research Officer
National Productivity Organisation (NPO)
Ministry of Industries

The Asian Productivity Organization (APO) is an intergovernmental organization established in 1961 to increase productivity in the Asia-Pacific region through mutual cooperation. The APO contributes to the sustainable socioeconomic development of the region through policy advisory services, acting as a think tank, and undertaking smart initiatives in the industry, agriculture, service, and public sectors. The APO is shaping the future of the region by assisting member economies in formulating national strategies for enhanced productivity and through a range of institutional capacity-building efforts, including research and centers of excellence in members. It is nonpolitical, nonprofit, and nondiscriminatory. The current membership is 21 economies, comprising Bangladesh, Cambodia, the Republic of China, Fiji, Hong Kong, India, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Japan, the Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, the Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkiye and Vietnam.

Background of Vision 2025:

The APO is in a unique position to spearhead strategies and programs to sustain productivity growth for long-term socioeconomic development. It has been playing this leadership role and providing support to its member countries to drive their productivity movement since its founding in 1961. As the third decade of the 21st century unfolds, the leadership role of the APO will become even more important.

Built upon Vision 2020 that has guided APO activities during 2016–2020, Vision 2025 is formulated to address the latest challenges confronting the region and individual member countries, meet new expectations, and guide the APO activities from 2021 to 2025. Vision 2025 is the outcome of collaborative efforts among APO members, spearheaded by a Steering Committee led by Thailand as APO Chair for 2019 and 2020. Two Technical Working Groups (TWGs) were formed to assist the Steering Committee: one involving selected eminent persons and productivity experts from member countries to deliberate on the strategic thrusts and strategies; and another involving experts to help develop the monitoring and evaluation (M&E) system for the plan. The Steering Committee and TWGs were supported by the APO Secretariat and two rapporteurs.

Prospects of Green Economy in Bangladesh

Suraiya Subrina
Research Officer
National Productivity Organisation (NPO)
Ministry Of Industries

The green economy is a term that refers to a way of living that is environmentally friendly and economically sustainable. It refers to practices and policies that promote green energy production, consumption, and waste reduction.

In 2008, the United Nations Environment Program started the Green Economy Initiative (GEI). The objective was to strengthen support for environment-friendly investments. One of the aims of the initiative was to increase support at the country level for global risk studies and influence policy-makers to implement green economy programs.

Generally, the financial sector of a country supports the economic growth of that country. So, if the activities of the financial industry are carried out with proper preparation and sincerity, the expansion of the green economy can be another development wonder in Bangladesh.

The population in Bangladesh is increasing day by day. And the use of technology in various stages of product production by various organizations is increasing to keep pace with the increased demand. Hence, the standard of cleanliness of the environment is decreasing. These eventually increase the unexpected costs related to health, loss of biodiversity, carbon emissions, irreparable damage to the ecosystem, surface temperature, climate change, heavy rainfall, non-rainfall, cold currents, etc.

To cope with these issues, the development of a green economy can bring solutions as well as of Green communication, green agriculture, green energy, green banking, green technology, green investment, green marketing, green industry, working environment, transportation, biogas, and geothermal energy all are directly related to a green economy. Opportunities for exploration within a natural and healthy natural environment.

However, Bangladesh is not yet ready to apply all of these to improve the green economy. It is a costly and slow process. But the country has some prospects in some sectors such as using solar energy, recycling the used product, green agriculture and using biogas.

Bangladesh can increase the use of solar energy. With the proper use of endless light and heat from the sun, we can create an environment-friendly country in the coming days through various effective measures. Fossil fuel reserves are not infinite, and they will be finished.But solar energy is derived from nature, a great gift of nature. Encouraging the principle of conservation of natural resources derived from nature ensures habitable earth for future generations.

Moreover, renewable energy can be derived from ocean waves, water, and wind without any negative environmental impact. Thus, renewable energy generation, supply, and technological excellence will create jobs as well as create an environmentally friendly modern country. The growth and expansion of green employment depend on ensuring abundant use of renewable energy.

Converting the environment and destroying waste into incredible energy resources will be the wealth of our future by processing the remaining unnecessary part of daily used products.

Because excessive use of fertilizers and pesticides in unplanned agricultural management creates dire conditions. Therefore, the idea of green agriculture is the right decision for the coming future. Using green fertilizer and chemical-free fertilizer helps retain land fertility and increase fertility simultaneously with greater quantity on less land. This system talks about all environmentally friendly production and production systems, including the use of organic fertilizers instead of chemical fertilizers, diversification of crops, and production of mixed crops. In this regard, encouraging the production and more use of biogas will lead the country toward risk-free environmental development.

The government has taken several important steps to take the green economy forward, which is very positive. But there are many challenges too.

Green factory installation costs can be up to 30% more than a conventional factory because pleasing production process, energy-efficient technology, water conservation technology, solar panel technology, inverter technology, and rainwater harvesting results in greater construction costs.

Moreover, industries need to utilize foreign consulting companies because of the absence of qualified professionals in the local area, which increases construction costs a lot. It, therefore, becomes quite hard to reach green economically.

Consumer behavior is additionally a tricky component in green industry development. The local consumers are poorly informed about the importance of going green. Demand for green products is from simply the western business world. As a result, only export-oriented enterprises are motivated to transition from green industries.

Land scarcity, a high-interest cost of loans, insufficient transportation options, insufficient infrastructure for utility services, and other problems can be obstacles to the establishment of green industries in Bangladesh.

The Bangladesh government has already taken several steps to go green. The Government has already approved the 'Renewable Energy Authority Act' in 2012. Coastal green belt development activities have been undertaken. Also, adopted a five-year waiver on the commercial production of renewable energy.

The Bangladesh government has also taken steps to set up solar power and biogas plants. The Clean Development Mechanism (CDM) project was launched in 2013 to make organic compost fertilizer from municipal waste. To reduce air pollution from brick kilns, instructions have been given to convert old brick kilns to modern eco-friendly technology.

Banks have now stopped lending to old brick kilns. A rapid expansion program has been undertaken to set up solar power and biogas plants. Environment courts have been set up in all districts. The government has already taken several steps to encourage farmers to use organic fertilizers. The country has already earned carbon credits by launching a project to produce bio-fertilizers from waste and use solar energy in some villages.

Bangladesh Bank has launched a refinancing program for entrepreneurs to produce green products. Between 2012 and 2016, Bangladesh Bank almost doubled its capital (from Tk 478 million to Tk 920 million) in refinancing green products. Sectors receiving the highest amount of loans under this initiative are eco-friendly brick kilns, renewable energy, and liquid waste management.

Moreover, Bangladesh Bank has prepared environmental and social risk management policies. Through this policy, green financing initiatives have been taken. The organization is also working on identifying the risks of financing entrepreneurs involved in the production of toxic carbon monoxide and turning them green.

Both economic growth and environmental conservation are essential for a country. There is no other way to establish a green economy in Bangladesh to make it suitable for living with development. As we are one of the most vulnerable countries to climate change and the environment, it is important to quickly solve the problems by implementing a green economy. Because sustainable development is not possible without a green economy.

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, উৎপাদনশীলতার অঙ্গীকার

The significance of standards, testing and certification in productivity.

Dr. Khorshed Alam
Assistant Director (Chemical)
BSTI, Cumilla

Standards, testing, and certification are crucial components and play a significant role in enhancing productivity in various industries and sectors. Their importance extends across a wide range of areas, including manufacturing, trade, consumer protection, safety, environmental conservation, and quality management ultimately leading to increased productivity. Here's an overview of the significance of standards, testing, and certification:

1. Ensuring Product Quality and Safety:

- Consumer Protection: Standards, testing, and certification assure consumers that products meet specified quality and safety requirements, reducing the risk of harm or subpar performance.
- Product Reliability: These processes help ensure that products perform reliably, reducing the likelihood of malfunctions, accidents, or product failures.

2. Quality Assurance:

- Product Quality: Testing and certification ensure that products meet defined quality standards. High-quality products are less likely to require rework or repairs, saving time and resources.
- Customer Satisfaction: Consistently delivering high-quality products and services enhances customer satisfaction and loyalty, leading to repeat business and positive word-of-mouth.

2. Facilitating International Trade:

- Harmonization: International standards and certification facilitate global trade by harmonizing technical specifications and quality requirements, reducing trade barriers.
- Market Access: Certification often serves as a passport to enter international markets by demonstrating compliance with internationally recognized standards.
- Global Competitiveness: Compliance with international standards enhances the competitiveness of products and services on the global stage.

3. Quality Management:

- Consistency: Standards help organizations maintain consistency in their products, services, and processes, leading to better quality control.
- Process Improvement: Certification in quality management systems, such as ISO 9001, promotes continuous improvement and operational efficiency.

4. Safety and Risk Mitigation:

Safety Standards: Standards and testing procedures are essential for industries that involve potential hazards, such as construction, transportation, and healthcare.

Risk Reduction: Rigorous testing and certification processes help identify and mitigate risks associated with products and processes.

5. Environmental Responsibility:

- Environmental Standards: Standards and certification play a critical role in environmental protection by promoting sustainable practices and responsible resource management.
- Eco-labeling: Certification schemes like ENERGY STAR and Fair Trade indicate environmental or ethical considerations to consumers.

6. Innovation and Technology Advancement:

- Research and Development: Standards and testing often drive research and development efforts, leading to technological advancements.
- Innovation Acceleration: Certification for innovative products encourages innovation by rewarding companies for pioneering new solutions.

7. Regulatory Compliance:

- Legal Requirements: Many industries are subject to regulatory mandates that necessitate adherence to specific standards and certification processes.
- Liability Mitigation: Compliance with standards can help organizations avoid legal liabilities in case of accidents or product defects.

8. Consumer Trust and Confidence:

- Brand Reputation: Organizations that adhere to high standards and obtain certifications often build trust with consumers, enhancing their reputation.
- Transparency: Certification provides consumers with transparent information about product quality, safety, and environmental impact.

In summary, standards, testing, and certification are fundamental tools for ensuring product quality, safety, and reliability, as well as for facilitating international trade, promoting sustainability, and protecting consumer interests. They contribute to the overall well-being of society by establishing benchmarks for excellence and safety across various industries.

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি,
স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি

Importance of Business Excellence Framework to Achieve Vision Smart Bangladesh

Md. Moniruzzaman
Research Officer
National Productivity Organisation
Ministry of Industries

An emerging economies country like Bangladesh, the 41st largest economy in the world, needs to accelerate its growth of development through increasing productivity in every sector to be more powerful in the world economy. According to the latest report of the Price Water House Coopers, Bangladesh will become the 23rd largest economy in the world by 2050. To make this goal happen, the implementation of Business Excellence Framework can play a vital role.

Business excellence framework that recognizes excellent organizational performance has emerged as an essential component of strategies to increase productivity and quality in many countries is also known as a prime contributor to productivity growth through its holistic approach that links enablers to results. The benefits of achieving business excellence in several fields have had a lot of impact on business management and results.

The term "Business Excellence" refers to the systematic use of management principles and tools in business management with the ultimate goal of improving performance and competitiveness. The framework consists of seven strategies namely leadership, planning, information, customer, people, process and results. The Business Excellence Framework model can be shown as follows:

Figure 1.1: BEF Model

In a BEF model, as shown in the above figure, commands from the driving sector of an organisation, that is leadership, go through a systematic process that consists of planning, information, customer, people and process. And after a successful operation in the system area, the expected result appears in time. The BEF model can also be shown differently as below:

Figure 1.2: BEF Cycle Chart

Actually, there are hundreds of tools and techniques that could be applied to BEF. With the introduction of new tools and techniques managers can help employees give their best, through clarifying improvement objectives, training, coaching, counseling, providing ongoing feedback, tracking progress, providing recognition and development. If the BE performance management system is set up as a development system with self-assessments at regular intervals to track progress, and communication has been well managed, then the implementation of new tools and techniques can be smooth and effective.

This Business Excellence Framework has been developed through extensive studies to assess and improve highest work practice and performance. Many countries have developed BEF for assessing and recognizing organizational performance. They also develop and embrace the business excellence framework to encourage the evolution of the products and services with high quality, which that the adoption of business excellence has had a positive impact on organizational practices and outcomes.

We are already in the era of Smart Bangladesh. To meet the upcoming challenges of Smart Bangladesh, it is high time for Bangladesh to initialize and adopt this business excellence framework to encourage high-quality products achievements and to be recognised internationally.

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে,
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মেলে

টেকসই উন্নয়নে মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) এর গুরুত্বঃ

মোঃ আকিবুল হক
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)।

ভূমিকা :

দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরও শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক, পরিবহন ও যোগাযোগ, আইসিটিসহ সকল সেক্টরেই উন্নতি সাধিত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহের মধ্যে সম্পদের অধিক অপচয়, অদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অন্যতম। মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদন ও সেবা প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটিয়ে টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম করা সম্ভব।

পটভূমিঃ

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) ১৯৮০ সালে জার্মানিতে আবির্ভাব হয় এবং পরবর্তীতে ২০০০ সালে জাপানে ব্যাপক সমাদৃত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এমএফসিএ অনুশীলন করা হচ্ছে। এমএফসিএ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রোডাকশন প্রসেসে অপচয় ও উৎপাদন এর পরিমাপ বিশ্লেষণ, এর আর্থিক ভ্যালু নির্ণয়পূর্বক অপচয় রোধ করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, পাশাপাশী মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। যা সম্পদের কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ সহযোগীতায় বিদেশী এক্সপার্ট দ্বারা ০২ (দুই)টি জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে এমএফসিএ প্রয়োগ করা হয়েছে।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং কি:

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) এমন একটি পদ্ধতি যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এক প্রসেস হতে অন্য প্রসেসে মেটেরিয়াল বা উপকরণের প্রবাহকে দৃশ্যমান করে অর্থাৎ উপকরণের কত অংশ উৎপাদন/চূড়ান্ত পণ্য এবং কত অংশ অপচয় তা নির্ধারন করে। পাশাপাশী এর আর্থিক ভ্যালু পরিমাপ করা হয়।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে উপকরণের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কোয়ানটিটি সেন্টারে ইনপুট ও আউটপুট ক্যালকুলেশন করা হয় এবং ইনপুট ও আউটপুট সবসময় সমান হয়, অর্থাৎ ইনপুট=আউটপুট, এক্ষেত্রে আউটপুট = পজেটিভ প্রোডাক্ট (উৎপাদন/চূড়ান্ত পণ্য)+ নেগেটিভ প্রোডাক্ট (অপচয়)।

মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং:

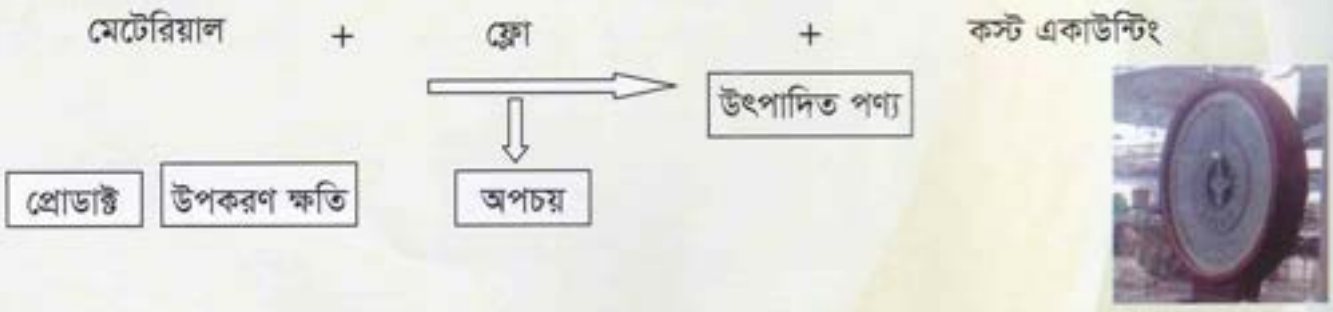

টেকসই উন্নয়নে এমএফসিএ:

প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় এমএফসিএ ব্যবস্থাপনার মত ইনপুট ও আউটপুট সবসময় সমান হয়, অর্থাৎ ইনপুট=আউটপুট (আউটপুট = পজেটিভ প্রোডাক্ট (উৎপাদন/চূড়ান্ত পণ্য) + নেগেটিভ প্রোডাক্ট (অপচয়) এভাবে বিশ্লেষণ করা হয় না। ফলে অপচয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং অধিক অপচয়ের কারণে পরিবেশের ভারসাম্যে বিপর্যয় ঘটে।

পক্ষান্তরে এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি কোয়ানটিটি সেন্টারে ইনপুট ও আউটপুট ক্যালকুলেশন করা হয় । এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় এবং অপচয় জনিত ব্যয় আলাদা ভাবে নির্ধারণ করা যায়। ফলে যেকোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদিত পণ্য এবং অপচয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া এবং অপচয়ের কারণ ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, অধিক গুণগতমান সম্পন্ন দ্রব্য প্রস্তুত এবং যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করতে সুবিধা হয়, পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় । একারণে প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্বের তুলনায় অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফলে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, ব্যবসায় বৈচিত্রকরণ ঘটে। অধিক কর্মসংস্থান সৃস্টি হয়। জিডিপি বৃদ্ধি পায়। আবার অপচয় রোধের মাধ্যমে সম্পদের কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ফলে উপকরণ ব্যবহারে উপর চাপ কম হওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পায়। কাজেই টেকসই উন্নয়নে এমএফসিএ অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এমএফসিএ বিশ্লেষণঃ

উদাহরণ-১: বস্তুগত দিক থেকে প্রচলিত এবং এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায়:

উদাহরণ-২: আর্থিক দিক থেকে-(ক) প্রচলিত ব্যবস্থাপনায়:

(খ) এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায়-

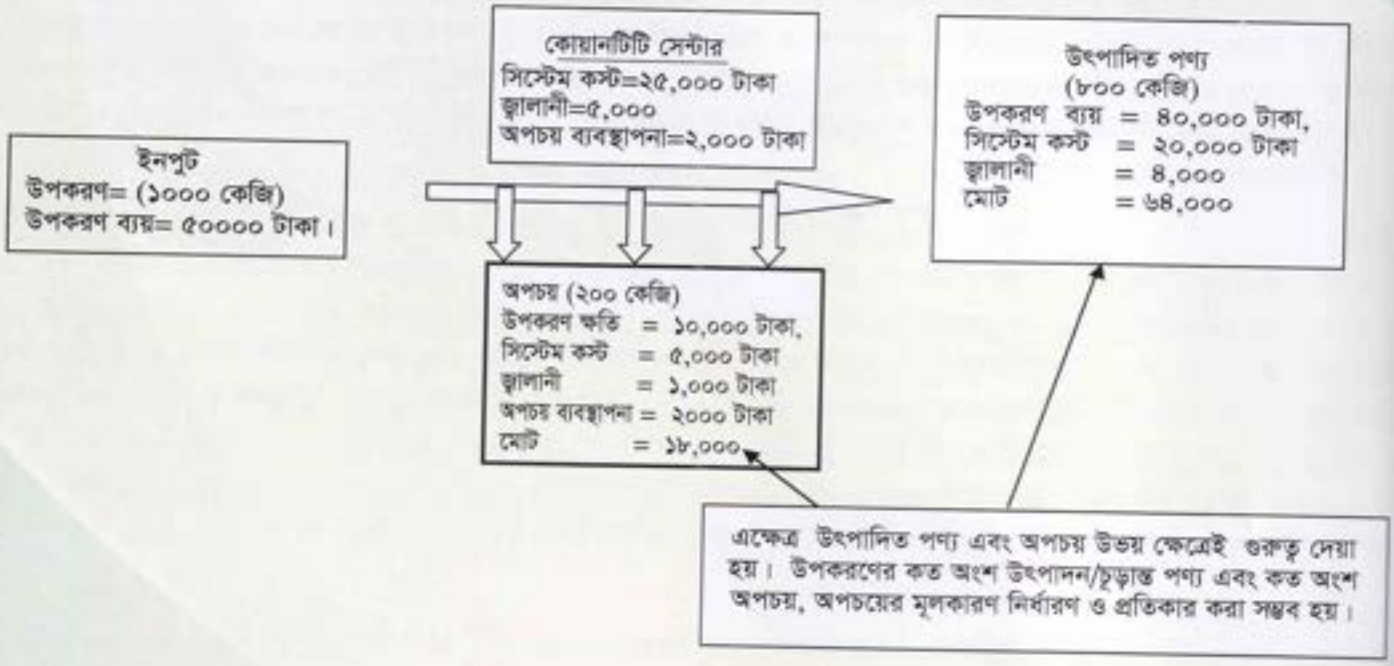

প্রচলিত ব্যবস্থাপনা এবং এমএফসিএ ব্যবস্থাপনা:

প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূল টার্গেট হচ্ছে কি পরিমাণ পণ্য তৈরি/প্রস্তুত করা হল । কিন্তু এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় মূল টার্গেট কি পরিমাণ পণ্য তৈরি/প্রস্তুত করা হচ্ছে তা নয়, বরং কত দক্ষতার সাথে উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া ।

তুলনামূলক লাভ ও ক্ষতি বিশ্লেষণ-১:

(টাকায়)

এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি		প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি	
বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০	বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০
উৎপাদন ব্যয়	৩,০০০,০০০.০০	উৎপাদন ব্যয়	৪,৫০০,০০০.০০
অপচয়জনিত ব্যয় (ক্ষতি)	১,৫০০,০০০.০০	অপচয়জনিত উপকরণ (ক্ষতি) ব্যয়	প্রযোজ্য নয়।
মোট প্রফিট	১০,৫০০,০০০.০০	মোট মুনাফা	১০,৫০০,০০০.০০
বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০	বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০
অপারেটিং প্রফিট	২,৫০০,০০০.০০	অপারেটিং প্রফিট	২,৫০০,০০০.০০

তুলনামূলক লাভ ও ক্ষতি বিশ্লেষণ-২:

(টাকায়)

এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি		প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় লাভ ও ক্ষতি	
বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০	বিক্রয়	১৫,০০০,০০০.০০
উৎপাদন ব্যয়	৩,০০০,০০০.০০	উৎপাদন ব্যয়	৪,৫০০,০০০.০০
অপচয়জনিত উপকরণ (ক্ষতি) ব্যয়	১,০০০,০০০.০০	১। এমএফসিএ এনালাইসিস ও প্রয়োগ ২। অপচয় রোধ।	
মোট প্রফিট	১০,৫০০,০০০.০০	মোট মুনাফা	১০,৫০০,০০০.০০
বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০	বিক্রয়, সাধারন ও প্রশাসনিক ব্যয়	৮,০০০,০০০.০০
অপারেটিং প্রফিট	৩,০০০,০০০.০০	অপারেটিং প্রফিট	২,৫০০,০০০.০০

তুলনামূলক লাভ ও ক্ষতি বিশ্লেষণ-১ ও ২ হতে দেখা যায় যে, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় (অপচয়সহ) এবং অপারেটিং প্রফিট অপরিবর্তিত থাকে । কিন্তু এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে, তবে অপচয় জনিত ব্যয় পরিবর্তিত হয়, বিশ্লেষণ-১ এর চেয়ে বিশ্লেষণ-২ এ দেখা যায় অপচয় জনিত ব্যয় হ্রাস পেয়ে ১,৫০০,০০০ টাকা হতে ১,০০০,০০০ টাকা হয় অর্থাৎ অপচয় জনিত ব্যয় ৫০০,০০০ টাকা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। ফলে অপারেটিং প্রফিট বিশ্লেষণ-১ এর চেয়ে বিশ্লেষণ-২ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৫০০,০০০ হতে ৩,০০০,০০০ টাকা হয়।

প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় অপচয়জনিত উপকরণ (ক্ষতি) ব্যয় আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হয় না এবং এই ব্যয় সরাসরি উৎপাদন ব্যয়/ চূড়ান্ত দ্রব্য ব্যয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অপচয়জনিত ব্যয়ের প্রভাব সহজে পরিলক্ষিত হয় না । অপরদিকে এমএফসিএ ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন ব্যয় ও অপচয় জনিত ব্যয় আলাদাভাবে নির্ধারিত হয় এবং অপচয়ের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক তা রোধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অপচয় জনিত ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং সময়মত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় । ক্রেতা, ভোক্তা, ব্যবসায়ী সমাজ সর্বোপরি দেশের সকলেই এর সুফল ভোগ করতে পারে।

উপকারিতা:

- সম্পদের অপচয়ের পরিমাণ ও মূল্য সহজেই দৃশ্যমান হয় যা প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় হয় না;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয় ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়;
- মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃস্টি হয়;
- বেতন ও মজুরী বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ।
- জিডিপি বৃদ্ধি পায়;
- জীবন যাত্রারমান উন্নত হয়;
- অপচয় রোধের ফলে উপকরণের উপর চাপ কম পরে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।

পরিশেষে, মুদ্রাস্ফীতি এবং অপচয়জনিত ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে । উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছে। ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, গুণগতমান পণ্য তৈরি ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবাইকে আরও আন্তরিক ও সচেতন হতে হবে।

উৎপাদনশীলতা করলে বৃদ্ধি,
দেশের হবে সমৃদ্ধি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদেরকে আনুষ্ঠানিক (Formal) সেক্টরে আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন

নাহিদা সুলতানা রত্না
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ জনসংখ্যা সুবিধা ভোগ করে চলছে। এখন দেশে কর্মক্ষম মানুষের তুলনায় নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কম। এই কর্মক্ষম যুবসমাজের অর্ধেকই নারী। বিশাল কর্মক্ষম নারীসমাজের অধিকাংশই গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজে সময় ব্যয় করছেন। নারীদের নিজ ঘরের সেবামূলক কাজের বিষয় খুব একটা আলোচনায় আসে না। বাংলাদেশে নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করবেন, এটা সামাজিকভাবে এখনও কাঙ্খিত নয়। অনেকের কাছে চাওয়া যে নারীরা ঘরে পরিবারের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবেন। এ কারণে ৮০ শতাংশ শিক্ষিত নারী প্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত হতে চাইলেও তাদের ঘরে কাজ করতে হচ্ছে-বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সম্মেলনে-২০২২ 'দক্ষিণ এশিয়ার নারীর কাজ' শীর্ষক শিরোনামে এই তথ্য উঠে আসে। অসমতাভিত্তিক এই সমাজে স্বল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত নারীর তুলনায় বাংলাদেশে মাঝারি মানের শিক্ষা অর্জন করা নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে রয়েছে। সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের অন্যতম উপায় হলো নারী-পুরুষের কাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। এজন্য নারীদের অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ধারাকে গতিশীল রাখতে তাদের ঘরের কাজের স্বীকৃতির প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলের নারীরা সাংসারিক কাজের পাশাপাশি রান্না করা, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা, শিশুর যত্ন ও বয়স্কদের সেবা, কাপড় ধোয়া, খাবার পানি ও জ্বালানি সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া ওই কাজের পাশাপাশি গবাদিপশু পালন ও কৃষিকাজে পুরুষদের নানাভাবে সহায়তা করে থাকেন। বিশেষ করে, গরু ও লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করা, ধান মাড়াই করা ইত্যাদি। ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে একটি শিশুর দেখভালে একেকটি পরিবারকে মাসে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু মা যখন তার শিশুকে দেখভাল করেন এজন্য কোনো অর্থ পান না। গৃহস্থালির এমন অনেক কাজ আছে, যা নারীরা করে থাকেন বিনা পারিশ্রমিকে। এই কাজগুলো নারীদের জন্য সবচেয়ে শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। এই ধরনের পারিশ্রমিক ছাড়া কাজের আর্থিক মূল্য কত? একটি পরিবারের ও দেশের অর্থনীতিতে তা কতটা অবদান রাখে? বিরাট এই কর্মের স্বীকৃতি নেই জাতীয় অর্থনীতিতেও। ফলে গৃহে নারীর কাজের তেমন গুরুত্ব পায় না পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রে। বেশিরভাগ নারী আয়মূলক কাজের থেকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই সেবামূলক কাজে ব্যয় করেন। এজন্যই নারীদের গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজকে 'সামাজিক সম্পদ' হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের নারীরা যদি পিছিয়ে থাকেন, তাহলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব না।

বাংলাদেশে নারীরা জনসংখ্যার অর্ধেক হলেও বর্তমানে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৩৭.৬৯ শতাংশ যেখানে পুরুষদের ৮০.৬০ শতাংশ (২০২২ সালের লেবার ফোর্স সার্ভের রিপোর্ট অনুসারে)। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য আনুষ্ঠানিক শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে কিন্তু বিশাল লিঙ্গ বৈষম্য অব্যাহত রয়েছে। নারীরা গ্রামীণ এলাকায় অবৈতনিক পারিবারিক ব্যবসার পাশাপাশি অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী এবং দিনমজুর হিসাবে ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। মানের দিক থেকে, মহিলারা বেশিরভাগই কম বেতনের, কম-উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে জড়িত এবং ২০২০ সালের শ্রম সমীক্ষা অনুসারে নারী শ্রমের প্রায় ৯০ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নিযুক্ত। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, যদিও পুরুষরা যা উপার্জন করে তার প্রায় ৯৪ শতাংশ মহিলারা উপার্জন করেন, তবে এটি সেক্টরভিত্তিক পরিবর্তিত হয়। অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণে গড়পড়তা পুরুষদের তুলনায় নারীদের আয় আংশিকভাবে কম। অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কারণ অনেকেরই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেই যা তাদের আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সুযোগগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম করবে। ফলস্বরূপ নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সর্বোত্তম সম্ভাবনা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় এবং সমাজে প্রাপ্য প্রশংসা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এই ধরনের নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিই তাদের দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার করতে সক্ষম করে। নিঃসন্দেহে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সুবিধাবঞ্চিত নারী যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব কম বা নেই তাদেরকে জ্ঞান এবং দক্ষতা

দিতে পারে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতের নারীর বৃহৎ অংশকে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সম্পদে রূপান্তর করতে পারে। শহুরে এবং গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সু-সমন্বিত অংশীদারিত্ব কার্যকরভাবে নারীর অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক পেশায় রূপান্তরিত করতে পারে। নারীকে ক্ষমতায়িত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি, পরিবারের সহায়তা এবং সমাজের ইতিবাচক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

পরিবারের অধিকাংশ কাজই নারীকে করতে হয়। বলা চলে শতভাগই নারীরাই করে থাকেন। সন্তান লালন-পালন থেকে শুরু করে সবার দেখভাল পর্যন্ত নারীকে করতে হয়। কিন্তু দিনশেষে নারীর কাজের কোনোই মূল্যায়ন নেই। গৃহস্থালির কাজে নারী কোনোদিন অর্থমূল্য পায় না। এমনকি নারীরা তা আশাও করেন না। কিন্তু যা আশা করেন তা হচ্ছে মানসিক সাপোর্ট। কাজের স্বীকৃতি। তবু এ সমাজে অধিকাংশ পুরুষই নারীর কর্মকে কাজের মধ্যেই ধরেন না। এমনকি নানা অনুযোগ-অভিযোগে কান ভারী করে তোলে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজও নারীর কাজের কোনোই মূল্যায়ন নেই। নারীকে তার যোগ্য সম্মান ও মূল্যায়ন কোনটাই করা হয় না। বরং নারীর ওপর অভিযোগ ছুড়ে দেওয়া হয় ঘরে বসে সারাদিন করেটা কী! নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে একজন নারী তার পরিবারের জন্য সবটা বিসর্জন দেন। আমাদের সমাজে এমন অনেক মায়ের দেখা মিলবে যারা শুধু সন্তানের জন্য নিজের চাকরি ছেড়ে ঘরে বাচ্চা ও পরিবারকে সময় দেন। কিন্তু সেই নারীরাও তার মূল্যায়ন পান না। পরিবারের কেউই তার সেক্রিফাইজের জায়গাটা বোঝেন না। বোঝার কিঞ্চিৎ চেষ্টাও করেন না অধিকাংশ সময়। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন না থাকায় নারী প্রচুর কাজ করেও অবহেলিত অন্যদিকে আমাদের মোট জাতীয় আয়েও এর কোনো প্রতিফলন নেই। এমনকি নারীদেরও বড় একটা অংশ মনে করেন যে, এটা তাঁদের স্বাভাবিক কাজ তাই এটা তো তাঁদের করতেই হবে এটার আবার মূল্যায়ন কী? তাঁরা অনেকেই তাঁদের এই সময় এবং পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজের মূল্যায়ন নিয়ে সচেতন না।

জাতীয় আয়তে নারীর সেবামূলক কাজের মূল্য অন্তর্ভুক্ত না হলেও নারীর উৎপাদিত একটি পণ্য বাজারে বিক্রি হলে সে অর্থ পারিবারিক আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সেই পণ্য যদি বাড়তিতে রান্না করে খাওয়া হয় অথবা পরিবারে কেউ ব্যবহার করেন তাহলে সেটা জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না। 'টাইম ইউজ' পদ্ধতি ব্যবহার করলে নারীর অবদান জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজের এই স্বীকৃতি মিললে নারীর প্রতি সমাজ ও পরিবারে সম্মান বাড়ার পাশাপাশি বঞ্চনা কমবে। নারীদের গৃহস্থালি ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আসবে।

Push for Productivity, Go for Quality

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে লীন (Lean) ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা

সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়

লীন (Lean) : লীন (Lean) শব্দের অর্থ হলো লিকলিকে বা চিকণ। ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমে লীন শব্দের ব্যবহার এসেছে মূলত এর শব্দ গত অর্থ থেকেই। "লীন ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন না কমিয়ে সৃষ্টি সমুহ রোধ করা যায়"। অপচয় বলতে বুঝায় এমন কোন বস্তু/ সেবা পদ্ধতি যা উৎপাদনের জন্য জরুরি/উৎপাদনের সময় তৈরি হয় কিন্তু ক্রেতা সেই জিনিসের জন্য কোন মূল্য দেয় না। লীনের ভাষায় অপচয় মূলত তিন ধরনের হয়। (১) "মুদা-Waste-অপচয়", (২) "মুড়ি-Over Burden-অতিরিক্ত কাজ", (৩) "মুড়া-Unevenness- অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া/কাজ"

লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ইতিহাস: ১৮৯৪ সালে সাকিচি টয়োডা নিজস্ব প্রচলিত তাঁতের অধিক কার্যকর তাঁত উদ্ভাবন করেন। তিনি ১৯১৮ সালে স্পিনিং ও উইভিং কোম্পানি চালু করেন। পরবর্তীতে তাকে জাপানের 'বিনিয়োগের রাজা (Japan's king of Investor) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সাকিচি টয়োডা ১৯২৬ সালে ভুল সংশোধক স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে তাঁতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁত বুননে অপচয় কমাতে সক্ষম হন। ১৯২৯ সালে সাকিচির ভুল সংশোধক তাঁতের (সুতা ছিঁড়ে গেলে মেশিন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়) পেটেন্ট তার ছেলে কিচিরো টয়োডার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে বিক্রি করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে টয়োডা ব্যবসার উন্নতির জন্য অটোমোবাইল ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোটরগাড়ির পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে টয়োডা মোটর কোম্পানি করেন। ১৯৫০ সালের শুরু থেকে বিশেষায়িত পণ্যের (customizes) চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমে যেতে থাকে ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু টয়োডা ভাবল খরচ যদি কমানো যায় তাহলে কম মূল্য পণ্য বিক্রি করে সমান লাভ করা যাবে। তাই তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা খরচ অর্থাৎ অপচয় কমানোর দিকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। ফলে ইউরোপ, আমেরিকার অনেক কোম্পানি টয়োডার কাছে ধাক্কা খাচ্ছিল এবং মার্কেট শেয়ার হারাতে শুরু করেছিল। এই সময় মার্কেটে টিকে থাকার জন্য পুরাতন ব্যাচ পদ্ধতি বাদ দিয়ে জাস্ট ইন টাইম (JIT) মানুফ্যাকচারিং জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯০ জেমস ওমেকের "The Machine That Change The World" বা "যে যন্ত্র পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে" বইয়ে প্রথম লীন মানুফ্যাকচারিং শব্দটি ব্যবহার করেন। তাইচি ওহনো (Taiichi Ohno) টয়োটার উৎপাদন পদ্ধতিতে যে সমস্ত Tool & Technique প্রয়োগ করেছিল তা টয়োটা উৎপাদন পদ্ধতি (Toyota Production System) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে তা লীন ম্যানুফ্যাকচারিং নামে পরিচিতি লাভ করে। তাইচি ওহনো (Taiichi Ohno)- কেই Lean Manufacturing-এর জনক বলা হয়।

লীনের উদ্দেশ্যঃ লীনের অসংখ্য উদ্দেশ্য নেট ঘাটাঘাটি করলে পাওয়া যাবে তবে মনে রাখতে হবে লীন নির্দিষ্ট কোন টুলস/ টেকনিক্স নয়। লীন হচ্ছে " a set of tools/ techniques " যা উপরে বর্নিত পাচঁটি মুলনীতি কে satisfy করে এবং যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপরে বর্নিত অপচয় সহ জানা-অজানা সকল প্রকার অপচয় রোধ করে এবং এর মাধ্যমে খরচ কমায়।

লীনের প্রধান উদ্দেশ্য হল:

- শ্রম সহ খরচ হ্রাস;
- পণ্য তৈরিতে সময় কমানো;
- উৎপাদন এবং স্টোরেজ এলাকা হ্রাস;
- গ্রাহকের কাছে পণ্য সরবরাহের গ্যারান্টি;
- একটি নির্দিষ্ট মূল্যে সর্বোচ্চ মানের বা একটি নির্দিষ্ট মানের সর্বনিম্ন খরচে।

প্রচলিত ব্যবসাঃ

লীন ম্যানুফ্যাকচারিং ঃ

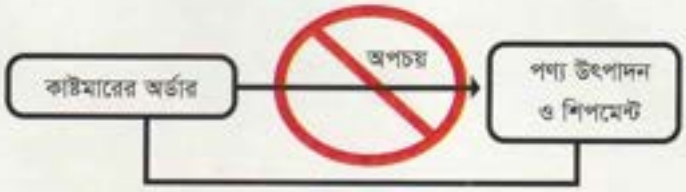

লীনের প্রারম্ভিক বিন্দু হল গ্রাহক মূল্য। ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হচ্ছে লীনের প্রধান লক্ষ্যে। লীনের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে waste দূর প্রক্রিয়া, যাকে জাপানি ভাষায় মুডা অপসারণ বলে। মুডা অর্থ অপচয়, অর্থাৎ যে কোন কার্যকলাপ যা সম্পদ গ্রাস করে কিন্তু মূল্য তৈরি করে না। উদাহরণস্বরূপ, ভোক্তার সমাপ্ত পণ্য বা তার যন্ত্রাংশ মোটেই গুদামে থাকার প্রয়োজন নেই। লীন মানুফ্যাকচারিং এ কোন পণ্য বা সেবার মূল্যে /value ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ধারিত হয়। কত কঠোর পরিশ্রম করে বা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা তৈরি হল তা ক্রেতার বিবেচনার বিষয় নয়। ক্রেতার বিবেচনার বিষয় হচ্ছে ঐ পণ্য বা সেবা তার চাহিদা কতটুকু পূরণ করছে।প্রসেস এ কোয়ালিটি ডিফেক্ট সারানোর জন্য বা ফ্যাক্টরির অতিরিক্ত মাথাপিছু খরচের জন্য ক্রেতাকে কোন মূল্য পরিশোধ করে না। তাদের চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে, তারা পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে।

একটি এন্টারপ্রাইজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে দুই ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় যেমন (১) যে ক্রিয়াকলাপ এবং প্রক্রিয়াগুলি ভোক্তার জন্য মূল্য যোগ করে এবং (২) যে অপারেশন ও প্রক্রিয়াগুলি ভোক্তার জন্য কোন মূল্য যোগ করে না। অতএব, এমন কিছু যা ভোক্তার কাছে দুর্বল দৃষ্টকোণ থেকে মূল্য যোগ করে না তাই Waste হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং অবশ্যই Waste নির্মূল করতে হবে।

লীন এ waste হচ্ছে সেই সব কাজ যা কোন মূল্য যোগ করে না, কিন্তু খরচ বাড়ায়। টয়োটা প্রোডাকশন সিস্টেমে নিম্নে উল্লেখিত ০৮ ধরনের অপচয়ের কথা বলা হয়েছে তা যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য মারাত্মক অপচয়।

১. অতিরিক্ত উৎপাদন (Over Production):
২. অতিরিক্ত মজুদ (Inventor):
৩. ত্রুটি (Rework/Defects):
৪. অপ্রয়োজনীয় পরিবহন (Transportation) :
৫. অযথা প্রক্রিয়াকরণ (Over processing) :
৬. অপেক্ষা করা (Waiting) :
৭. গতি (Motion)
৮. কর্মচারীদের অব্যবহৃত সৃজনশীলতা (Unused employee Creativity/Talent) :

লীন সিস্টেমের ইতিহাস টয়োটা দিয়ে শুরু হয়েছিল। টয়োটার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাকিচি টয়োদা বিশ্বাস করতেন যে, উৎপাদন উন্নতির কোন সীমা নেই এবং বাজারে কোম্পানির অবস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলকতা যাই হোক না কেন, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া এবং সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নত করা প্রয়োজন। টয়োটা'র এই দর্শনের ফলাফল হল "ক্রমাগত উন্নতি" বা কাইজেন কৌশল। সাকিচির ছেলে কিচিরো টয়োদা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমেরিকান অটো জায়ান্টদের (যেমন ফোর্ড) সাথে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য তাকে অস্বাভাবিক কিছু করতে হবে। শুরুতে, তিনি তার কারখানায় "ঠিক সময়ে" (টোগো এবং ওয়ার্টম্যান) ধারণাটি চালু করেছিলেন, যার অর্থ গাড়ির যে কোনও অংশ প্রয়োজনের চেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি করতে হবে। এ পদ্ধতিতে জাপানিরা আরও সময় এবং সম্পদ বাঁচিয়েছিল। "কাইজেন" এবং "টোগো এবং ওয়ার্টম্যান" পদ্ধতিগুলি টয়োডা পরিবারের উৎপাদন দর্শনের মেরুদন্ড হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে টয়োডা, উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত করার জন্য "কানবান" কার্ড - "ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং" চালু করে। টয়োটা বিশ বছর

ধরে তার শিল্প মানের দর্শন অনুসরণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে তার সরবরাহকারীরাও। টয়োটার সবচেয়ে জনপ্রিয় লীন উৎপাদন সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলো হল:

১. মান প্রবাহ ম্যাপিং (VSM)
২. টানা লাইন উৎপাদন (Pull line production.)
৩. কানবান (KANBAN)
৪. কাইজেন (ক্রমাগত উন্নতি)।
৫. 5S
৬. GEMBA
৭. 4M
৮. 7Waste
৯. JIT সিস্টেম (জাস্ট-ইন-টাইম-ঠিক সময়ে)।
১০. টিপিএম সিস্টেম।
১১. ভিজ্যুয়ালাইজেশন।
১২. U- আকৃতির কোষ।

আমাদের লীন যাত্রা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আমাদেরকে একটি অনন্য এবং অসাধারণ উপায়ে প্রস্তুত করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা যে সরঞ্জাম এবং নিত্য নতুন প্রযুক্তি পেয়েছি তা লীন নীতির সাথে পুরোপুরি একীভূত হবে কারণ সেগুলি মূলত একই। ফলে একদিকে যেমন অপচয় কমার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ কমে যাবে এবং অন্য দিকে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে। সর্বোপরি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই বিনির্মাণ করবে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ।

উৎপাদনশীলতায় গড়ি দেশ, সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ

Cultivating Productivity and SMART Goals for Sustainable Development in Bangladesh

Abdullah Al Zobair
Research Officer
National Productivity Organisation (NPO)

This article delves into the multifaceted relationship between productivity enhancement and the strategic deployment of SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) goals as a catalyst for fostering sustainable economic growth and societal development in Bangladesh. The nation's burgeoning economy, coupled with its evolving socioeconomic landscape, necessitates a scholarly examination of these dynamics to outline the path to a more prosperous and inclusive future.

Bangladesh's progress as a burgeoning economy is both noteworthy and promising. However, to harness its full potential, the nation must embrace productivity as a central tenet of its development paradigm. This entails a comprehensive and strategic approach rooted in the principles of SMART goals.

1. Economic Growth and Competitiveness
Productivity stands as a fundamental driver of economic growth and competitiveness. Specific SMART goals for key industries, when backed by precise metrics, attainable targets, and relevance to national objectives, serve as cornerstones for enhancing Bangladesh's competitive edge on the global stage.

2. Poverty Alleviation and Inclusive Growth
A SMART approach to poverty alleviation integrates specific, measurable, and time-bound goals, ensuring the equitable distribution of economic benefits among marginalized populations. It also recognizes the role of achievable micro-enterprise support and skills development in achieving inclusive growth.

3. Education and Human Capital Development
Human capital development is paramount in sustaining economic growth. SMART objectives in education, encompassing specific skill enhancement, measurable learning outcomes, and time-bound targets, underpin the nation's pursuit of an adaptable, knowledge-driven workforce.

4. Infrastructure Development
Efficient infrastructure development, when guided by SMART principles, enhances the nation's connectivity, lowers operational costs, and attracts foreign investments. Aligning these goals with national priorities ensures their relevance and attainability.

5. Sustainable Agriculture and Food Security
Sustainable agriculture objectives must adhere to SMART criteria to optimize productivity, diversify crops, and ensure food security. This strategic approach mitigates the risks of food scarcity, aligning with national development agendas.

6. Climate Resilience and Environmental Sustainability
In Bangladesh, climate resilience assumes critical significance. SMART strategies for adaptation and mitigation, grounded in specific objectives and measurable targets, are pivotal for protecting vulnerable communities and safeguarding natural resources.

7. Innovation and Technology Advancement
Innovation-driven productivity gains necessitate SMART policies that prioritize research and development, technology adoption, and entrepreneurial endeavors. This approach fosters economic diversification and resilience.

8. Healthcare and Public Welfare
Quality healthcare, supported by SMART goals for accessibility and disease management, is pivotal for societal well-being. A measurable and time-bound framework ensures that healthcare services align with national development objectives.

9. International Collaboration and Trade
Strategic international trade partnerships, guided by SMART criteria, facilitate market access, technology transfer, and foreign direct investment. Such collaborations amplify economic growth and global competitiveness.

10. Disaster Preparedness and Crisis Management
SMART disaster preparedness plans, founded on specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound goals, are instrumental in minimizing human suffering and economic losses during crises. They are indispensable for a swift recovery.

In conclusion, Bangladesh's evolution into a sustainable and thriving economy is contingent upon the systematic integration of productivity enhancement and SMART goal formulation across sectors. Such an academic and strategic approach is essential to unlock Bangladesh's vast potential and ensure its trajectory toward sustainable economic development and societal well being. The nation's commitment to these principles offers a blueprint for academic exploration and strategic implementation in the contemporary landscape of global development.

Be Productive,
Think Productive

Productivity for Sustainable Development at Industry Level in Bangladesh

Hasan Ul Banna
Statistical Investigator, NPO

Productivity plays a crucial role in driving sustainable development, especially at the industry level. In Bangladesh, a developing country with a growing economy, enhancing productivity in industries is unavoidable for achieving sustainable development goals. In this aspect, National Productivity Organisation (NPO), the only organisation in Bangladesh which is working for productivity improvement countrywide, making it familiar and practicable to everyone, and playing the vital role in accelerating productivity at industry level. This article explores the importance of productivity for sustainable development in Bangladesh's industries and highlights key strategies to foster productivity growth.

1. Understanding Productivity:

Productivity refers to the efficiency and effectiveness with which resources are utilized to produce goods and services at maximum level. It measures the output generated per unit of input, such as labor, capital, and technology. Improving productivity is essential for economic growth, job creation, and overall development.

2. Importance of Productivity for Sustainable Development:

Enhancing productivity in industries has several benefits for sustainable development in Bangladesh:

a. Economic Growth: Increased productivity leads to higher output, which contributes to economic growth. This, in turn, creates more employment opportunities and improves living standards.

b. Competitiveness: Improved productivity enhances the competitiveness of industries both domestically and internationally. It enables businesses to produce high-quality goods at competitive prices, attracting investment and fostering export growth.

c. Resource Efficiency: Productivity improvements often go hand in hand with resource efficiency. By optimizing resource utilization, industries can minimize waste, reduce environmental impact, and promote sustainable practices.

d. Innovation and Technology Adoption: Productivity growth often requires businesses to embrace innovation and adopt advanced technologies. This leads to the development and diffusion of new knowledge and skills, driving sustainable technological progress.

3. **Strategies for Enhancing Productivity in Industries:**

To promote productivity for sustainable development in Bangladesh's industries, the following strategies can be employed:

a. Investment in Human Capital: Enhancing the skills and knowledge of the workforce through training and education programs can significantly boost productivity. This involves providing accessible and quality education, vocational training, and lifelong learning opportunities.

b. Infrastructure Development: Improving physical infrastructure, such as road networks, power supply, and logistics, can reduce transportation costs, enhance connectivity, and facilitate smooth operations for industries.

c. Access to Finance: Ensuring adequate access to finance, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), can support investment in modern technologies, machinery, and equipment, thereby increasing productivity levels.

d. Research and Development (R&D): Encouraging R&D activities and fostering innovation ecosystems can lead to the development of new products, processes, and technologies, giving industries a competitive edge.

e. Regulatory Reforms: Implementing business-friendly regulations, simplifying administrative procedures, and reducing bureaucratic hurdles can improve the ease of doing business, encouraging investment and productivity growth.

In a nutshell it can be said, Productivity is a key driver of sustainable development at the industry level in Bangladesh. By focusing on enhancing productivity through investment in human capital, infrastructure development, access to finance, R&D, and regulatory reforms, Bangladesh can create a conducive environment for industries to thrive. This, in turn, will contribute to economic growth, job creation, resource efficiency, and overall sustainable development in the country. We all have to keep in mind that, sustainable development requires a holistic approach, and productivity improvement is an integral part of the journey towards a prosperous and environmentally conscious future.

Be Productive, Think Productive

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এনপিও'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি/বেসরকারি শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল, কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন, অপচয় রোধের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ, কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনা, কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা ও সবুজ উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক শিরোনামে বিভিন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিভিন্ন শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে ১৭৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সেক্টর	রসায়ন ও ট্যানারী	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	প্রকৌশল	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	ক্ষুদ্র ও কুটির	চিনি ও খাদ্য	বস্ত্র ও আইটি	কৃষি	পাট	পরিবহন, যোগাযোগ ও পর্যটন
প্রশিক্ষণের সংখ্যা	১১	১	৯	৪	৫	৩	৪	৬	৫	২
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৪৫৮	৩০	২৭২	১৬০	১৩৫	৯১	১৬০	২৪৫	১২৬	৭২

সেক্টরভিত্তিক প্রশিক্ষণ

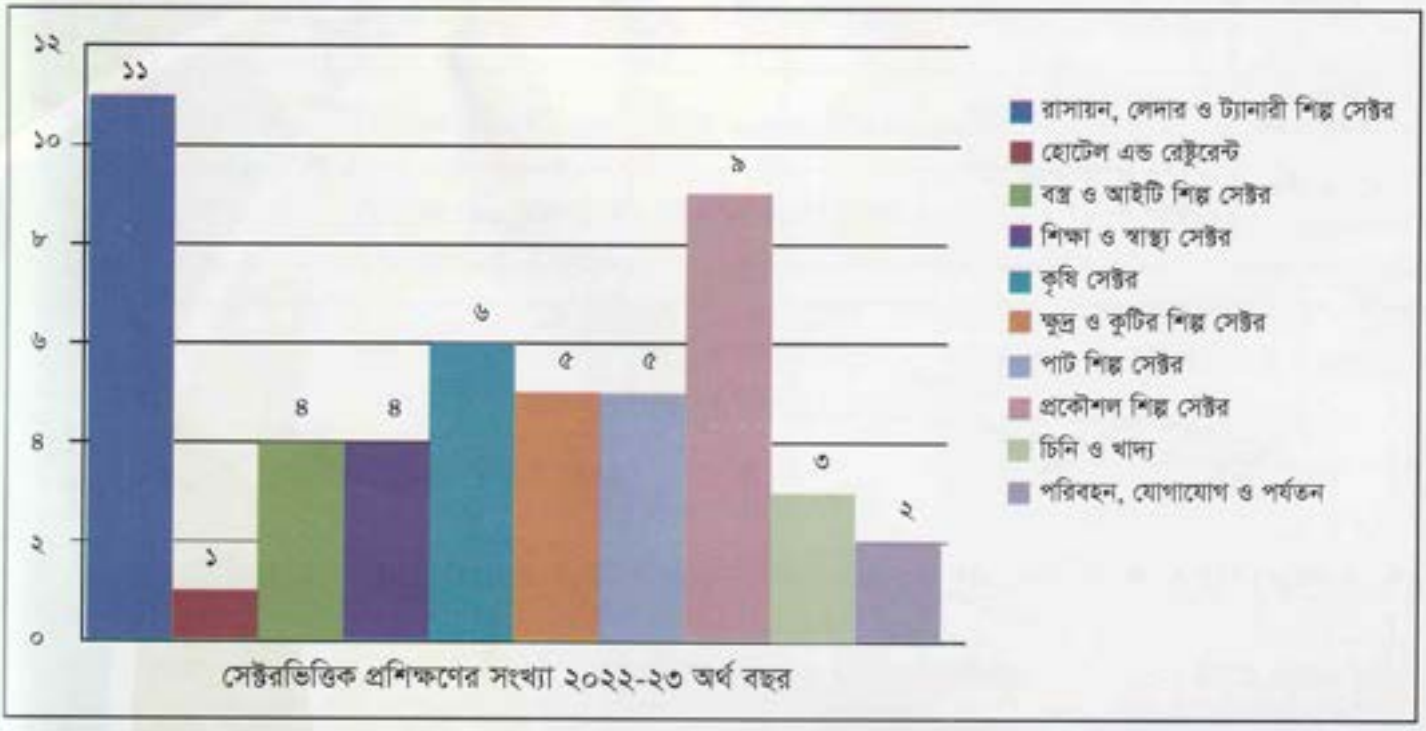

সেক্টরভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংখ্যা ২০২২-২৩ অর্থ বছর

২০১৫-১৬ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের মহাসড়কে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এই যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/ সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহিত জনকল্যাণমূখী বিভিন্ন কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বিগত ০৮ বছরে শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪৩৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১৪৫৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

কর্মকান্ড	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	৩৭	৫৩	৫৭	৬১	৪৯	৫৮	৭০	৫০
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১৫৭৭ জন	১৭৬২ জন	১৮৪১ জন	১৮২৫ জন	১৬৯৪জন	১৯৮৭ জন	২১১৩ জন	১৭৪৯জন

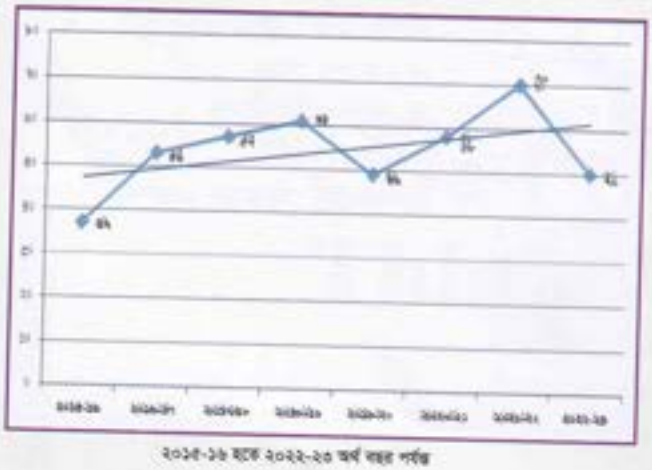

২০১৫-১৬ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত

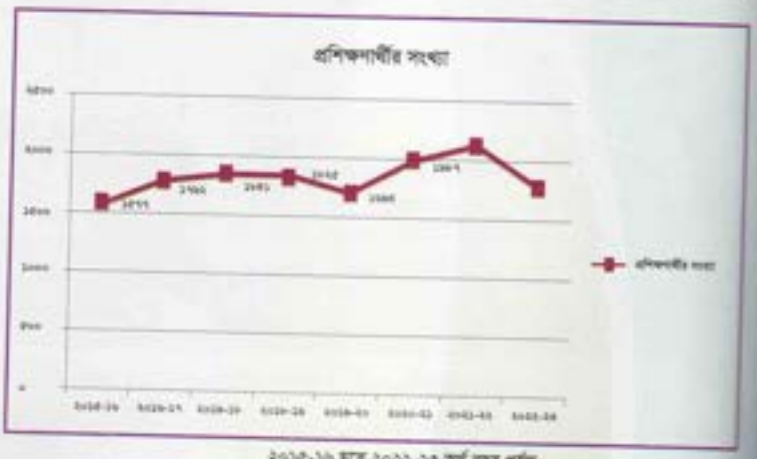

২০১৫-১৬ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত

এনপিও এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ভূমিকা: আমরা সকলেই অবগত আছি, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি দপ্তর। দপ্তরটি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধর জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা পরিচালনা; কনসালটেন্সি সেবা প্রদান; দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন; শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান; এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাংলাদেশে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন; বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাষ্টার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে।

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য অন্যতম পথ হলো অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতার কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রকল্পের পটভূমি:

যে কোন দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। উৎপাদনশীলতা বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির দ্বাদশতম সভায় এনপিওকে দক্ষ পেশাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় সরকারের রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি পিপিপির আলোকে বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট এনপিও'র পেশাজীবি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহন করা হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০১.৯৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০২০ খ্রি: হতে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনিয়র কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করায় এ দপ্তরের দক্ষ জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। দক্ষ জনবল ও জনবলের স্বল্পতার কারণে স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আলোচ্য প্রকল্পে জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স (টিওটি) প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টিওটি হতে আহরিত জ্ঞান দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবা সেক্টরের মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিকগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে, যা ভিশন-২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ে বিশেষ করে কাইজেন, লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মেটেরিয়েল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং প্রভৃতি বিষয়ে দপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

ক) এনপিও'র জনবলকে শিল্প ও সেবা খাতের আধুনিক উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে (কাইজেন, লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মেটেরিয়েল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং) প্রশিক্ষিত করা;
খ) দেশব্যাপী সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/সেবা সেক্টরকে অবহিত ও প্রশিক্ষিত করা।

প্রকল্পের লক্ষমাত্রা:

(ক) এনপিওতে নিয়োজিত ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আধুনিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বিষয়ে (কাইজেন, লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মেটেরিয়েল ফ্লো-কস্ট-একাউন্টিং) প্রশিক্ষিত করা;

(খ) দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪০০ (ছয় হাজার চারশত) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/ সেবা সেক্টরের উদ্যোক্তা, মালিক ও কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা, পণ্য/ সেবার গুণগত মান, উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব এবং ক্রেতার সন্তুষ্টির বিষয়ে ধারণা প্রদান করা ;

(গ) দেশের ৩২টি জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/সেব সেক্টরের ৯৬০ জন উদ্যোক্তা, ম্যানেজার/কর্মকর্তাকে উৎপাদনশীলতা, পণ্য/ সেবার মান উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

(ঘ) ২৪টি জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ৭২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২১৬০ জন উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক ও কারখানা সুপারভাইজরদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা প্রদান ও প্রশিক্ষিত করা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যাশা:

(ক) এনপিও'র জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

(খ) প্রকল্পের আওতাভূক্ত ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের মালিক, ব্যাবস্থাপক ও কর্মচারিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে;

(গ) প্রকল্পের আওতাভূক্ত ক্ষদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা এবং পণ্য/সেবার গুনমান বৃদ্ধি পাবে;

(ঘ) প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও কর্মচারিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে যা সরকারের ভিশন-২০২১ ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বিদেশী ০৩ জন বিশেষজ্ঞ/প্রশিক্ষক দ্বারা কাইজেন, লীন ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম এবং মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) এই ০৩টি বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে এনপিও'র জনবলকে ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, এতে ০১ দিন করে ফ্যাক্টরী ভিজিট হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে দপ্তরের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা ও নৈপূণ্যতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের পরিচালিত কর্মকান্ডকে ভিত্তি করে ৪টি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি করা হবে যা প্রকল্প সমাপ্তির পরেও এনপিও এর প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যাবে ।

বিদেশী প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞান পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে এনপিও'র নির্ধারিত সেক্টরসমূহে (পাট, সেবা, কৃষি, চিনি ও খাদ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন, প্রকৌশল ও আইটি, ফিস প্রসেসিং, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং পর্যটন, ট্যানারী ও লেদার) অবহিতকরণ করা হবে ।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

এনপিও এর একজন উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন । এছাড়াও ০১ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ০১ জন পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী, ০১ জন হিসাব রক্ষক এবং ০১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক প্রকল্পের কাজে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছেন। প্রকল্পটি যথাসময়ে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও তত্বাবধায়নের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) এর নিয়মিত সভা চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষমাত্রা এবং অগ্রগতি:

ক্র. নং	অর্থ বছর	এডিপিতে বরাদ্দ	অগ্রগতি	বিবরণ	লক্ষমাত্রা		অর্জন	
					সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী	সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী
১.	২০২০-২০২১	৯৫.০০	৫২.৮০	সেমিনার	০৬টি	৬০০ জন	০৬টি	৬০০ জন
				কর্মশালা	-	-	-	-
				প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
২.	২০২১-২০২২	২৯৯.০০	২৮১.৯০	সেমিনার	২৪টি	২৪০০ জন	২২	২২০০ জন
				প্রশিক্ষণ	১৫	৪৫০ জন	২১	৬৩০ জন
৩.	২০২২-২০২৩	৩৯৫.০০	লক্ষ টাকা এ পর্যন্ত অগ্রগতি	সেমিনার	২৫	২৫০০ জন	২৫	২৫০০ জন
				কর্মশালা	০৭	২১০ জন	০৫	১৫০ জন
				প্রশিক্ষণ	২৪	২৭০জন	১৫	৪৫০ জন
প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত: ৪৭৭.৪৩ লক্ষ টাকা (টিএপিপির বরাদ্দের ৪৭.৬৫%)								

উপসংহার:

বাংলাদেশ ক্রমেই উন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এখন আমাদের লক্ষ্য উন্নত সমৃদ্ধ দেশের কাতারে পৌঁছানো। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে, দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিধায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কলা কৌশলের ব্যাপক চর্চা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হলে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনমূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, আলোচনা সভা, উদ্ভাবনী কর্মসূচির গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকে যার যার কাজে মনোযোগ ও দক্ষতা বাড়িয়ে, অপচয় কমিয়ে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নই হতে পারে বাংলাদেশের উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি।

জাতির পিতার স্বপ্নের দেশ,
উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান ২০২১-২০৩০ এর চ্যালেঞ্জ ও করণীয়ঃ

ভূমিকা :

গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়াও সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা/টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা ।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান কি:

বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান হল মূলতঃ ইনোভেশন, প্রযুক্তির আপগ্রেডেশন, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরের বিশেষত এসএমই সেক্টরে বিশেষ উন্নতি সাধন করা। এসডিজি, ভিশন-২০৪১ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয় ও এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও), জাপান এর যৌথ উদ্যোগে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এপিও কর্তৃক গত ২২ জুলাই, ২০২৩ সালে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

বিস্তারিত:

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যা শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, আলোচনা সভা, গবেষণা, কনসালটেন্সি সেবা, সেক্টরভিত্তিক উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ দ্বারা দেশের শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস (টিইএস) প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয় ও এপিও এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি হার ৩.৮% থেকে ৫.৬% এ উন্নতিকরণ। এর ৫টি Goal এবং ১১টি Stategic Thrust রয়েছে। Stategic Thrust এর আলোকে স্বল্পমেয়াদী (২০২১-২০২২), মধ্যমেয়াদী (২০২১-২০২৫) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২০২১-২০৩০) নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয়ে Action Plan প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ৫.৬ এ উন্নীত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জসমূহঃ

১। সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সাথে মাস্টার প্লান সমন্বয় করা;

২। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশন সহ সকল সেক্টরের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা;

৪। National policy তে মাস্টার প্লান অন্তর্ভুক্ত করা;

৫। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ট্রেডবডি ও এসোসিয়েশন সহ সকল সেক্টরের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা এবং মাস্টার প্লান এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এর অবদান নির্ণয় করা;

৬। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কোনো মনিটরিং ও মূল্যায়ন ফরমেট নাই;

৭। প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও যথাসময়ে প্রাপ্তি।

৮। কৃষি, শিল্প সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করে modern technology adop করা;

৯। সকল স্তরে মাস্টার প্লান ও উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিত করানো;

১০। সকল সেক্টরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) তে মাস্টার প্লান অন্তর্ভুক্ত করে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;

করণীয়ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
২। দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা ও মাস্টার প্লান সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করা;
৩। এনপিও'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (বিভাগীয় অফিস স্থাপনসহ জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা);
৪। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে সরকারি নীতিমালা প্রস্তুত;
৫। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহন করা;
৬। প্রতিটি ট্রেনিংইন্সটিটিউট এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উৎপাদনশীলতা ও মাস্টার প্লান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা;
৭। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে প্রতিটি সেক্টরে উৎপাদনশীলতা/ মাস্টার প্লান বিষয়ক একটি সেল তৈরি করা;
৮। মন্ত্রী পর্যায়ে সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন করা;
৯। মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে এনপিও কোঅর্ডিনেটর/ফ্যাসিলেটেটর এর দায়িত্ব পালন করবে
১০। জাতীয় পাঠ্য পুস্তকে উৎপাদনশীলতা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের অঙ্গীকার, দেশ ও জাতির অহংকার

০২ অক্টোবর

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস
National Productivity Day

০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে হোটেল রুপসী বাংলা, ঢাকা 'Multilateral Conference on Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for ২০২১' শীর্ষক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থেকে ০৩ (তিন)টি ঘোষণা প্রদান করেন:

০১। উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা।

০২। প্রতিবছর ০২ অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন করা এবং

০৩। প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের মাঝে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সাল থেকে এনপিও দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করে আসছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় গত ০২ অক্টোবর ২০২২ তারিখেও দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়।

এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা (Productivity to Meet the Challenges of the 4th Industrial Revolution)। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দিবসটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঐ দিন সকাল ৮টায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সেক্টর-কর্পোরেশন ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনপিও, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, নাসিব, বিভিন্ন ট্রেডবডি ও উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানার মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীরা র‍্যালিতে অংশগ্রহন করেন।

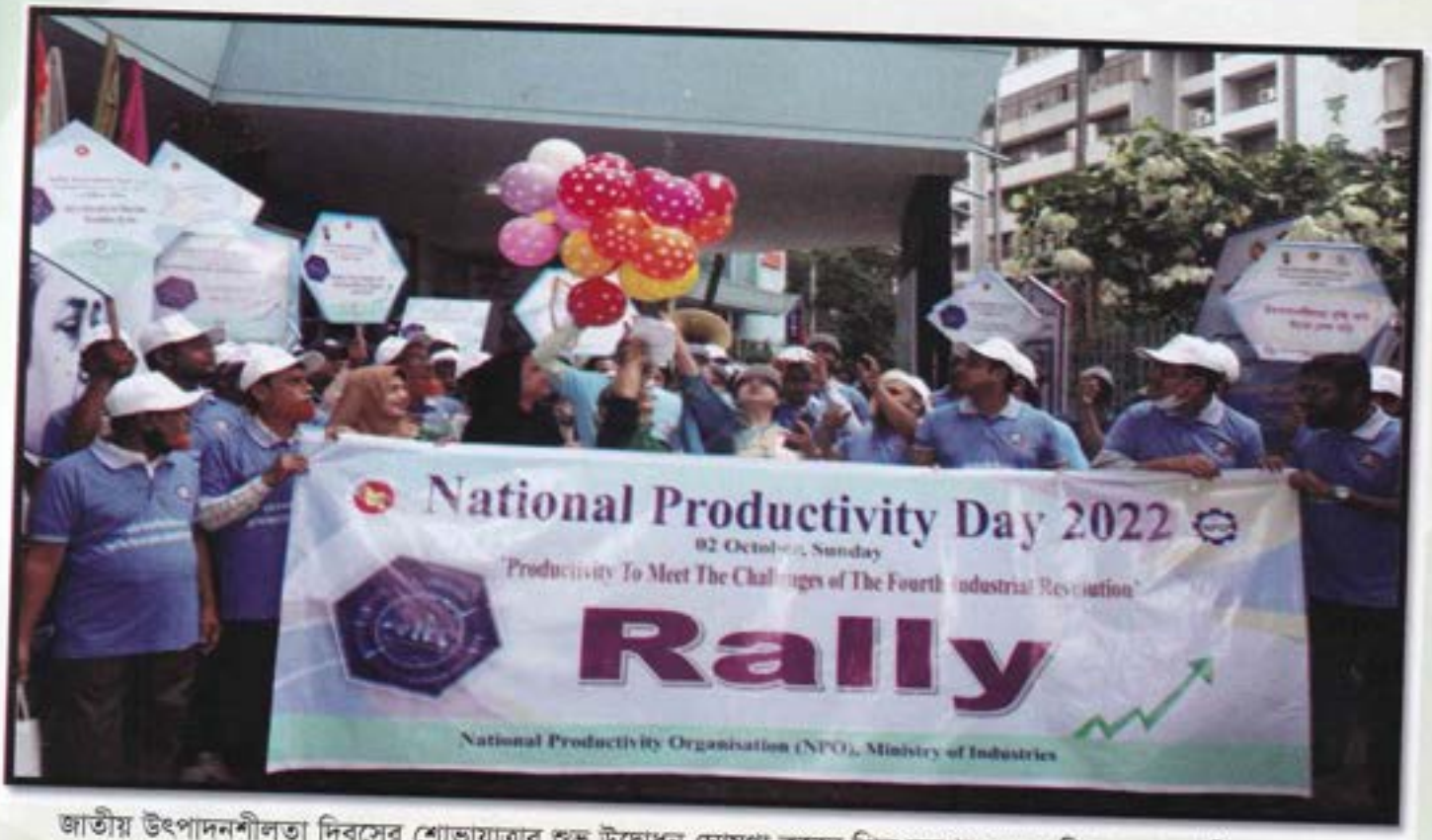

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা র‍্যালি শেষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সামনে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তৃতাকালে এনপিও মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম বলেন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎপাদনশীলতাকে 'জাতীয় আন্দোলন' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। শিল্প, কৃষি, সেবাসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। এ লক্ষ অর্জনে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়ে পণ্য ও সেবার গুণগতমানে উৎকর্ষতা আনতে হবে। এজন্য তিনি বিভিন্নখাতে কর্মরত শ্রমিক, মালিক, কর্মচারী, ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং সভাপতি মহোদয়

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে স্যুভেনির এর মোড়ক উন্মোচন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২১ উপলক্ষে স্যুভেনির এর মোড়ক উন্মোচন করছেন শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা এবং এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম ।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২১ উপলক্ষে শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা এর সাথে এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম, এনপিও'র পরিচালক (অতিঃ দাঃ), যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী এবং এনপিও'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

অন্যান্য বছরের ন্যায় গত ০২ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে সারা দেশব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৮ পালন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এই দিবসটি উদযাপন করা হয়। এ বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা' (Productivity for Developing Happy & Prosperous Country)। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃক বাণী দিয়েছেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দিবসটি কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে।

কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঐদিন সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন সংলগ্ন সড়ক থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। শিল্প সচিব জনাব মো:আবদুল হালিম এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সেক্টর-কর্পোরেশন ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনপিও, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, নাসিব, ট্রেডবডি ও উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানার মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারিরা র‍্যালিতে অংশগ্রহন করেন।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়

এ বছরও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ০২ অক্টোবর ২০২৩ জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ

বছর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা (Productivity for Smart Bangladesh)। এবারের প্রতিপাদ্য সময় উপযোগী হয়েছে বলে মনে হয়, তার কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (BICC) ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথির ভাষণে সর্ব প্রথম 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো এবং বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ। তখন থেকেই দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্নে পরিণত হয়। সে হিসেবে বলা যেতেই পারে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা (Productivity for Smart Bangladesh) সময় উপযোগী প্রতিপাদ্য বিষয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা তার পরবর্তী সময়কে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে ডিজিটাল সংযুক্তির জন্য যতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন, সরকার তার অধিকাংশই সুসম্পন্ন করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ বাহিনী সৃষ্টি ও পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ সফল বাস্তবতার ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালের মধ্যে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত বিশ্বের মতো স্মার্ট দেশে পরিনত করতে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক কথায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তব রুপ দিতে চাইছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধান-মন্ত্রী শেখ হাসিনা। যা দেশ ও জাতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এনপিও কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে উৎপাদনশীলতা শীর্ষক প্রতিপাদ্যের উপর আয়োজিত এ অনুষ্ঠান খুবই সময় উপযোগী হয়েছে; যা স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগানকে সর্বোস্তরে ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

Productivity: A Philosophy

What is productivity?

According to the dictionary, the definition of productivity is the "feature of that which is productive", that is, "which is useful or profitable". If you want to find out whether your business is productive or not, read on:

Philosophy of life

Understanding what productivity is and learning how to increase it can help you improve your organization. What is productivity? Productivity is a philosophy of life, a state of mind. Being efficient means doing, at every moment, what we consciously choose to do and not what we feel we are doing forced by circumstances. Productivity means adopting an attitude for continued improvement.

Value and time

It is often that we find the definition of productivity associated with topics such as "value" and "time". The definition has changed over time. The concept, however, has always been tied to that relationship between production and the utilization of those resources at our disposal.

Of course, other elements have an influence on the productivity and efficiency of our business. Factors such as the workload, invested capital, technology used, available resources, number of employees and their training, staff motivation, etc., all of them play an important role when considering productivity.

Time management is, nevertheless, the determining factor when we talk about optimization and productivity. Time is necessary for everything, so it is only logical that investing in proper time management will ultimately benefit our productivity, both personally and professionally speaking.

Quantity vs Quality

We must not make the mistake of thinking that productivity is just "doing more in less time." The importance given to the number of completed tasks, completed projects, etc, is part of a misconception about efficiency, which often causes discomfort in the employee, who feels pressured by this.

Let's consider, for example, the productivity of a blogger. Who is more productive, the one who manages to improve the traffic to their blog and, consequently, generates a greater impact among their readers; or the one who only focuses on publishing as many posts as possible?

This latter blogger, concerned only with "doing more in less time," will only get to publish a large number of words and messages that few people will actually read. However, the first blogger, focused on the "value" of their work, is actually more efficient because they have previously analyzed their influence, have looked for a way to optimize resources and have written with the goal of contributing to something. Even though they will write in smaller quantities, they will achieve a greater impact on the Net with their publications. They will have optimized their resources.

Productivity and Leadership

The true responsibility of productivity is upon the shoulders of the company's leaders, who should follow effective methods for getting the most out of time management for the entire organization. It is in their hands to provide their teams with guidelines and practical tips that will improve efficiency.

If the staff receives clear guidance on what their objectives are and has the tools to avoid wasting time, we can consider that an efficient society, able to organize the day-to-day in apractical and simple manner. Workers will find the balance between professional and personal productivity, because they will be able to detect those elements that cause them to be unproductive.

In this regard, the leaders of organizations do their best so that their teams will know what their goals are, their everyday "guiding tasks". Knowing how to prioritize in order to be efficient; that is the key to productivity.

Short term and long term productivity

Developing a diagnosis that will allow us to examine and identify obstacles hindering our productivity is vital to efficiently implement actions oriented towards improvement. This is the only way we will be able to establish a system to prioritize tasks and set goals towards which we want to direct our company.

Nowadays, all companies are concerned with establishing a productivity model that will ensure short and long term competitiveness and meeting quality, efficiency and innovation standards. If an organization does not care about being productive, it will eventually fail and be left outside the market.

Keeping in mind the meaning of productivity and trying to identify those areas where we can improve will help us focus on the most important goals we want to achieve and, in the long term, will make us succeed.

In summary, considering productivity an essential factor is crucial for an organization, as it allows to assess its progress and know where it stands with respect to previous years, costs, human resources, etc.

Productivity and new technologies

Over the years, new technologies have been playing an increasingly important and influential role on the final result of productivity: tablets, smartphones, computers, etc., let employees and team members be online anytime, from anywhere, dramatically improving production processes. The trend is for us to become more and more productive.

By definition, using a mobile device to, for instance, take notes, makes us use our time and resources better than ever before. This connectivity, however, also implies the risk of a greater number of distractions. With the right guidance, we will be able to avoid them.

Productivity and Training

A good way to learn how to dodge those obstacles that are harmful to our efficiency are productivity courses. A lot of organizations implement this kind of training to guide their employees towards efficient practices and the correct use of time. Through practical advice and recommendations, the teams can develop the necessary soft skills to improve their personal and professional life: holding effective meetings, using emails efficiently, balancing work and family life, etc.

If we want to be a part of productive organizations, we must implement actions and mechanisms for the continuous improvement in favor of the efficiency of teams and individuals.

The Philosophy of Productivity

In an era where the quest for productivity often devolves into a relentless pursuit of hacks, shortcuts, and quick fixes, we find ourselves ensnared in a superficial understanding of what it truly means to be productive. The prevailing narrative, awash in tips and tricks, seldom delves into the deeper psychological and philosophical realms that underpin productivity. The Psychology of Productivity: What Drives Us?

At its core, productivity is not merely about doing more in less time; it's an expression of our intrinsic motivations, fears, and aspirations. Psychological theories such as Maslow's Hierarchy of Needs or Deci and Ryan's Self-Determination Theory offer illuminating insights into this. For instance, Maslow's concept of 'self-actualization' aligns closely with the pinnacle of productivity – where one is not just efficient but also deeply fulfilled by their work. On the other hand, Self-Determination Theory posits that autonomy, competence, and relatedness are key drivers that fuel our productivity engines. When these psychological needs are met, productivity ceases to be a struggle; it becomes a natural byproduct of a life well-lived.

Philosophical Underpinnings: Examining Productivity Through Various Philosophical Lenses

Stoicism

The Stoic philosophers like Seneca and Marcus Aurelius emphasized the importance of focusing on what is within our control and letting go of the rest. In the context of productivity, this translates to concentrating on the task at hand and detaching ourselves from the anxiety of outcomes.

Existentialism

Existentialist thinkers like Jean-Paul Sartre and Albert Camus grappled with the idea of 'meaning' in a seemingly indifferent universe. Their insights can be applied to productivity by aligning our tasks with existential goals, thereby infusing them with a sense of purpose that transcends mere efficiency.

Eastern Philosophy

Concepts like 'mindfulness' from Buddhist philosophy or the idea of 'dharma' from Hindu philosophy offer alternative frameworks for understanding productivity. Mindfulness teaches us to be fully present in our tasks, while the concept of 'dharma' encourages us to align our work with our innate nature and societal role.

Sufi Philosophy

Sufism emphasizes the importance of 'presence' and 'intention' in every action. The concept of 'Ihsan,' which loosely translates to 'excellence,' encourages individuals to perform every task as if they were in the direct view of a higher power or, for a secular interpretation, as if the task itself were the ultimate goal. This focus on the quality and mindfulness of actions, rather than the quantity, aligns well with modern notions of 'deep work.'

How Philosophy Can Improve Productivity

Decision-Making: Stoic principles can guide us in making decisions that are not just expedient but also ethically sound, thereby enhancing both the quality and quantity of our output.

Task Prioritization: Existentialism can help us prioritize tasks that align with our deeper life goals, making us more engaged and effective in our work.
Work-Life Balance: Eastern philosophies can guide us in achieving a harmonious balance between work and personal life, thereby enhancing overall productivity.

Mindful Engagement: Drawing from Sufi philosophy, the concept of 'Ihsan' can be applied to encourage deep, focused work. By treating each task as an act of 'excellence,' we can elevate the quality of our output and find greater satisfaction in the work itself.

Conclusion: The Future of Productivity

As we navigate an increasingly complex world, the need for a nuanced understanding of productivity becomes ever more critical. The future of productivity lies not merely in groundbreaking apps or time-saving hacks, but in a deeper, more holistic understanding of human nature and the philosophical principles that govern it. By integrating wisdom from Stoicism, Existentialism, Eastern philosophies, and the mindful focus of Sufi thought, we can transform productivity from a mere buzzword into a meaningful, fulfilling endeavor.

In the end, productivity is not just about doing more; it's about being more. Whether through the Stoic focus on control, the Existential quest for meaning, the Eastern balance of work and life, or the Sufi emphasis on presence and excellence, these diverse philosophies offer pathways to a richer, more fulfilling human experience. And perhaps, in that nuanced distinction, lies the key to a future where productivity serves not as a relentless taskmaster, but as a conduit to a more meaningful existence.

eferences:

1. https://www.game-learn.com/
2. https://medium.com

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PRODUCTIVITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Economic growth and productivity development are intricately linked. They are two sides of the same coin one cannot have a faster rate of economic growth without productivity improvement. Just as economic growth needs to be sustained if a real impact is to be made, it is important to ensure sustainable development with higher productivity in all sectors of economy. For a while it is always easier to achieve short-term gains at the expense of long-term development but quick fixes do not provide a true foundation for long-term productivity development.

If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated with the planning and measurement systems of the enterprises. There is need for a comprehensive and holistic strategy, which involves the fullest mobilization of all our economic, social, cultural, and technological resources that save lives, increase food yields, generate renewable energy for rural areas and facilitate the adoption of clean production etc.

The most widely accepted definition of Sustainable Development is the one adopted by the International Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) Report, 1987. It defines sustainable development as development that "…meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

Essentially, sustainable development is built on three pillars of productivity: economic growth, ecological balance and social progress. In order to achieve sustainable productivity development, it is necessary to address productivity issues at the three levels:

- At the national level, to ensure that an overall environment conducive to productivity enhancement is created;
- At the sectoral level, to devise industry-sector strategies to encourage the advancement of productivity; and
- At the enterprise level, to provide the necessary assistance for the improvement of productivity of units.

Sustainable development provides decision makers with an additional benchmark against which the evolved strategies and performance can be assessed. Benchmarking policies that promote sustainable development provide a system to explore the commitment to principles of sustainable development. This benchmark information will be a vital starting point for companies, regulators and the public as they explore new ways of working towards a co-regulation partnership. The evaluation criteria for a productivity linked sustainable development could include:

- Environmentally sound products, processes and services.
- Integration of sustainable development and economic growth.
- Extent of reduction of risks and hazards to human health and the ecosystem.
- Community/stakeholder participation in sustainable development commitments.

Enterprises particularly SMEs often lack the knowledge and resources to make significant changes in their organizations or technologies. With incentives lacking and the financial benefits of going green remaining suspect, there is a need for more focus on ensuring that sustainable development is compatible with profitability.

The growth of innovative programs and self-regulation are important indicators of change. But the steps taken so far represent just the start of a complex and lengthy transition to more sustainable enterprises. We want a better world, a better environment, peace and prosperity. But our path is fraught with enormous challenges, environmental, social and economic. Our development efforts must be complemented by technological innovations that extend the reach of knowledge and learning to the remotest corners of the country. As majority of India's workforce is employed in the informal sector, their educational and skill levels and resultant productivity are extremely low which hinders the sustainable development of overall economy.

Therefore to keep pace with the rapid changes, higher productivity through adapting and innovating interactive process of changing is required, which would lead to sustainable social and economic progress. For achieving existing economic growth of 8%+ the corporate sector needs to look at sustainable development challenges not as a component of corporate social responsibility practices, but as a business opportunity. We will have to innovatively augment productivity both at micro as well as macro level to be competitive in the changing scenario.

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Relevant SDG Targets related to Productivity

SDG Targets on this page: **2.3 , 8.2 , 9.5**

Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all

Sustained and inclusive economic growth can drive progress, create decent jobs for all and improve living standards.

Targets

- **8.1** Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries
- **8.2** Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labor-intensive sectors
- **8.3** Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services
- **8.4** Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavor to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year framework of programs on sustainable consumption and production, with developed countries taking the lead
- **8.5** By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value

- **8.6** By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training
- **8.7** Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms
- **8.8** Protect labor rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment
- **8.9** By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
- **8.10** Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all
- **8.A** Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries
- **8.B** By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labor Organization.

2.3 By 2030 double the agricultural productivity and the incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets, and opportunities for value addition and non-farm employment

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending.

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

Sustainable Development Goal 8 is to "promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all", according to the United Nations.

The visualizations and data below present the global perspective on where the world stands today and how it has changed over time.

The UN has defined 12 *targets* and 16 *indicators* for SDG 8. Targets specify the goals and indicators represent the metrics by which the world aims to track whether these targets are achieved. Below we quote the original text of all targets and show the data on the agreed indicators.

TARGET 8.1

Sustainable Economic Growth

SDG INDICATOR 8.1.1

GDP per capita growth rate

Definition of the SDG indicator: Indicator 8.1.1 is "annual growth rate of real GDP per capita" in the UN SDG framework.

This is measured as the annual percentage growth in gross domestic product (GDP) per capita based on constant United States dollars.

Data for this indicator is shown in the interactive visualization.

Target: "Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries".

TARGET 8.2

Diversify, innovate and upgrade for economic productivity

SDG INDICATOR 8.2.1

GDP per capita growth rate per employed person

Definition of the SDG indicator: Indicator 8.2.1 is "annual growth rate of real GDP per employed person" in the UN SDG framework.

This is measured as the annual change in real gross domestic product (GDP) per employed person. It provides an overall measure of the change in productivity of a country's labor force and use of resources.

Data for this indicator is shown in the interactive visualization.

Target: "Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value-added and labor-intensive sectors".

9 Timeless Productivity Tips from Ancient Philosophers

Productivity may seem like a more recent concept. But, the truth is, humanity has been interested in this topic throughout history. Case in point, the words of wisdom from the 9 ancient philosophers. Personally, they still ring true today just as they today centuries ago.

1. Start small but strong.

"A journey of a thousand miles begins with a single step." — Lao Tzu
Every goal that you set in life requires you to take that all-important first step. Of course, that's easier said than done. Whether it's self-doubt, fear of being overwhelmed, it's hard to get started.

So, how can you overcome this? Well, according to Desmond Tutu, "there is only one way to eat an elephant: a bite at a time." He didn't mean this literally. Instead, when there's a seemingly insurmountable task in front of you, break it down into smaller chunks.

It's a simple way to make the impossible more attainable. Even better? It also makes getting started a whole lot easier. In turn, you'll build momentum. And, as the old proverb goals, "a rolling stone gathers no moss."

At the same time, make sure that you get off to a strong start. While that doesn't mean falling into the perfection trap, it does mean giving it your best. When you do, it will seem like everything else will fall into place more easily.

As Plato once said, "The beginning is the most important part of the work."

2. Be productive, not busy.

"Beware the barrenness of a busy life." — Socrates

"Are you busy or productive?" asks Choncé Maddox in a previous Calendar article. Understanding the difference between the two "is key if you ever want to be able to come up for air and still know that you're reaching your goals."

"I hate the word busy because it's so overused," adds Choncé. "A lot of us have packed schedules and things going on. However, I still don't like to see 'busy' being worn as a badge of honor." Instead, Choncé focused on getting results and making progress.

How does she achieve this? Well, productive people do not add more to their to-do-lists. They're more concerned with quality over quantity.

Moreover, they don't jump at every assignment or opportunity. They're more selective. In other words, they choose to spend their time and energy on anything related to their priorities.

And, productive people don't cave-in to distractions. They also avoid multitasking. And, they work smarter, not harder.

3. Live in the present.

"Nothing, to my way of thinking, is a better proof of a well-ordered mind than a man's ability to stop just where he is and pass some time in his own company." — Seneca

I think that a lot of us struggle with being present. That doesn't mean living your life with a YOLO mentality. It just makes you need to slow down and bring yourself back to right now periodically.

Meditating is one of the best ways to go about this. But, it could also be going for a walk outside without your phone after lunch. If you have a gap between meetings, just stare out your window. Or begin journaling daily.

When you're present, you'll reduce stress and spark creativity. Additionally, this could help improve your social skills and be more appreciative. And, it could also encourage you to experience new things and be a little more playful.

4. Focus on the important, eliminate everything else.

"If you seek tranquility, do less. Or (more accurately) do what's essential. Do less better. Because most of what we do or say is not essential. If you can eliminate it, you'll have more tranquility." — Marcus Aurelius

Again, being productive isn't working around the clock. It's all about focusing your time and energy on the vital few. If you're curious, these would be your priorities, like your most important task for the day or quality time with your family.

After identifying your vital few, you next have to eliminate the unnecessary. After all, if you're spending all day on busywork that could have been delegated, then when will you have the time to work on your priorities.

In addition to delegating and outsourcing tasks, you should completely remove non-essential items from your to-do-list. You should also eradicate distractions, like turning off your phone. And, if there's anything else holding you back, like a toxic individual, you may want to remove them from your life as well.

5. Focus on what you can control.

"Make the best use of what's in your power and take the rest as it happens."– Epictetus

Don't waste your time on things that are out of your hands. For instance, a colleague called out sick and will now be a couple of days behind completing their part of the work. It's frustrating. But, just focus on what you need to get done, so at least you're also not playing catch-up.

6. Remember your why.

"When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds." — Patanjali

Why do you get out of bed each morning? If you can't answer that question, then how can you expect to maintain your motivation and productivity? After all, your purpose ignites your passion and guides you in being more intentional with your time.

The thing to remember, however, is that inspiration hardly strikes. You have to go out and find if you've lost your way. One simple way to do this is by spending some time alone and reflecting on how you spend your time.

You can also practice gratitude. And, don't rule out turning to books, podcasts, Ted Talks, or quotes that inspire you.

7. Enjoy what you do.

"Pleasure in the job puts perfection in the work." — Aristotle

Real productivity comes from making it your passion. While some people like Mark Cuban might disagree, others like Steve Jobs and Richard Branson are on Aristotle's side.

Passion keeps you energized and focused. It's also beneficial for your health. And it fuels your self-belief.

Still not convinced? Passion enables innovation, motivation and encourages you to excel. Most importantly, it helps you manage your workload since you're spending the majority of your time doing what you enjoy.

8. Don't rush perfection.

"Haste in every business brings failures."– Herodotus

I'm not advocating that you become a perfectionist. Instead, believe that Herodotus was stressing the importance of doing things correctly the first time around. You know, the whole measure twice and cut once mentality.

I understand that sometimes working against the clock can push you to complete a task more quickly. But, there are just certain things where you need to slow down and take your time. If you don't, you might cut corners or make costly mistakes.

To ensure that you aren't rushing perfection, give yourself more time than you need. For example, you could block out three hours in your calendar for your most important task of the day, even though you only need two.

9. Rely on systems, not goals.

"Great acts are made up of small deeds." — Lao Tzu

"No disrespect to goals here," writes Calendar Co-Founder John Hall. "But, they can be problematic." In fact, research has found that narrow goals can cause:

A lack of intrinsic motivation.
Reduce the desire to learn.
Encourage you to focus on the short-term.

Additionally, James Clear states goals aren't effective because both "winners and losers have the same goals" when it's all said and done. Also, achieving a goal is a momentary change, restricts happiness, and conflict with your long-term progress.

"None of this is to say that goals are useless," explains Clear. "However, I've found that goals are good for planning your progress, and systems are good for actually making progress."

"Goals can provide direction and even push you forward in the short-term, but eventually, a well-designed system will always win," he adds. "Having a system is what matters. Committing to the process is what makes the difference."

Reference: https://www.calendar.com/blog

এনপিও এর কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন
শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন
শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের সাথে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রতিনিধিগণ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন এনপিও এর সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম

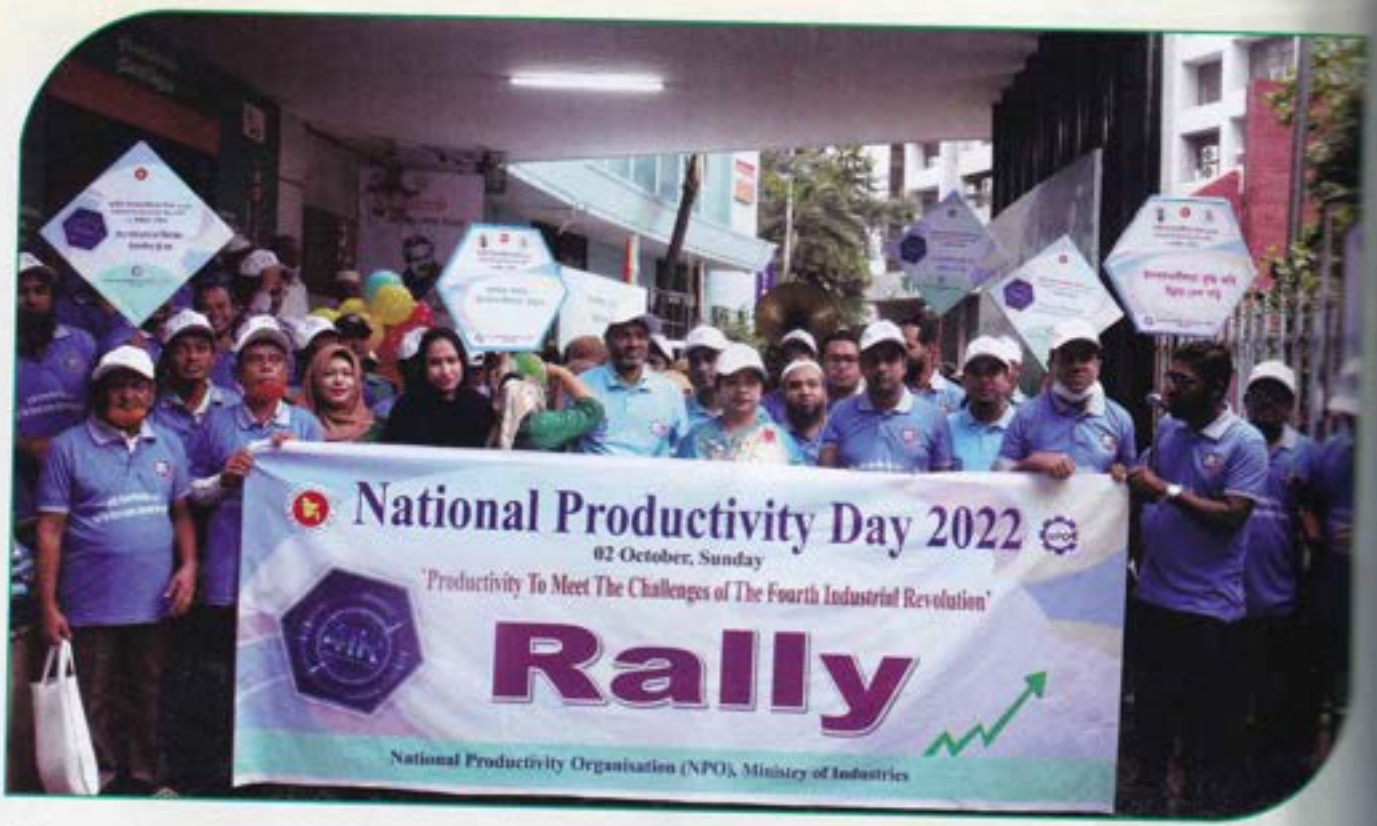

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ এর র‍্যালি উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব জাকিয়া সুলতান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এনপিও এর সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম।

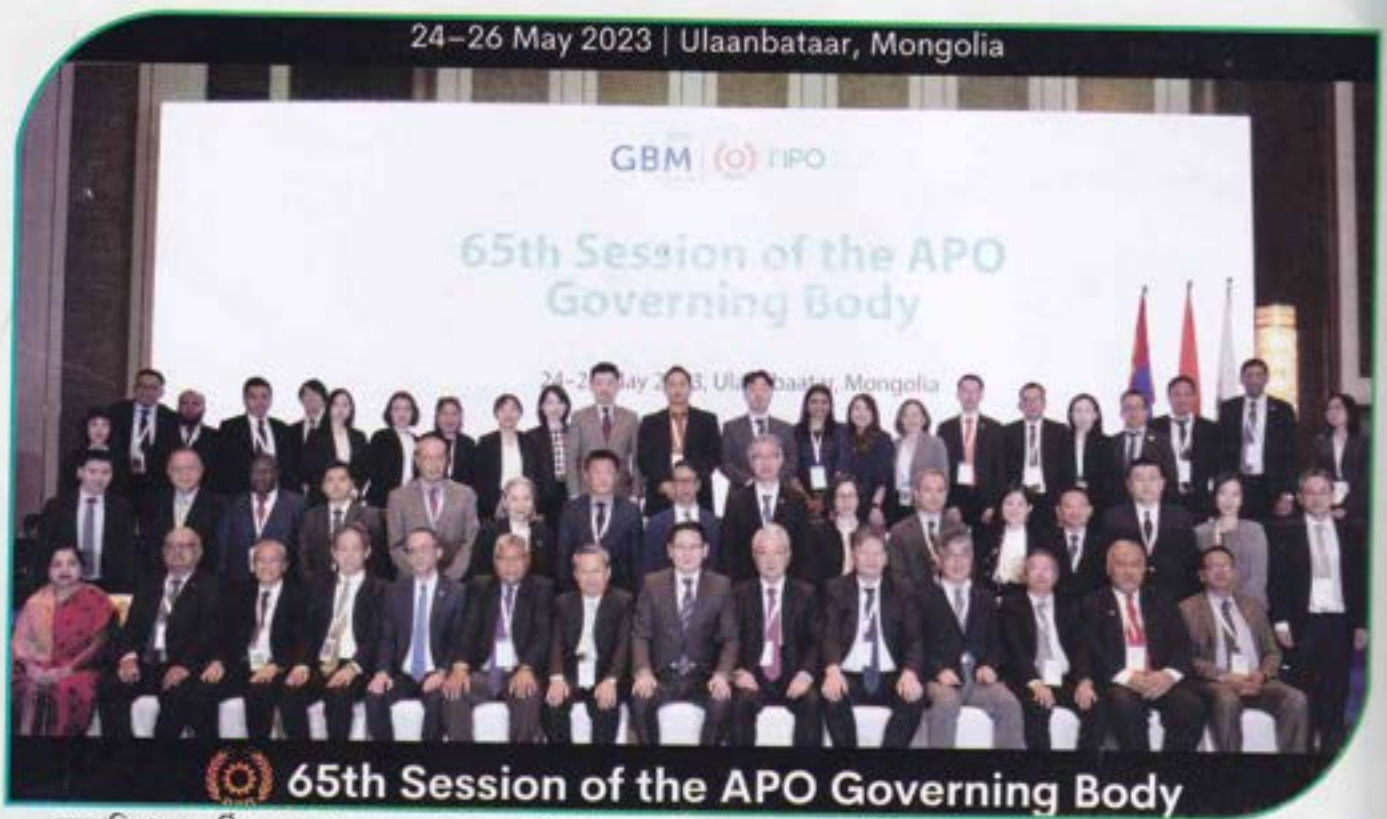

মঙ্গোলিয়ায় অনুষ্ঠিত 65th Session of The APO Governing Body এর ০৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেশের সম্মানিত প্রতিনিধিদের সাথে বাংলাদেশের এপিও কান্ট্রি ডিরেক্টর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা (প্রথম সারির বাম থেকে প্রথম) এবং এনপিও এর লিয়াজো অফিসার জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম সহ এনপিও এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

Training Course on Knowledge Transfer to Improve Agricultural Productivity শীর্ষক ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

Training Course on Knowledge Transfer to Improve Agricultural Productivity শীর্ষক ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম এবং জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন, পরিচালক (উপসচিব), এনপিও।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ আয়োজেনে ফারস্ হোটেল এন্ড রিসোর্ট এ অনষ্ঠিত Sustained Productivity Growth শীর্ষক কর্মশালায় APO Vision 2025 এর উপর তৈরীকৃত পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করেন এনপিও এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম ও পরিচালক (উপসচিব) জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীনসহ অন্যান্যরা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ আয়োজেনে ফারস্ হোটেল এন্ড রিসোর্ট এ অনষ্ঠিত Sustained Productivity Growth শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে এনপিও এর পরিচালক (উপসচিব) জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে এনপিও কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সাথে এনপিও'র সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম (অতিরিক্ত সচিব)

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে এনপিও'র করিডরে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সম্মানিত মহাপরিচালক ও সম্মানিত পরিচালক সহ এনপিও'র সকল সম্মানিত কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন

'Training course on ÔKnowledge Transfer to Improve Agricultural Productivity' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন এনপিও'র পরিচালক (উপসচিব) জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার চিত্র

"জাতীয় শোক দিবস ২০২৩"উপলক্ষ্যে এনপিও একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র সম্মানিত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম এবং সভাপতি হিসেবে ছিলেন আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন,পরিচালক (উপসচিব), এনপিও। উক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় এনপিও'র মহাপরিচালক এবং পরিচালক মহোদয় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই এনপিও'র পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করেন।

৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব' বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম।

গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ইং তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স" বাস্তবায়ন করা হয়।

The APO Vision 2025

Role of NPO, Bangladesh

National Productivity Organisation (NPO) Bangladesh is a Government Department under the Ministry of Industries established in 1989. It is a national level specialized organisation to promote productivity and thereby accelerate pace of economic development through its multidimensional activities NPO is the only organisation responsible for formulation and implementation of productivity policy of the Government. NPO also implements the plans and programs of the Tokyo based Asian Productivity Organization (APO).

VISION To achieve highest level of excellence in Productivity.

MISSION Providing training, consultancy, research, technical service and development activities for the factory/service institution to increase productivity achieving highest level of productivity

Functions:

- Provide Consultancy to government about innovation of appropriate tools and techniques and policy adaptation in order to increase productivity.
- To conduct productivity related training program regularly in factories and organizations officials to increase productivity in different levels of national economy.
- Coordination to implement different programs of 'Asian Productivity Organisation (APO)' in Bangladesh.
- Observe National Productivity Day across the country and provide National Productivity & Quality Excellence Award.

Productivity as National Movement:

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh gave three declaration:

(i) Every year 2nd October will be observed as "National Productivity Day";
(ii) Productivity henceforth will be taken as a National Movement; and
(iii) "National Productivity and Quality Excellence Award" will be given every year among the best enterprises.

"Bangladesh National Productivity Master Plan FY2021-FY2030"

Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030 was developed with the primary goal of sustaining the economy.s productivity growth based on a productivity-innovation-agility nexus. The master plan consists of five goals and eleven strategic thrusts.

National Productivity Organisation (NPO)
Ministry of Industries, Bangladesh

Asian Productivity Organization (APO)

The APO Vision 2025

The APO is an intergovernmental organization established in 1961 to increase productivity in the Asia-Pacific region through mutual cooperation. The APO contributes to the sustainable socioeconomic development of the region through policy advisory services, acting as a think tank, and undertaking smart initiatives in the industry, agriculture, service, and public sectors.

Mission

Contribute to the sustainable socioeconomic development of Asia and the Pacific through enhancing productivity

Vision 2025

Inclusive, innovation-led productivity growth in the Asia-Pacific

Goals

Sustained productivity growth
Robust innovation ecosystem
Inclusive engagement and shared prosperity

Five Key Roles of the APO

Think Tank
The APO conducts research on emerging needs of members for their follow-up and for determining appropriate assistance to them.

Catalyst
The APO promotes bilateral and multilateral alliances among members and between them and others outside the APO region for collaboration in productivity-related activities for mutual benefit.

Regional Adviser
The APO surveys the economic and development policies and performance of each member and assists in formulating strategic changes for enhanced productivity and competitiveness.

Institution Builder
The APO strengthens the capability of the National Productivity Organizations (NPOs) and other institution to provide productivity promotion, training, and consultancy services to the public and private sectors.

Clearinghouse for Productivity Information
The APO facilitates the dissemination and exchange of information on productivity among its members and other stakeholders.

Member Economies
The current membership is 21 economies of Asia and the Pacific Region.

Bangladesh	Cambodia	China	India	Indonesia	Iran	Japan
Laos	Malaysia	Mongolia	Pakistan	Philippines	Singapore	South Korea
Sri Lanka	Thailand	Turkiye	Vietnam	Nepal	Fiji	Hongkong

National Productivity Organisation (NPO)
Ministry of Industries, Bangladesh

Asian Productivity Organization (APO)

The APO Vision 2025

Inclusive, Innovation-led Productivity Growth

Vision 2025 is the strategic plan of the APO for the period 2021–2025. It embodies the organization's three main features that in turn distinguish its operations, contributions, and standing from those of other organizations: 1) aspirations 2) deliverables and 3) actions. These features form the primary components of the Vision 2025 architecture.

Overview of Vision 2025 architecture

Drivers/Champions

ASPIRATIONS

Purpose & Direction of the APO

MISSION

Contribute to the sustainable socioeconomic development of Asia and the Pacific through enhancing productivity

VISION (2021-2025)

More inclusive, innovation-led productivity growth in the Asia-Pacific

- APO Convention
- GBM (61st-65th)

DELIVERABLES

Targeted achievements for 2021-2025

GOALS

- Sustained productivity growth
- Robust innovation ecosystem
- Inclusive engagement and shared prosperity

KRAs

- Centrality of productivity
- Quality of workforce
- Smart transformation
- Business dynamism
- Innovation capability
- Engagement of SMEs
- Size of informal sector
- Participation of women in the workforce
- Engagement of PWDs
- Productivity gainsharing

Member countries

ACTIONS

Concerted efforts to achieve the expected deliverables

STRATEGIC THRUSTS	STRATEGIES	PROGRAM PLANS	KPIs
7 Strategic thrusts	19 Strategies	78 Intiatives	89 KPIs

WSM + NPOs + APO Secretariat

National Productivity organisation (NPO)
Ministry of Industries, Bangladesh

Asian Productivity Organization (APO)

BANGLADESH NATIONAL PRODUCTIVITY MASTER PLAN FY2021–FY2030

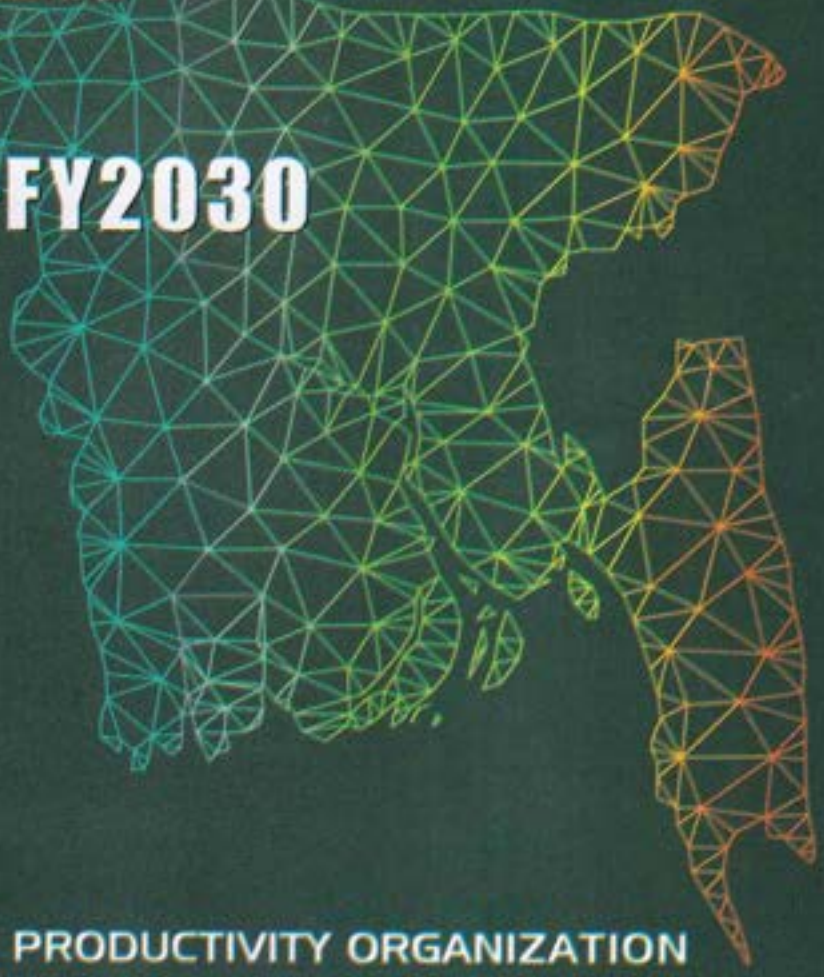

ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION

BSRM
SAVE CONSTRUCTION TIME AND REDUCE ROD WASTAGE
BY USING
BSRM FAST BUILD
CUSTOMIZED STEEL SOLUTIONS IN ANY SIZE OR SHAPE ON TIME
For further information scan the QR code

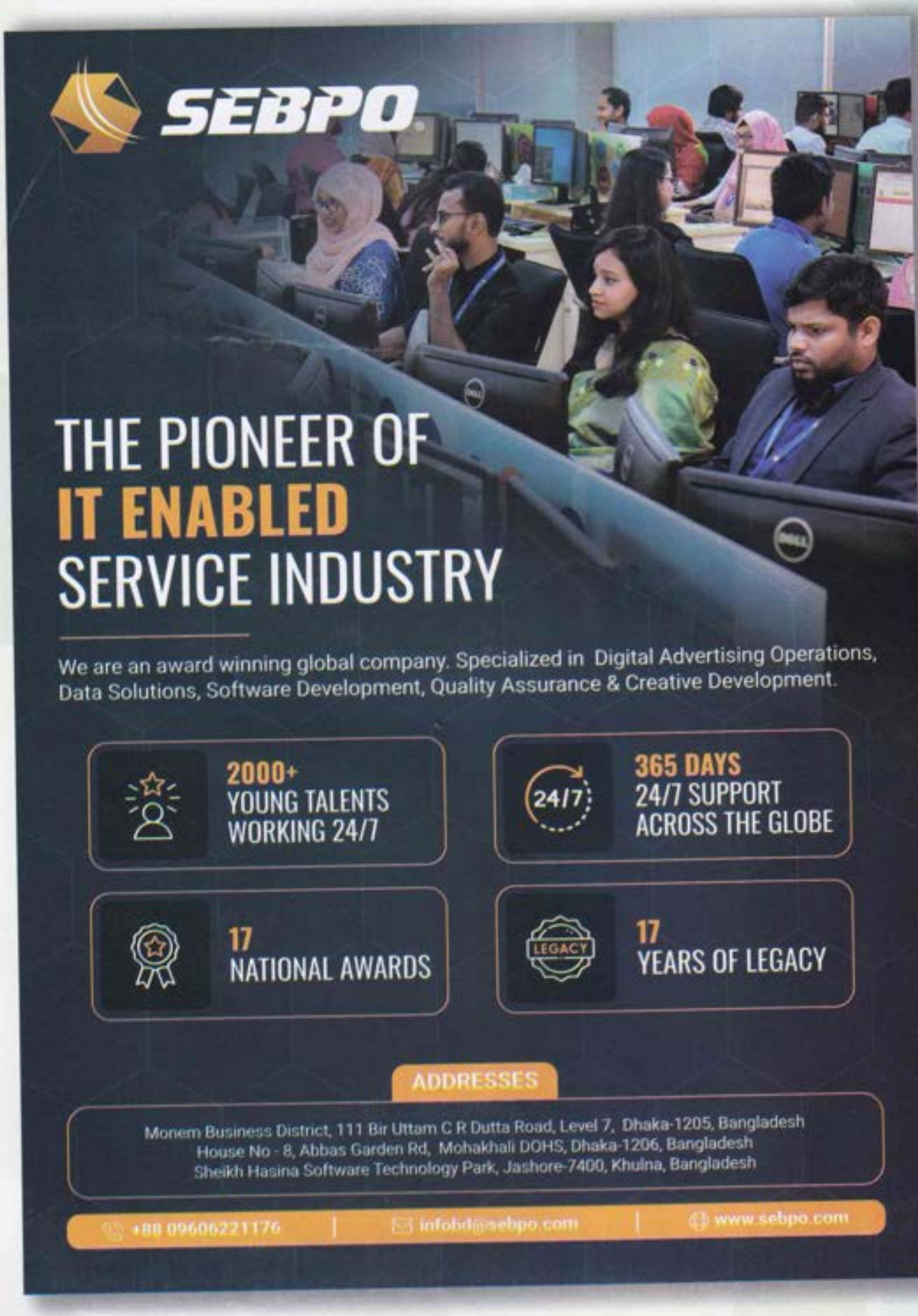

SEBPO
THE PIONEER OF
IT ENABLED
SERVICE INDUSTRY
We are an award winning global company. Specialized in Digital Advertising Operations, Data Solutions, Software Development, Quality Assurance & Creative Development.
2000+
YOUNG TALENTS
WORKING 24/7
24/7
365 DAYS
24/7 SUPPORT
ACROSS THE GLOBE
17
NATIONAL AWARDS
LEGACY
17
YEARS OF LEGACY
ADDRESSES
Monem Business District, 111 Bir Uttam C R Dutta Road, Level 7, Dhaka-1205, Bangladesh
House No - 8, Abbas Garden Rd, Mohakhali DOHS, Dhaka-1206, Bangladesh
Sheikh Hasina Software Technology Park, Jashore-7400, Khulna, Bangladesh
+88 09606221176
infobd@sebpo.com
www.sebpo.com

Heartiest Congratulations & The Best Wishes From

Engr. Md. Mozaffar Hossain
Managing Director-SIM Group

Spinning

SIM Group
"Quality for living...."

Mozaffar Hossain Spinning Mills Ltd.
100% Export Oriented Yarn Manufacturing Industry

SIM Fabrics Ltd. (Weaving)
Leading Exporter & Quality Industry of Fine Fabrics

Weaving

SIM Fabrics Ltd. (Dyeing & Finishing)
Export Oriented Heavy Industry For Cotton & Stretch Fabrics

Authentic Color Tex Ltd.
Authorized Agent for Rudolf Group (Germany),
Textile Dyes & Chemicals Importer & Supplier

SUNTECH ENERGY LTD.
For All Kinds of LED Lights, Solution and Solar System

Head Office:
House No. -315 Road No. 4, Baridhara DOHS, Dhaka Bangladesh
Phone: +88-02-8833901-4, Fax: +88-02-8833903, +88-02-8415962
E-mail: info@simgroup-bd.com, web: www.simgroup-bd.com

Factory:
Thakurbari Teac. masumabad, Bhulta
Rupgonj, narayangonj, Bangladesh

Dyeing

Finishing

Boiler

TOPPER™
KITCHENWARE
Enjoy Cooking
আমার আছে টপার
রান্না এখন
মজার ব্যাপার
TOPPER
পাওয়া যাচ্ছে: Best Buy
othoba.com -সহ সারাদেশে
/TOPPER.RFL

১২,০০০ চুক্তিবদ্ধ খামারির কাছ থেকে ডেইরি হাব প্রক্রিয়ায়
কয়েক ধাপ ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে সংগৃহীত দুধ

শুদ্ধতায় ও মমতায়

পরিপূর্ণ পুষ্টি

অলিম্পিক

বাংলাদেশের এনার্জী

ঐতিহ্য ও স্বাদের বিশ্বস্ততায় সকলের পছন্দ

www.olympicbd.com
/OlympicBiscuitsBangladesh

OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED

Since 1978
BRB
অন্যতম বিশ্বে...
...বাংলাদেশে শীর্ষে
আমাদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার...
Achievements
President Award
Awarded by Honorable President
National Export Trophy (Gold)
Awarded by Honorable Prime Minister
Certification
ISO 9001
CPRI
GL APPROVED
TÜV
Awards
BIZZ
NPO
BRB CABLES
বি এস টি আই অনুমোদিত
বি আর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
ISO 9001-2015
certified company
brbcables@gmail.com
brbdo@brbcable.com
web: www.brbcable.com

dbl®
CERAMICS

NANO CRYSTAL POLISH

YOUR PATH TO *Elegance*

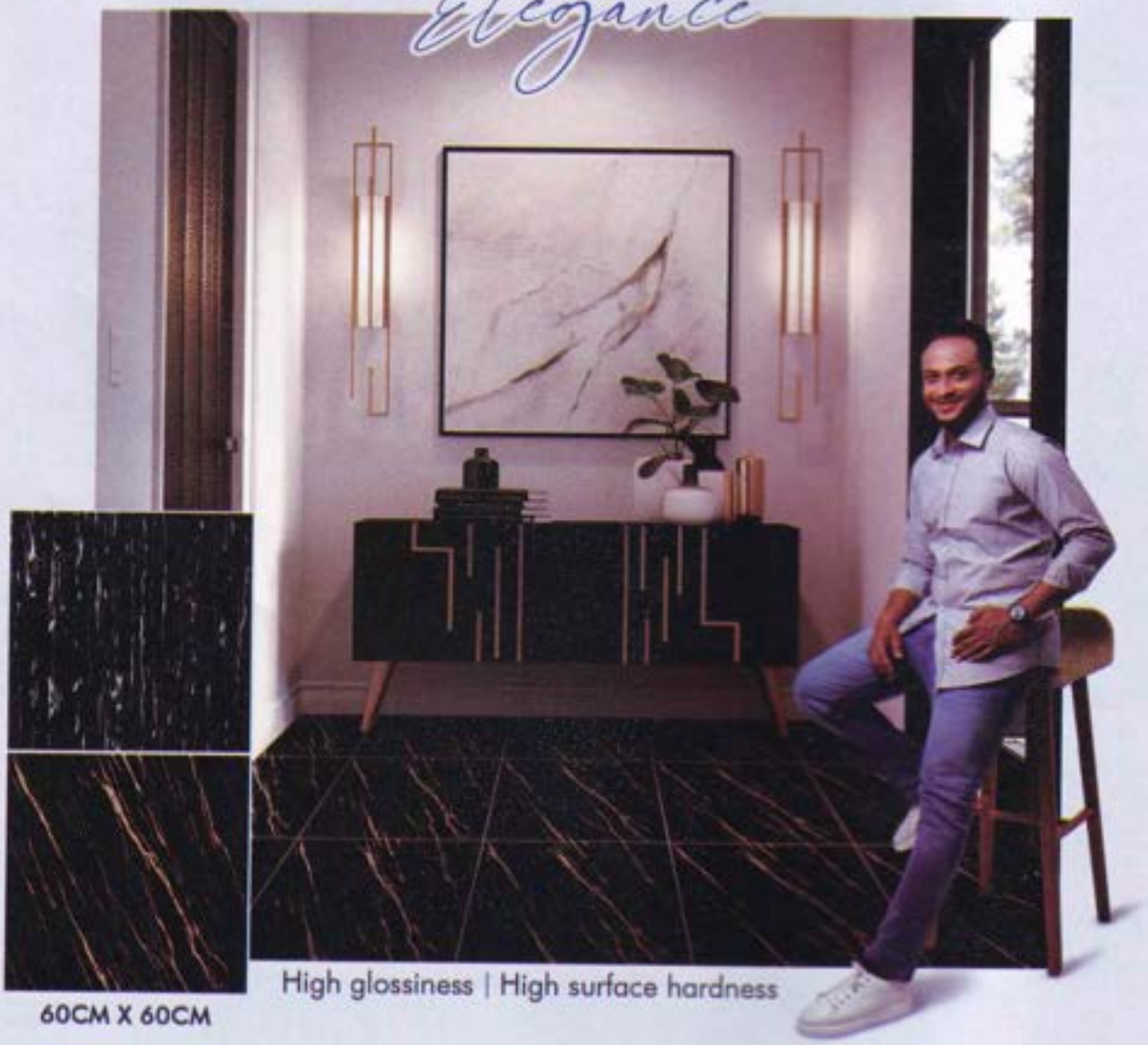

NP6060-002FG

NP6060-001FG

60CM X 60CM

High glossiness | High surface hardness

16704

dblceramics.com dblceramics

Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) Limited has a long heritage of being one of the firstborn company of Bangladesh Since its inception in 1956. The Company is considered a pioneer in producing and marketing Fast Moving Consumer Goods (FMCG); particularly. operative in personal care, cosmetics, household and toiletries categories. The company is much more passionate about producing and marketing products of world class quality and, thereby delivering the very best to the consumers. Flagship brands like **SANDALIA, TIBET** and **FAST WASH** have already won the hearts & minds of million of consumers in Bangladesh.

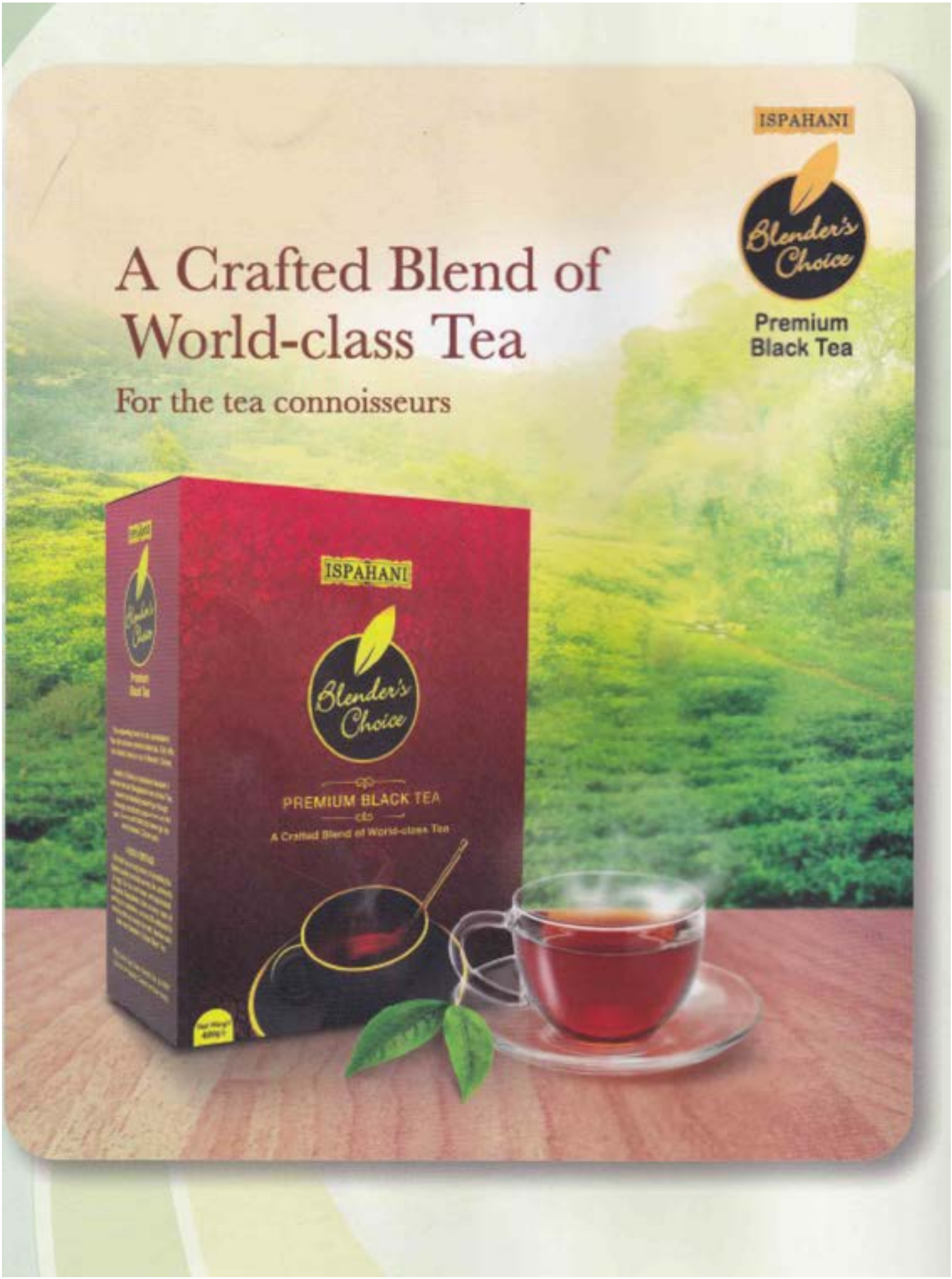

ISPAHANI
Blender's Choice
Premium Black Tea
A Crafted Blend of World-class Tea
For the tea connoisseurs
ISPAHANI
Blender's Choice
PREMIUM BLACK TEA
A Crafted Blend of World-class Tea